Contents

চতুর্দশ বর্ষ

৩য় সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

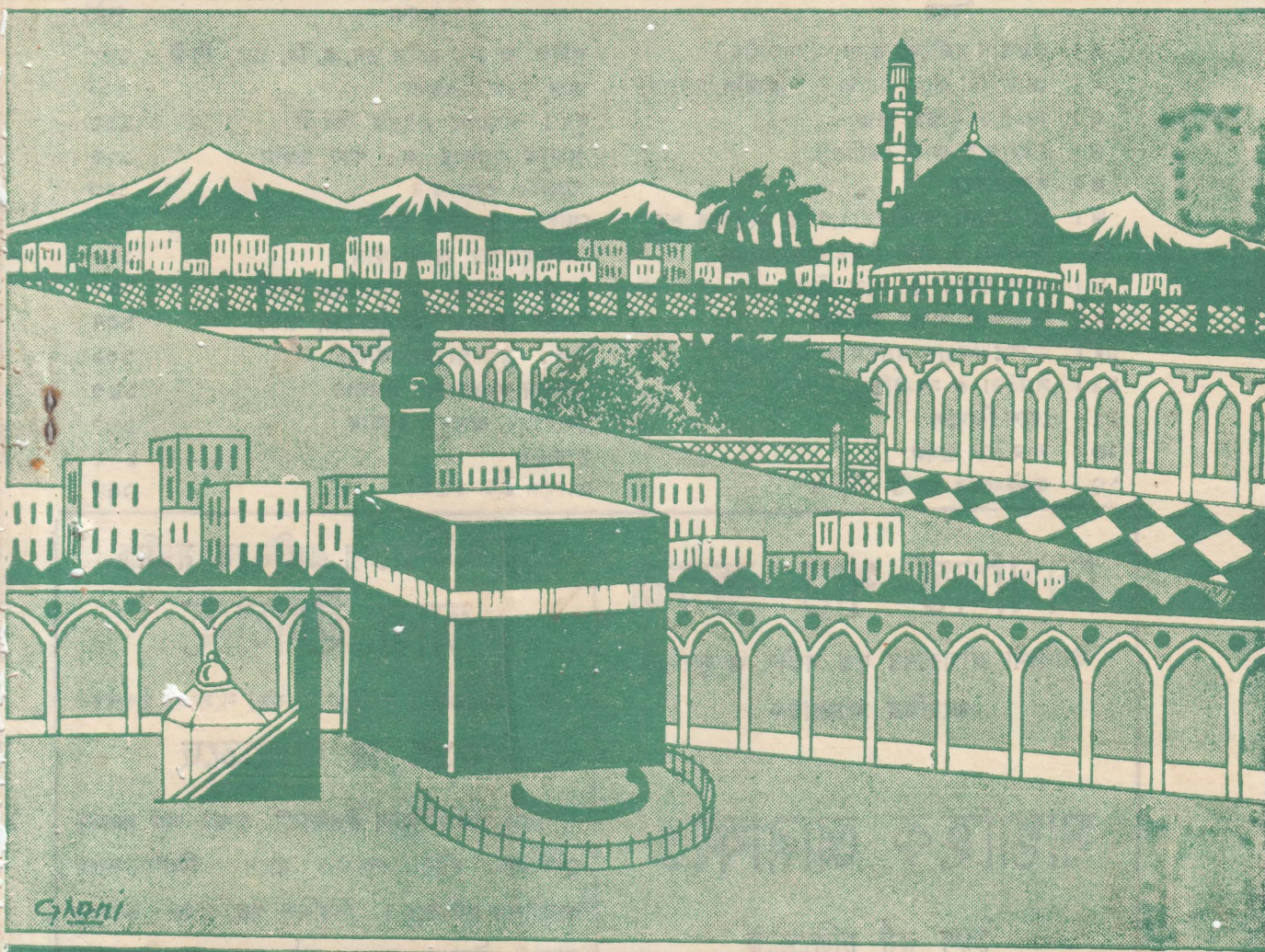

সম্পাদক

মোহাম্মদ মওলা বখ্‌শ নদভী

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬'৫০

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল-হাদীস

(মাসিক)

চতুর্দশ বর্ষ—তৃতীয় সংখ্যা

ভাদ্র—১৩৭৪ বাং | আগষ্ট—১৯৬৭ ইং

জমাদিউল আউয়াল—১৩৮৭ হিঃ

বিষয়-সূচী

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	কুরআন মজীদের ভাষ্য (তফসীর)	শাইখ আবদুর রহীম এম, এ, বি, এস, বি-টি	১৫০
২।	মোহাম্মদী জীবন ব্যবস্থা (হাদীস অনুবাদ)	আবূ য়ুসুফ দেওবন্দী	১১০
৩।	মধ্যপ্রাচ্য-যুদ্ধের শিক্ষা	মূল : মওলানা ইউসুফ বিন্নূরী	১১৭
৪।	জেহাদের ডাক (কবিতা)	সরফুল ইসলাম মোঃ শফী উদ্দীন	১২৩
৫।	মন-মাঝিরে ”	সুজাউল কোরবান	১২৩
৬।	পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ ও সংহতির প্রশ্ন	মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ	১২৩
৭।	জিজ্ঞাসা ও উত্তর (মসলা মাসায়েল)	আবু মুহাম্মদ আলীমুদ্দীন	১২৮
৮।	আত্ম সম্মান ও আত্মপ্রতিষ্ঠা	মরহুম আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী	১৩৩
৯।	তাবাকাত এবনে সা'আদ	মরহুম আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী	১৩৭
১০।	ইন্দোনেশিয়ার মুসলমান	মূল : নূর আহমদ কাদেরী	১৩৯
১১।	সাহিত্য ও সংনীতি	অনুবাদ আজহারুল ইসলাম	১৪৩
১২।	দেশে বিদেশে	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	১৪৬
১৩।	সাময়িক প্রসঙ্গ	সম্পাদক	১৪৭
১৪	জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার	আবদুল হক হক্কানী	১৫২

নিয়মিত পাঠ করুন

ইসলামী জাগরণের দৃপ্ত নকীব ও মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

সাপ্তাহিক আরাফাত

১১শ বর্ষ চলিতেছে

সম্পাদক : মোহাম্মদ আবদুর রহমান

বার্ষিক চাঁদা : ৬'৫০ ষান্মাষিক : ৩'৫০

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ম্যানেজার : সাপ্তাহিক আরাফাত, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাচীনতম মাসিক

আল ইসলাহ

সিলহেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের মুখপত্র

৩৬শ বর্ষ চলিতেছে

এই বর্ষে "আল ইসলাহ" সুন্দর অঙ্গ সজ্জায় শোভিত হইয়া প্রত্যেক মাসে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইতেছে। নিয়মিত গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ছাড়াও ইহাতে আছে শ্রেষ্ঠ লেখক লেখিকাদের মননশীল রচনা সমূহ।

বার্ষিক চাঁদা সাধারণ ডাকে ৬৲ টাকা, ষান্মাসিক ৩৲ টাকা, রেজিষ্টারী ডাকে ৮৲ টাকা, ষান্মাসিক ৪৲ টাকা।

ম্যানেজার—আল ইসলাহ

জিন্নাহ হল, দরগা মহল্লাহ, সিলহেট

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদীস

(মাসিক)

কুরআন ও সুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

(আহ্‌লেহাদীস আন্দোলনের মুখপত্র)

প্রকাশ মহল ঃ ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা—২

চতুর্দশ বর্ষ	ভাদ্র, ১৩৭৪ বংগাব্দ ; জমাদিউল আউয়াল, ১৩৮৭ হিঃ সেপ্টেম্বর, [illegible] খৃষ্টাব্দ ;	তৃতীয় সংখ্যা

تفسير القران العظيم

কুর্‌আন-মজীদের ভাষ্য

'আম পারার তফসীর

সূরা' আল্-'আসর

শাইখ আবদুর রহীম এম-এ, বি-এল বি-টি, ফাযিল-দেওবন্দ

سُوْرَةُ الْعَصْرِ — সূরা আল্-'আসর

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অসীম দয়াবান অত্যন্ত দাতা আল্লার নামে।

১। 'আসর এর কসম, ১ — وَالْعَصْرِ ۱

১। العصر—'আসর শব্দের অর্থ 'কাল' বা 'যমানা'। দিবাভাগের চতুর্থ প্রহরকে এবং ঐ সময়ের সলাৎকেও 'আসর' বলা হয়।

এখানে 'আল-'আসর' হইতেছে কসমের বিষয়বস্তু;

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আর কসমের প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেছে 'ক্ষয়-ক্ষতির মধ্যে মানুষের অবস্থান'। এই দুইয়ের মধ্যে সংহতি ও সংলগ্নতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এখানে 'আল-আসর' এর দুই প্রকার তাৎপর্য গ্রহণ করা যাইতে পারে।

(এক) **কাল বা যমানা**। 'কাল' বলিতে অনুপল, পল, দণ্ড, প্রহর, দিবা, রাত্রি, সপ্তাহ, মাস, বর্ষ, যুগ, শতাব্দ ইত্যাদির সমষ্টিকে বুঝাইয়া থাকে। কাজেই দেখা যায়, কালের অস্তিত্ব নির্ভর করে সৌর জগতের অস্তিত্বের উপরে। সৌর জগতের অস্তিত্ব যখন ছিল না তখন কালও ছিল না এবং সৌর জগতের অস্তিত্ব যখন লোপ পাইবে তখন কালেরও অস্তিত্ব লোপ পাইবে। ইসলামী 'আকায়িদ মতে "আল্লাহ ব্যতীত তাঁহার গুনাবলী" ছাড়া আর সবই সৃষ্ট, কাজেই ক্ষয়িষ্ণু, কাজেই ধ্বংসশীল সৌর জগত সৃষ্ট বলিয়া উহাও ক্ষয়িষ্ণু, ধ্বংসশীল। আর 'কাল' যেহেতু সৌর জগতের সহিত ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত ও কার্যকারী সম্বন্ধে সম্পৃক্ত কাজেই কালও ক্ষয়িষ্ণু, ধ্বংসশীল। তারপর সকল সৃষ্ট বস্তুরই একটা নির্ধারিত মী'আদ আছে। সেই হিসাবে সৌর জগতেরও একটা নির্ধারিত মী'আদ রহিয়াছে। প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুর ঐ নির্ধারিত মী'আদ পলে-পলে, দণ্ডে দণ্ডে, দিনে-দিনে বছরে-বছরে ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া চলিয়াছে এবং এই ভাবে সে প্রতি মুহূর্তে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। কালের আদি অন্ত নির্ণয় করা মানবীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আয়ত্বের বাহিরে থাকার ফলে মানুষ হয় তো মনে করিতে পারে যে, কালও অনন্ত। সেই কারণেই আল্লাহ তা'আলা এখানে স্পষ্টভাবে জানাইয়া দেন যে, মানুষের নির্ধারিত কাল যেমন ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া একদিন খতম হইয়া যায় সেইরূপ 'যমানাও' ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া চলিয়াছে এবং একদিন উহাও খতম হইয়া যাইবে। অতএব প্রত্যেক মানুষকে তাহার এই আয়ুর সদ্ব্যবহারে যত্নবান থাকা উচিৎ।

দ্বিতীয়তঃ, কালই মানুষকে ক্রমশঃ ধ্বংসের নিকটবর্তী করিয়া চলিয়াছে। দিবা-রাত্রি, মাস-বর্ষ ইত্যাদিই তো মানুষের আয়ুকে ক্ষয় ও হ্রাস করিয়া চলিয়াছে এবং একদিন উহারাই মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিবে।

অবিরাম ক্ষয়-ক্ষতি ব্যাপারে কালের সহিত মানুষের এই সাদৃশ্য ও কার্য-কারণ-পরম্পরা বর্তমান থাকায় কালের কসম করিয়া মানুষের ক্ষয়-ক্ষতি-প্রবণতার কথা বলা হইয়াছে।

(দুই) **দিবাভাগের চতুর্থ প্রহর**। অপর এক সূরার প্রথমে আল্লাহ তা'আলা যেমন 'আয্-যুহা' বলিয়া দিবাভাগের প্রথম প্রহরের কসম করিয়াছেন, সেইরূপ এই সূরার প্রথমে তিনি 'আল-'আসর' বলিয়া দিবাভাগের চতুর্থ প্রহরের কসম করিয়াছেন। দিবাভাগের প্রথম প্রহরে মানুষ সারা দিনের উজ্জ্বল রঙ্গীন ভবিষ্যতের আশায় বুক বাঁধিয়া বিপুল উদ্দীপনা সহকারে কার্যে ব্যাপৃত হয় বলিয়া নবী সঃ কে তাঁহার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সুসংবাদ ও আশার বাণী শুনাইতে গিয়া আল্লাহ তা'আলা যেমন দিবাভাগের প্রথম প্রহরের (আয্-যুহা) কসম করেন, সেইরূপ মানুষ দিবাভাগের চতুর্থ প্রহরের আগমনে হতাশাগ্রস্ত মন লইয়া বাকী সময়টুকুর মধ্যে তাহার দৈনন্দিন বরাদ্দ কার্যের বাকী অংশ সমাধা করিতে শশব্যস্ত হইয়া উঠে বলিয়া মানুষের মনকে তাহার ক্ষয়-ক্ষতি সম্পর্কে সচেতন করিবার জন্য আল্লাহ তা'আলা এখানে দিবাভাগের চতুর্থ প্রহরের (আল্-আসর) কসম করেন। ইহা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মানুষকে জানাইয়া দিতে চান যে, তাহার সম্মুখে তাহার আয়ু-দিবসের খুব অল্প সময়ই অবশিষ্ট রহিয়াছে। তাহার জীবন সূর্য ডুবুডুবু প্রায়। কোন্ মুহূর্তে অস্তমিত হয় তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। তাহার জন্মই হইয়াছে দিবসের শেষ যামে। তাহার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে অবহিত করা হইয়াছে যে, তাহার মৃত্যু আসন্ন, যে কোনও মুহূর্তে তাহার জীবনের অবসান হইতে পারে। অতএব তাহার উচিৎ সে যেন নিজ জীবনকে সতত সৎকাজে লিপ্ত রাখিয়া নিজেকে অপূরণীয় ক্ষতি হইতে রক্ষা করিয়া চলে।

দ্বিতীয়তঃ **দিবসের** বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্য যেমন যথাক্রমে তাহার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ প্রহরের মধ্যে প্রকাশ পায়; **মানুষের** বিভিন্ন

www.ahlehadeethbd.org

২ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۙ

২। ইহা নিশ্চিত যে, মানুষ বাস্তবিকই ক্ষতির মধ্যে অবস্থিত—২

বয়সে যেমন তাহার এ অবস্থাগুলি প্রকাশ পায়; সেইরূপ **কাল বা যমানার** ও বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্য এই চারি দশার অনুমান করা অসঙ্গত নয়। কালের জীবনের সূত্রপাত হয় সৌর জগতের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে এবং তখন হইতেই শুরু হয় কালের ব্যাল্য-অবস্থা, উহার প্রথম প্রহর। তারপর, কালের জীবনে এক এক করিয়া আসিতে থাকে তাহার বাল্যাবস্থা অতিক্রান্ত হইয়া যৌবনকাল, যৌবনকাল অতিক্রান্ত হইয়া প্রৌঢ় অবস্থা এবং প্রৌঢ় অবস্থার পরে বার্ধক্য, তথা 'কাল-দিবসের' প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহর অতিবাহিত হইবার পরে তাহার চতুর্থ প্রহর। কালের এই বার্ধক্য অবস্থায়, কাল-দিবসের এই চতুর্থ প্রহরে কালের 'আসর' সময়ে আবির্ভাব হয় হযরত মুহম্মদ সঃ-এর। তাঁহার উম্মতের যমানাই হইতেছে যমানা দিবসের চতুর্থ যাম। ('আসর-কাল) সৌর জগতের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ কিয়ামতের আগমনে এই কাল-দিবসের অবসান হইবে: কালের আয়ু শেষ হইয়া তাহার মৃত্যু ঘটিবে।

ইহা ছাড়া তফসীরকারগণ আরও দুই প্রকার তাৎপর্যের অবতারণা করিয়াছেন। ঐ তাৎপর্যগুলিও সম্ভব বটে; কিন্তু প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত ঐ তাৎপর্যগুলির কোন সংলগ্নতা স্পষ্টভাবে দেখা যায় না। তাৎপর্য দুইটি নিম্নে বর্ণিত হইল।

(ক) 'আসর অকতের 'সলাৎ'। এই সলাতের বিশেষ মর্যাদা হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে।

(খ) হযরৎ মুহম্মদ সঃ-র যমানা। দ্বিতীয় তাৎপর্যে ইহার দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

২। এই আয়াতে সাধারণ মানুষের অবিরাম ক্ষতিগ্রস্ত হইতে থাকার কথা ঘোষণা করা হইয়াছে। এই ক্ষতিগ্রস্ততার স্বরূপ ও মূল তাৎপর্য হইতেছে 'আল্লার গোলামী করা হইতে বঞ্চিত থাকা'। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমি মানুষকে ও জিনকে একমাত্র গোলামী করার জন্যই পয়দা করিয়াছি" (আয্-যারিয়াৎ : ৫৬)। অতএব, মানুষকে যখন আল্লাহ তা'আলার গোলামী করার জন্যই পয়দা করা হইয়াছে তখন যে মানুষ আল্লাহ তা'আলার যত বেশী ও যত আন্তরিকতার সহিত মশগুল থাকিবে সে ততই লাভবান হইবে। পক্ষান্তরে যে মানুষ নিজেকে আল্লাহ তা'আলার গোলামী হইতে যত বেশী মুক্ত, সম্পর্কশূন্য ও দূরে রাখিবে সে ততই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। আর জান্নাৎ হইতে বঞ্চিত হওয়া, জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত ইত্যাদি ঐ গোলামী না করারই স্বাভাবিক পরিণতি বিধায় ঐগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে মূল ক্ষতিগ্রস্ততার পংক্তিতে দাঁড় করানো যায় না।

তারপর মানুষের ক্ষতিগ্রস্ততার উপর এই আয়াতে নানাভাবে যোর দেওয়া হইয়াছে। প্রথমতঃ কসমযোগে ইহার অবতারণা করিয়া, এবং উদ্দেশ্যের সহিত নিশ্চয়তা-বাচক اِنَّ ও বিধেয়ের সহিত বাস্তবতাব্যঞ্জক 'لَ' অব্যয় দুইটি যোগ করিয়া ইহার যথার্থতা সুনিশ্চিত ও সন্দেহাতীতরূপে প্রকাশ করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ فِيْ خُسْرٍ (ক্ষতিগ্রস্ততার অভ্যন্তরে) এই অংশে আধারবাচক فِيْ অব্যয় দ্বারা ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, ক্ষতিগ্রস্ততা হইতেছে আধার আর মানুষ হইতেছে ঐ আধারের আধেয়। অর্থাৎ মানুষ সকল দিক হইতে ক্ষতি দ্বারা সমাবৃত ও পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে। যাহা হউক, পরবর্তী আয়াতে একদল মানুষকে ঐ ক্ষতিগ্রস্ততা হইতে মুক্ত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

৩। উহারা বাদে যাহারা ঈমান আনিয়াছে, সৎ কাজগুলি করিয়া চলিয়াছে এবং পরস্পরকে ন্যায়ে নির্দেশ ও পরস্পরকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দিয়া থাকে।৩

٣ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

৩। পূর্বের আয়াৎটিতে বলা হইয়াছে যে, মানুষ-মাত্রই ক্ষতি ও লোকসানের কবলে পড়িয়া রহিয়াছে। এই আয়াতে উহার ব্যতিক্রমের কথা বলা হইয়াছে। কোন্ কোন্ গুণ থাকিলে এবং কোন্ কোন্ কাজ করিলে মানুষ ঐ ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে অথবা তাহার ক্ষতিপূরণ হইতে পারে তাহা এই আয়াতে বর্ণনা করা হইয়াছে। সেই গুণ ও কাজগুলি হইতেছে সংখ্যায় চারিটি এবং তাহা এই :—

(ক) آمنوا—প্রথম গুণ হইতেছে আল্লাহ্ তা'আলার যথাযথ অস্তিত্বে এবং তাঁহার উপযোগী তাঁহার জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্ষমতা, কার্য-সম্পাদন প্রভৃতি গুণাবলীতে সঠিক ঈমান ও বিশ্বাস রাখা। ঐ ঈমান যাহাদের অন্তরে সঠিকভাবে দৃঢ় বদ্ধমূল হইয়া বিরাজ করে তাহারা জীবনের কোনও ব্যাপারে বিভ্রান্ত হয় না, বিভ্রান্ত হইতে পারে না। তাহারা বিপদ-আপদে অধীর ও অস্থির হইয়া নিষ্কর্মা হইয়া বসিয়া থাকে না, বরং বিপদ্-আপদকে আল্লাহ তা'আলার আদেশক্রমে আগত বিশ্বাস করিয়া সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ গতিতে নিজ কার্যে অগ্রসর হইতে থাকে। আবার তাহারা সুখ-সমৃদ্ধিতে আত্মহারা হইয়া ভোগ-বিলাসে মত্ত হইয়াও উঠে না; কারণ তাহারা বিশ্বাস করে যে, সুখ-সম্পদ যেমন আল্লাহ তা'আলার আদেশক্রমে আসিয়াছে তেমনি উহা তাঁহার আদেশক্রমে যে কোন মুহূর্তে অপসারিত ও বিদূরিত হইতে পারে। এমনি ভাবে ঐ ঈমান যাহাদের মধ্যে থাকে তাহারা সকল অবস্থাতেই তাহাদের কাজ সুনিশ্চিত ও সুশৃঙ্খলিত ভাবে সম্পাদন করিতে থাকে। ফলে, তাহারা কোন ক্রমেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

(খ) وعملوا الصلحت—দ্বিতীয় গুণ হইতেছে ন্যায় ও সৎকাজ সম্পাদনে লিপ্ত থাকা। যে সকল কাজে নিজেদের অথবা অপর কাহারও উপকার সাধিত হয় সেই কাজগুলি যাহারা করিতে থাকে; যে সকল কাজ পরিণামে নিজেদের অথবা অপর কাহারও পক্ষে ক্ষতিকর সেইরূপ কোন কাজ যাহারা করে না; এমন কি যে সকল কাজে নিজেদের অথবা অপর কাহারও কোন লাভ-লোকসান, ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না সেইরূপ কোন কাজেও লিপ্ত হইয়া যাহারা বৃথা সময় নষ্ট করিতে যায় না; যাহারা নিজেদের জীবনের আদর্শ ও মূল লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করে রসূলুল্লাহ সঃ-র ঐ বাণীকে যে বাণীর মধ্যে অপ্রয়োজনীয় ও অবান্তর কার্যসমূহের পরিবর্জনকে ইসলামের সৌন্দর্য বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে, তাহারাই মানবীয় স্বভাব-জাত ক্ষতি-প্রবণতা হইতে রক্ষা পায়।

রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه

"যে কাজের সহিত যে মুসলিমের কোন সম্পর্ক ও সংস্রব থাকে না তাহার পক্ষে সেই কাজ বর্জন করাই হইতেছে তাহার ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য।" হাদীসটির তাৎপর্য এই যে, ঈমান, সলাত ও সাওম এবং অবস্থা-বিশেষে যকাৎ ও হজ্জ পালন করার সমষ্টি হইতেছে ইসলামের দেহ ও প্রাণ। ইসলামের প্রাণে সবলতা এবং উহার দেহে সৌন্দর্য আনিবার জন্য আরও বহু বিষয়ের প্রয়োজন আছে। যথা, ইখলাস বা আন্তরিকতা, তাওয়াক্কুল বা একমাত্র আল্লার প্রতি নির্ভরশীলতা, যুহ্দ, তাকওা ইত্যাদি। অপ্রয়োজনীয় ব্যাপারের চিন্তা

www.ahlehadeethbd.org

এবং অপ্রয়োজনীয় কার্য বর্জন ও ইসলামের দেহে সৌন্দর্য আনয়নকারী ব্যাপারগুলির তালিকার অন্তর্ভুক্ত। যাহারা এই সৌন্দর্য-আনয়নকারী ব্যাপার সম্পাদনে যত মনোযোগী থাকে তাহাদের ইসলাম ততই সুন্দর হয়। অমুক জায়গায় খুব সুন্দর একটি মসজিদ তৈয়ার হইয়াছে শুনিয়া কেহ যদি কেবলমাত্র ঐ মসজিদটির নির্মাণ কৌশল দেখিবার খাহেশ করে তাহা হইলে সে তাহার ঐ খাহেশের দরুণই নিজ ইসলামের এক পোঁচ কালিমা লেপন করে! আর দেখিতে গেলে তো ঐ কালিমায় আরও পোঁচ কালিমা লাগান হইবে।

(গ) وتواصوا بالحق ক্ষতি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তৃতীয় গুণ হইতেছে, "ন্যায় ও সত্য পথ অবলম্বন করিবার জন্য এবং উহা দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকিবার জন্য অপরকে উপদেশ দান"। অর্থাৎ শুধুমাত্র নিজের ঈমান থাকিলেই এবং নিজে ন্যায় ও সৎ কাজ সম্পাদন করিলেই ঐ স্বভাবজাত ক্ষতিগ্রস্ততা হইতে কোনও মুসলিম মুক্তি পাইতে পারে না। বরং ঐ ক্ষতি হইতে মুক্তি পাইতে হইলে অপরকেও ন্যায় ও সত্য পথ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানাইতে হইবে। শুধু আত্মশুদ্ধি ও আত্ম-সংস্কারই যথেষ্ট হইবে না; অপরের কাজ-কর্ম সংশোধনের জন্যও সাধ্যমত চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাই শরী'আতে "আম্র-বিল্ মা'রূফ অ নাহ্ঈ-'আনিল্ মুনকার নামে পরিচিত।

(ঘ) وتواصوا بالصبر, ক্ষতিগ্রস্ততা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য চতুর্থ গুণ হইতেছে "অপরকে 'সবর' ও ধৈর্য্য ধারণের জন্য উপদেশ দেওয়া"। এই 'সবর' দুই প্রকার ব্যাপারের প্রতি প্রযোজ্য হইয়া থাকে। (এক) ইসলামের আদেশ নিষেধ পালনে যতই কষ্ট হউক না কেন উহা পালনে সকল কষ্ট যথাসাধ্য ধৈর্যসহকারে সহ্য করার জন্য উপদেশ দেওয়া। যথা, সুদ দেওয়া হারাম। এমত অবস্থায় কোন মুসলিমকে অভাবের তাড়নায় সুদে টাকা ধার লইতে উদ্যত দেখিয়া যদি কোন মুসলিম তাহাকে তাহার ঐ কষ্টে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিয়া তাহার ঐ কষ্টের কিছু অংশ নিজ ঘাড়ে লয় তবে ঐ উপদেশকারী মুসলিম মানবীয় স্বাভাবিক ক্ষতিগ্রস্ততা হইতে রক্ষা পাইবে। আর যাহাদের খাওয়া পরার অভাব নাই তাহারা অতিরিক্ত লাভ ও সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে সুদে টাকা ধার লইতে উদ্যত হইলে তাহাদিগকে উহা হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য উপদেশ দেওয়া "তৃতীয় গুণটির" আওতায় পড়িবে। (দুই) 'সবর' এর দ্বিতীয় প্রয়োগ হইতেছে পূর্ববর্তী গুণটির অনুষঙ্গের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া। অর্থাৎ অপরকে ন্যায় কাজ সম্পাদনের জন্য অথবা অন্যায় কাজ পরিত্যাগ করার জন্য অথবা অন্যায় কাজ হইতে বিরত থাকার জন্য উপদেশ দিতে গেলে নানা প্রকার কষ্ট ও দুর্ভোগের সম্মুখীন হওয়া স্বাভাবিক। ঐ সকল ক্ষতি ও দুর্ভোগ ধৈর্যসহকারে সহ্য করিবার জন্য যাহারা একে অপরকে উপদেশ ও উৎসাহ দিতে থাকে এবং এইভাবে ন্যায় সম্পাদনের ও অন্যায় বর্জনের জন্য আহ্বানের প্রচার-ধারাকে অব্যাহত ও অটুট রাখে তাহারা মানুষের স্বভাব-জাত ক্ষতিগ্রস্ততা হইতে রক্ষা পায়।

বস্তুতঃ ইসলামের অস্তিত্ব এই চারিটি গুণের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই চারিটি ব্যাপারে যে মুসলিম দল যত বেশী দৃঢ় থাকিবে সেই দল দুনিয়া ও আখিরাতে তত বেশী সফলতা ও কামিয়াবি অর্জন করিবে। পক্ষান্তরে, যে মুসলিম দল এই ব্যাপারগুলি সম্পর্কে যত বেশী শিথিলতা অবলম্বন করিবে সেই দল দুনিয়া ও আখিরাতে তত বেশী নিগৃহীত, লাঞ্ছিত ও পদদলিত হইতে থাকিবে। আল্লাহ তা'আলা তামাম মুসলিমকে এই চারিটি গুণের অধিকারী করুন! আমীন সুম্মা আমীন!

www.ahlehadeethbd.org

মোহাম্মদী জীবন-ব্যবস্থা

(বুলুগুল মারামের বঙ্গানুবাদ)

।। আবু য়ুসুফ দেওবন্দী ।।

৬৭১। সাদ্দাদ ইব্ন আওস রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন, সাইয়িদুল-ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনার সেরা রূপ এই ; বান্দা বলিবে,

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ
خَلَقْتَنِيْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ
وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ
شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ
وَاَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ
الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ ٠

"হে আল্লাহ, তুমি আমার রব্ব ; তুমি ছাড়া আর কোনই মা'বুদ নাই ; তুমি আমাকে পয়দা করিয়াছ (তুমি আমার সৃষ্টিকর্তা, খালিক), আর আমি তোমার গোলাম। আরও আমি যতদূর ক্ষমতা রাখি (এবং আমার সাধ্যে যতদূর কুলায়) আমি তোমার সহিত [আমার] অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞা (عهد) পালনে তৎপর এবং তোমার (প্রতিদান দিবার) প্রতিশ্রুতি ও ওয়াদায় আস্থা-বান রহিয়াছি। আমি যাহা (অন্যায়) করিয়াছি তাহার অনিষ্ট হইতে আমি তোমার আশ্রয় লইতেছি ; আমার প্রতি তোমার নি'মাৎ ও দানের কথা আমি তোমার সামনে স্বীকার করিতেছি ; এবং আমার পাপের স্বীকারো করিতেছি। অতএব, তুমি আমার অপরাধ মাফ কর। কেননা ইহা নিশ্চিত যে, তুমি ছাড়া আর কেহই অপরাধ মাফ করিতে পারে না।"১২ —বুখারী (৯৩৩ পৃঃ)।

১২। এই দু'আর মাধ্য যে 'অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞার' উল্লেখ রহিয়াছে তাহার তাৎপর্য হইতেছে 'আল্লাহ আ'আলাকে রব্ব জ্ঞানে তাঁহার প্রতি ঈমান রাখা'। সূরা আল্-আ'রাফঃ ১৭২ আয়াতে এবং ঐ আয়াতে বর্ণিত বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট হাদীস সমূহে বলা হইয়াছে যে, আদম-সন্তানদের মানব দেহ লইয়া এই পার্থিব জগতে ভূমিষ্ট হইবার পূর্বে তাহাদের রূহ্ দিগকে আল্লাহ তা'আলা 'আলামুল্-আরওয়াহ বা আত্মা-জগতে সমবেত করিয়া তাহাদিগকে এই প্রশ্ন করেন, "আমি কি তোমাদের রব্ব নহি ?" তাহাতে সকলে একবাক্যে উহা স্বীকার করিয়া বলিয়া উঠে, "নিশ্চয় আপনি আমাদের রব্ব"। এই দু'আতে মুসলিম বান্দারা 'অঙ্গীকার' উল্লেখ করিয়া তাহাদের ঐ স্বীকারোক্তির দিকে ইঙ্গিত জানায়।

আর এই দু'আতে যে প্রতিশ্রুতি ও ওয়াদার উল্লেখ করা হয় তাহা দ্বারা নেক বান্দাদেরে আল্লাহ তা'আলার প্রতিদান ও পুরস্কার দানের দিকে ইঙ্গিত জানানো হয়।

তারপর সহীহ্ ~~বুখারী হাদীস গ্রন্থে~~ এই হাদীসের শেষে ইহাও বলা হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ সঃ বলেন,

من قالها من النهار موقنا بها فمات
من يومه قبل ان يمسي فهو من
اهل الجنة ومن قالها من الليل وهو
موقن بها فمات قبل ان يصبح فهو
من اهل الجنة ٠

www.ahlehadeethbd.org

৬৭২। ইবনে 'উমর রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ সন্ধ্যায় এবং সকালে এই কথাগুলি বলিতে ছাড়িতেন না ঃ—

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْاَلُكَ الْعَافِيَةَ فِیْ دِيْنِیْ وَدُنْيَایَ وَاَهْلِیْ وَمَالِیْ اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتِیْ وَاٰمِنْ رَوْعَاتِیْ وَاحْفَظْنِیْ مِنْ بَيْنِ يَدَیَّ وَمِنْ خَلْفِیْ وَعَنْ يَمِيْنِیْ وَعَنْ شِمَالِیْ وَمِنْ فَوْقِیْ وَاَعُوْذُ بِعَظَمَتِكَ اَنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِیْ ۔

"হে আল্লাহ, নিশ্চয়ই আমি আমার দীন, আমার দুনয়া, আমার পরিবারপরিজন ও আমার মাল সম্পর্কে তোমার নিকটে নিরাপত্তা প্রার্থনা করিতেছি। হে আল্লাহ, আমার দোষ-ত্রুটিগুলি গোপন রাখ; আমাকে ত্রাস ও শঙ্কা হইতে নির্ভয় কর এবং আমাকে বিপদ আপদ হইতে রক্ষা কর আমার সম্মুখ দিক হইতে, আমার পশ্চাদ্দিক হইতে, আমার ডান দিক হইতে, আমার বাম দিক হইতে ও আমার ঊর্ধ দিক হইতে; আরও আমি আমার নিম্নদিক হইতে আক্রান্ত হওয়া হইতে তোমার আশ্রয় লইতেছি।" ১৩— নাসা'ঈ ও ইবন মাজা; হাকিম ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন।

"যে ব্যক্তি অন্তরে বিশ্বাস সহকারে দিনের বেলায় ইহা (এই দু'আ) বলে, অনন্তর সেই দিবসেই সন্ধ্যা হইবার পূর্বে সে মারা যায় তাহা হইলে সে জান্নাৎবাসী হইবে; আর যে ব্যক্তি অন্তরে বিশ্বাস সহকারে রাত্রিকালে ইহা বলে, অনন্তর সকাল হইবার পূর্বে সে মারা যায় তাহা হইলে সে জান্নাৎবাসী হইবে" (বুখারী, ৯৩৩)।

১৩। এই দু'আর মধ্যে চারিটি ব্যাপারে নিরাপত্তা প্রার্থনা করা হয়। দীনে, দুনয়াতে, পরিবারে ও মালে। দীনে নিরাপত্তার তাৎপর্য হইতেছে পাপ কাজ হইতে রক্ষা পাওয়া; দুনয়াতে নিরাপত্তার তাৎপর্য হইতেছে অসুখ-বিসুখ, রোগ-ব্যাধি, বিপদ-আপদ প্রভৃতি হইতে রক্ষা পাওয়া; পরিবার-পরিজন সম্পর্কে নিরাপত্তার তাৎপর্য হইতেছে পারিবারিক বিশৃঙ্খলা ও স্ত্রী-পুত্র-কন্যার অবাধ্যতা হইতে এবং যে সকল ব্যাপারে পারিবারিক শান্তি ব্যাহত হয় তাহা হইতে রক্ষা পাওয়া আর মালে নিরাপত্তার তাৎপর্য হইতেছে চুরি-ডাকাতি অযথা খরচ, দৈব-দুর্বিপাক ও ধন-সম্পদ লোকসানকারী অন্যান্য ব্যাপার হইতে ধন-সম্পদ রক্ষা পাওয়া।

তারপর এই দু'আতে ছয় দিক তথা সকল দিক হইতে আগমনকারী বিপদ-আপদ হইতে আল্লাহ তা'আলার নিকট রক্ষা-ব্যবস্থা প্রার্থনা করা হয়। এই প্রসঙ্গে নিম্ন দিক হইতে আক্রমণের কথা স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করিয়া বিশেষ শব্দযোগে উহা হইতে রক্ষা-ব্যবস্থা প্রার্থনা করা হয়। নিম্নদিককে বিশেষভাবে উল্লেখ করার মধ্যে রহস্য এই যে, অপর পাঁচদিক হইতে আগত বিপদ-আপদ লোকে দেখিতে পায় বলিয়া তাহা হইতে বাঁচাইবার জন্য অনেকেই সাহায্য করিতে পারে; আর কিছু করিতে না পারিলেও অন্ততঃ সহানুভূতি দেখাইয়াও কষ্টের কিছু লাঘব করিতে পারে। কিন্তু নিম্নদিক হইতে আগত বিপদ-আপদ অপরে দেখিতে পায় না বলিয়া ঐ বিপদের কথা কাহাকেও বলিলে তাহাতে কেহ কান তো দেয়ই না; বরং কোন কোন ক্ষেত্রে সেইজন্য উপহাস ও বিদ্রূপের বাণী শুনিতে হয়। সম্ভবতঃ এই কারণে এই দু'আতে আল্লাহ তা'আলার নিকটে নিম্নদিক হইতে আগমনকারী বিপদ-আপদ হইতে স্বতন্ত্রভাবে বিশেষ শব্দযোগে রক্ষা-ব্যবস্থা প্রার্থনা করা হইয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

৬৭৩। ইবন উমর রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ এই দু'আটি করিতেন :

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ ●

"হে আল্লাহ, নিশ্চয় আমি তোমার আশ্রয় লইতেছি তোমার নে'মাৎ ও সম্পদের অপসারণ হইতে, তোমার নিরাপত্তার পরিবর্তন হইতে, তোমার শাস্তির অকস্মাৎ আগমন হইতে এবং তোমার যাবতীয় অসন্তোষ হইতে।"—মুসলিম।

৬৭৪ 'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর রাঃ বলেন. রসূলুল্লাহ সঃ এই দু'আটিও করিতেন :—

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ ●

"হে আল্লাহ, নিশ্চয় আমি তোমার আশ্রয় লইতেছি ঋণের প্রাবল্য হইতে, দুশমনের প্রকোপ হইতে এবং আমার বিপদে আমার শত্রুদের উল্লাস হইতে।"[১৪] নাসাঈ; হাকিম ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন,

৬৭৫। বুরাইদা রাঃ বলেন, একদা নবী সঃ একজন লোককে এই বলিয়া দু'আ করিতে শুনেন :

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ بِاَنِّيْ اَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ ●

"হে আল্লাহ, অবশ্যই আমি তোমার নিকটে এই বলিয়া প্রার্থনা করিতেছি যে, আমি সাক্ষ্য দিতেছি নিশ্চয় তুমিই আল্লাহ; তুমি ছাড়া কোন মা'বূদ নাই; তুমি এক, অভাবশূন্য; তুমি এমন যে, তুমি কাহারও জনকও নও, কাহারও জাতও নও এবং তোমার মতন আর কেহই নাই।"

তখন রসূলুল্লাহ সঃ বলেন,

لَقَدْ سَاَلَ اللّٰهَ بِاسْمِهِ الَّذِيْ اِذَا سُئِلَ بِهِ اَعْطٰى وَاِذَا دُعِيَ بِهِ اَجَابَ ●

"এই লোকটি আল্লার নিকটে তাঁহার এমন নামযোগে প্রার্থনা করিত যে-নামযোগে তাঁহার

১৪। ঋণের প্রাবল্যের তাৎপর্য হইতেছে ঋণ পরিশোধে অক্ষমতা; শত্রুর প্রকোপের তাৎপর্য হইতেছে যালিম ও অত্যাচারীর অত্যাচার প্রতিরোধে ও নিবারণে অক্ষমতা ও অসহায়তা। কাজেই এই দু'আর অর্থ দাঁড়ায় এইরূপ :—হে আল্লাহ তুমি আমাকে ঋণ গ্রহণ করা হইতে বাঁচাইয়া রাখ; আর যদি আমি একান্তই ঋণ গ্রহণে বাধ্য হই, তবে হে আল্লাহ! তুমি আমাকে উহা পরিশোধ করার তওফীক দিও। হে আল্লাহ, যালিমের যুলম হইতে তুমি আমাকে বাঁচাইয়া রাখ; আর কোন যালিম যদি আমার উপর যুলম করিয়া বসে তবে তুমিই তাহার প্রতিবিধান করিও। হে আল্লাহ, তুমি আমাকে এমন দুর্দশা ও দুরবস্থায় ফেলিও না যাহা দেখিয়া আমার দুশমনেরা আনন্দিত ও উল্লসিত হইতে পারে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রার্থনা করা হইলে তিনি উহা দান করিয়া থাকেন এবং তাঁহাকে ডাকা হইলে তিনি ডাকে সাড়া দিয়া থাকেন।*—সুনান চতুষ্টয়; ইব্‌ন হিব্বান ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন।১৫

৬৭৬। আবু হুরাইয়া রাঃ বলেন, সকাল হইলে রসূলুল্লাহ সঃ বলিতেন :

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ النُّشُوْرُ •

"হে আল্লাহ, তোমারই সাহায্যক্রমে আমরা সকালে উঠি এবং তোমারই দয়াক্রমে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকি; তোমারই দ্বারা আমরা জীবিত থাকি এবং তোমারই হুকমে আমরা মরি; আর কিয়ামতে তোমারই দিকে সকলের পুনরুত্থান হইবে।"

আর যখন সন্ধ্যা হইত তখন তিনি বলিতেন :

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ

তরজমা একই।—সুনান চতুষ্টয়।

৬৭৭। আনাস রাঃ বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ বেশীর ভাগ এই দু'আ করিতেন :

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ •

"হে আল্লাহ, হে আমাদের রব্ব, আমাদিগকে দুনয়াতে কল্যাণ দান কর এবং আখিরাতে কল্যাণ দান করিও; আরও জাহান্নামের আগুনের শাস্তি হইতে আমাদিগকে বাঁচাইও।" বুখারী (৯৪৫ পৃঃ), মুসলিম (২য় খণ্ড, ৩৪৪ পৃঃ)।

৬৭৮। আবু মূসা আশ'আরী রাঃ বলেন, নবী সঃ এই দু'আ করিতেন :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ خَطِيْئَتِىْ وَجَهْلِىْ وَاِسْرَافِىْ فِىْ اَمْرِىْ وَمَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهٖ مِنِّىْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ جِدِّىْ وَهَزْلِىْ وَخَطَئِىْ وَعَمْدِىْ وَكُلَّ ذٰلِكَ عِنْدِىْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَنْتَ

১৫। অপর এক হাদীসে আছে যে, নিম্নলিখিত বাক্যযোগে আল্লার নিকট কিছু চাওয়া হইলে আল্লাহ তা'আলা উহা মনযূর করেন। বাক্যটি এইরূপ :

اللهم انى اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت وحدك لا شريك لك المنان بديع السموات والارض يا ذا الجلال والاكرام •

"হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকটে এইবলিয়া প্রার্থনা করিতেছি যে, নিশ্চয়ই প্রশংসা একমাত্র তোমারই; তুমি ছাড়া কোনই মা'বূদ নাই। তুমি একক মা'বূদ; তোমার কোনও অংশী নাই; তুমি অত্যন্ত মেহেরবান, অত্যন্ত দাতা, আসমান ও যমীনকে অভিনবভাবে সৃজনকারী; ওহে মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী"।

ইমাম মুন্‌যিরী বলেন, এই বিষয়ে যত কালাম পাওয়া যায় তন্মধ্যে বুলুগুল্‌-মরামে সংগৃহীত হাদীসটিই 'সনদ' হিসাবে সর্বশ্রেষ্ঠ।

www.ahlehadeethbd.org

أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ •

"হে আল্লাহ, আমার প্রতি দয়া করিয়া আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি, আমার মূর্খতাব্যঞ্জক আচরণ, আমার যে কোন ব্যাপারে আমার বাড়াবাড়ি এবং আমার যে কোন অন্যায় কাজ সম্বন্ধে তুমি আমার চেয়ে বেশী অবহিত সে সবই মাফ করো। হে আল্লাহ, আমার প্রতি দয়া করিয়া আমার যথার্থভাবে অনুষ্ঠিত ও হাস্য পরিহাসজনিত অপরাধ এবং ভুলক্রমে সম্পাদিত ও ইচ্ছাকৃত অপরাধ মাফ করো; আর এই সব রকমেরই অপরাধ আমার রহিয়াছে। হে আল্লাহ, আমার প্রতি দয়া করিয়া মাফ করো যে অপরাধ আমি করিয়া বসিয়াছি এবং যে অপরাধ আমি (পরে করিব বলিয়া এখন) স্থগিত রাখিয়াছি; যে অপরাধ আমি গোপনে করিয়াছি এবং যে অপরাধ আমি প্রকাশ্যভাবে করিয়াছি আর ঐ অপরাধও যাহার সম্বন্ধে তুমি আমার চেয়ে বেশী অবহিত। তুমিই পুরোভাগে স্থাপনকারী, তুমিই পশ্চাদ্ভাগে স্থাপনকারী (অর্থাৎ যাহাকে ইচ্ছা কর আগে বাড়াইয়া দাও এবং যাহাকে ইচ্ছা কর পশ্চাতে ঠেলিয়া দাও) এবং তুমি প্রত্যেক ব্যাপারে ক্ষমতাবান।"—বুখারী (৯৪৬—৭ পৃঃ) ও মুসলিম (২য় খণ্ড, ৩৪৯ পৃঃ) [শব্দগুলি মুসলিম হইতে গৃহীত।]

৬৭৯। আবু হুরাইরা রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিতেন,

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ •

"হে আল্লাহ, আমার সকল ব্যাপারে বিপদ হইতে রক্ষার ব্যবস্থা রহিয়াছে আমার দীনের মধ্যে; কাজেই তুমি আমার দীনী কাজগুলিকে আমার জন্য সংশোধিত ও ত্রুটিমুক্ত করো। আমার জীবন যাপনের ব্যবস্থা রহিয়াছে আমার দুনয়ার মধ্যে; কাজেই তুমি আমার পার্থিব ব্যাপারগুলিকে আমার মঙ্গলের জন্য পরিপাটি করো। আর আমার প্রত্যাবর্তনের স্থান হইতেছে আখিরাৎ; কাজেই তুমি আমার জন্য আমার আখিরাৎকে দুরস্ত করিয়া দাও। আরও তুমি আমার জীবনকালকে আমার জন্য প্রত্যেক প্রকার মঙ্গলে বৃদ্ধির কারণ করো এবং আমার মৃত্যুকে আমার জন্য সকল মন্দ কাজ হইতে বিরতি ও বিরামে পরিণত করিও।"—মুসলিম (২য় খণ্ড, ৩৪৯ পৃঃ)।

৬৮০। (ক) আনাস রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিতেন,

اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي وَارْزُقْنِي عِلْمًا يَنْفَعُنِي •

"হে আল্লাহ, তুমি আমাকে যাহা শিক্ষা দিয়াছ তাহা দ্বারা আমার উপকার সাধন করো

www.ahlehadeethbd.org

১ এবং যাহা আমার উপকার করিবে তাহাই আমাকে শিক্ষা দাও। আরও তুমি আমাকে এমন ‘ইল্‌ম্ ও জ্ঞান দান কর যাহা আমার উপকারে আসিবে।”—নাসা’ঈ ও হাকিম।

(খ) তিরমিযী হাদীসগ্রন্থে আবূ হুরাইরা রাঃর বর্ণনায় রসূলুল্লাহ সঃ-র অনুরূপ উক্তির পরে এই বাক্যগুলি বেশী রহিয়াছে :

وَزِدْنِي عِلْمًا، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ
حَالٍ وَّأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ حَالِ أَهْلِ النَّارِ۔

“এবং আমাকে ‘ইল্‌মে বৃদ্ধি দান করো। সকল অবস্থাতেই আল্লাহরই প্রশংসা। আরও আমি জাহান্নামের আগুনের অধিবাসীদের অবস্থা হইতে আল্লার আশ্রয় লইতেছি।” ইহার সনদ হাসান।

৬৮১। ‘আয়িশা রাঃ হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী সঃ তাঁহাকে এই দু‘আ শিক্ষা দেন :

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ
كُلِّهٖ عَاجِلِهٖ وَآجِلِهٖ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ
وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهٖ
عَاجِلِهٖ وَآجِلِهٖ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ
أَعْلَمْ۔

اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ
مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَأَعُوْذُ بِكَ
مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ،
اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا
قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوْذُ بِكَ
مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ
أَوْ عَمَلٍ وَّأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ
قَضَيْتَهٗ لِيْ خَيْرًا۔

“হে আল্লাহ, যে সব কল্যাণ শীঘ্রই অথবা বিলম্বে আমার নিকট আসিবার জন্য রহিয়াছে সেই সব কল্যাণের মধ্যে যেগুলি আমি জানি এবং যেগুলি আমি জানি না সবই আমি তোমার নিকটে চাহিতেছি। আর যে সব অকল্যাণ শীঘ্রই অথবা বিলম্বে আমার নিকট আসিবার জন্য রহিয়াছে সেইসব অকল্যাণের মধ্যে যেগুলি আমি জানি এবং যেগুলি আমি জানি না সেই সবই হইতে আমি তোমার আশ্রয় লইতেছি।

হে আল্লাহ, তোমার বান্দা ও নবী তোমার নিকটে যে সব মঙ্গল চাহিয়াছে সেইসব মঙ্গল আমি তোমার নিকটে চাহিতেছি এবং তোমার বান্দা ও নবী যেসব অমঙ্গল হইতে তোমার আশ্রয় লইয়াছে, সেইসব অমঙ্গল হইতে আমি তোমার আশ্রয় লইতেছি।

হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকটে জান্নাৎ চাহিতেছি এবং ঐ সব উক্তি ও কাজ করিবার

www.ahlehadeethbd.org

তাওফিক চাহিতেছি যাহা জান্নাতের নিকটবর্তী করে। আর আমি তোমার আশ্রয় লইতেছি জাহান্নামের আগুন হইতে এবং ঐ সকল উক্তি ও কাজ হইতে যাহা জাহান্নামের আগুনের নিকটবর্তী করে। আরো আমি তোমার নিকটে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি আমার জন্য যাহা কিছু বরাদ্দ করিয়া রাখিয়াছ তাহার প্রত্যেকটিকে আমার জন্য কল্যাণে পরিণত করো।"—ইব্‌ন-মাজা (২৮১—২ পৃঃ); ইব্‌ন-হিব্বান ও হাকিম ইহাকে সহীহ বলিয়াছেন।

৬৮২। আবূ হুরাইরা রাঃ বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ বলিয়াছেন,

كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحْمٰنِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِى الْمِيْزَانِ ۰

"দুইটি কথা অসীম দয়াবান আল্লার নিকটে প্রিয়, জিহ্বায় উচ্চারণে লঘু ও ওজনে ভারী; [ঐ কথা দুইটি হইতেছে]

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ

"আল্লার প্রশংসা বর্ণনা করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছি; মহান আল্লাহ্ কী পবিত্র!"১৬—বুখারী (১১২৯ পৃঃ) ও মুসলিম।

১৬। এই হাদীসটি হইতেছে সহীহ বুখারী হাদীস গ্রন্থের সর্বশেষ হাদীস। ইমাম বুখারী এই হাদীসটি দ্বারা তাঁহার গ্রন্থখানি কেন খতম করেন সে সম্বন্ধে আলিমগণ বহু সূক্ষ্ম বিষয়ের অবতারণা করেন; তন্মধ্যে একটি মাত্র এখানে উল্লেখ করা হইল।

নীয়াৎ সকল নেক আমলের মূল ও বুনয়াদ হওয়ার কারণে ইমাম বুখারী তাঁহার হাদীস গ্রন্থটি যেমন নীয়াতের হাদীস দিয়া আরম্ভ করেন, সেইরূপ আমলের বিচার ও মূল্যদান পর্ব শেষ হইলে আমলের বিবরণী, পাণ্ডুলিপি ইত্যাদির যেহেতু আর কোন প্রয়োজন থাকে না এবং যেহেতু আমলের উপর চিরতরে যবনিকাপাত হয় সেই কারণে ইমাম বুখারী তাঁহার গ্রন্থের শেষে আমল-ওযন সম্পর্কিত হাদীস আনিয়া তাঁহার গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। তিনি সেই সঙ্গে ইহাও জানাইতে চাহেন যে, আল্লাহ তা'আলার প্রতি অন্তরে গভীর ভক্তি রাখিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার নীয়াতে মাত্র কয়েকটি শব্দ দ্বারা তাঁহার গুণগানে অশেষ সওয়াব পাওয়া যায়।

উল্লিখিত হাদীসটি ইমাম বুখারী তাঁহার উসতাদ আহমদ ইব্‌ন ইশ্‌কাব্‌ হইতে রিওয়াৎ করেন। ইহা ছাড়া এই হাদীসটি তিনি তাঁহার অপর দুই উসতাদ হইতে সহীহ বুখারী গ্রন্থেরই অপর দুই স্থানে বর্ণনা করেন। একবার ৯৪৮ পৃষ্ঠায় "তাসবীহের মর্যাদা" (فضل التسبيح) অধ্যায়ে তাঁহার উসতাদ যুহাইর হইতে এবং আর একবার ৯৮৮ পৃষ্ঠায় "কেহ যদি এই বলিয়া কসম করে, "আমি আজ কথা বলিব না' এবং তারপর সে যদি.....তসবীহ পড়ে....." অধ্যায়ে।

এই তিনটি রিওয়াতের শব্দগুলি একই; কিন্তু ইহাতে যে পাঁচটি অংশ আছে তাহার ক্রমে কিছু উলট-পালট রহিয়াছে। যথা, ৯৪৮ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে,

كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده

এবং ৯৮৮ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে প্রথম তিনটি অংশ ৯৪৮ পৃষ্ঠার এবং শেষ দুইটি অংশ ১১২৯ পৃষ্ঠার অনুরূপ।

হে আল্লাহ, আমাদের নীয়াৎ খালিস করুন, আমাদিগকে নেক আমলের তাওফীক দিন এবং আখিরাতে আমাদেরে কাম্‌য়াব করুন! আমীন সুম্মা আমীন!

আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহ। 'বুলুগুল মারাম' হাদীস গ্রন্থের বাংলা তরজমা ও ব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল।

www.ahlehadeethbd.org

মূল : মওলানা ইউসুফ বিন্নুরী

মধ্যপ্রাচ্য-যুদ্ধের শিক্ষা

(১)

انا لله وانا اليه راجعون

মসজিদে আকছা, বয়তুল মুকদ্দছ, কুব্বা তুছ-ছখরা প্রভৃতি পবিত্র স্থান সমূহ মুসলিম বিশ্বের সার্বজনীন জাতীয় সম্পদ এবং এই পবিত্র স্থানসমূহের সংরক্ষণ সমগ্র মুসলিম বিশ্বের একটি ধর্মীয় কর্তব্য। মধ্য-প্রাচ্যের দুর্ঘটনা অর্থাৎ ইহুদীদের বয়তুল মুকদ্দছ অধিকার বর্তমান কালের একটি অতীব দুঃখজনক ঘটনা। বোখারার পতন এবং উসমানিয়া খেলাফ-তের অবসানের পর ইহাই সর্বাপেক্ষা হৃদয়বিদারক ঘটনা। মাত্র দশ বৎসর আগেকার কথা—বৃটেন, ফ্রান্স, ইসরাইল এই ত্রিশক্তি সম্মিলিত ভাবে মিসরের উপর প্রচণ্ড হামলা চালায়, কিন্তু হামলাকারীদের শোচনীয় ও লজ্জাজনক পরাজয় বরণ করিতে হয়। পক্ষান্তরে আজ বাহ্যতঃ এক ইসরাইলই আক্রমণ-কারীর ভূমিকায় নামিয়াছে। ওদিকে মিসর, সিরিয়া, জর্দান, হেজাজ (সউদী আরব), ইরাক, সিরিয়া, আলজিরিয়া, কুয়েত প্রভৃতি প্রায় ডজন খানেক আরব রাষ্ট্র সম্মিলিত প্রতিরোধ প্রচেষ্টা চালায়, কিন্তু তবুও পরাজয় বরণ করিতে হয়। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুন্ নাছিরকে এই পরাজয়, লাঞ্ছনা ও বিড়ম্বনার কথা এমনি ভাবে স্বীকার করিতে হইয়াছে যাহা তিনি নিজেও কোন দিন কল্পনা করেন নাই—যাহা শ্রবণে মুসলিম বিশ্বে সহসা শোকাকুল অবস্থার সৃষ্টি হয়, অপরদিকে তেল-আবিব, লণ্ডন ও নিউইয়র্কে খুশীর শাদিয়ানা বাজিতে থাকে। এখন প্রশ্ন এই যে, শেষ পর্যন্ত কেন এমন হইল? দশ বৎসরের এই অল্প সময়ের মধ্যে কেমন করিয়া এই অকল্পিত পরিবর্তন সম্ভবপর হইয়া উঠিল? কী সেই কারণসমূহ যাহার পরিণতি স্বরূপ গোটা মুসলিম বিশ্বকে, বিশেষতঃ আরব রাষ্ট্রসমূহকে লজ্জায় অধোমুখ হইতে হইল?

ইহা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যাহার জবাব সর্বপ্রকার ভাবাবেগ মুক্ত হইয়া এবং আক্রোশের ঊর্ধে থাকিয়া গভীর চিন্তা ভাবনার পর আমাদিগকে দিতে হইবে।

চলুন মধ্য প্রাচ্যের দশ বছরের ইতিহাস একটু ঘাটিয়া দেখা যাউক। একদিকে অভিশপ্ত জাতি ইসরাইল যাহারা এই দশ বৎসরের একটি মুহূর্তও অসাবধানে নষ্ট হইতে দেয় নাই। সামরিক ট্রেনিং প্রদানে, আধুনিকতম অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহে ও প্রতিশোধ স্পৃহা উজ্জীবনে তাহারা বিন্দুমাত্র অবহেলা করে নাই। বরং তাহাদের সম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসারে সর্বপ্রকার সামরিক শক্তি এবং মারাত্মক মারণাস্ত্র বাড়াইয়া চলিয়াছে, বৃটেন ও আমেরিকা ইসরাইলী সাম্রাজ্যবাদকে সর্বতোভাবে সাহায্য দ্বারা উহার শক্তিদম্ভকে চরম সীমায় পৌঁছাইতে কোনরকম চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। যাহার পরিণতি স্বরূপ বিশ পঁচিশ লাখ লোক অধ্যুষিত জারজ রাষ্ট্রটি রীতিমত একটি যুদ্ধ ক্যাম্প এবং সামরিক ছাউ-নীতে পরিণত হইয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে অপরপক্ষ জয়ের নিশায় মাতাল হইয়া—এই দশ বৎসরের বিরতি কালে আপন শক্তির অপব্যবহার শুরু করিয়া দেয়। গৃহবিবাদে লিপ্ত হইয়া তাহারা অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তির সর্বনাশ সাধন করে। ক্রমবর্ধমান শত্রুশক্তির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা এবং দৃঢ় প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার পরিবর্তে কৃত্রিম প্রচারণা, কাগজী হৈ চৈ, ফাঁকা শ্লোগান ও হুমকী মূলক বক্তৃতা বিবৃতির দ্বারাই কর্তব্য সম্পাদন করে। যে জাতির প্রতি

www.ahlehadeethbd.org

Contents

"আল্লার দুশমনদের" বিরুদ্ধে সম্ভাব্য সকল শক্তি সমাবেশের আদেশ,

(واعدوا لهم ما استطعتم من قوة)

দেওয়া হইয়াছিল সেই জাতি তাহার সর্বশক্তি অসার হুঙ্কারে নষ্ট করিয়াছে। যে জাতিকে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বিশ্বজনীন আদর্শ দেওয়া হইয়াছিল, সেই জাতি ভৌগলিক জাতীয়তার অভিশাপ ডাকিয়া আনে। যে জাতিকে আমরণ ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল,

(ولا تموتن الا وانتم مسلمون)

ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা তাহাদের অভিধানে একটি বিদ্রূপে পরিণত হইল। যে জাতিকে কুফ্‌র এবং কুফরী আচরণ হইতে দূরে থাকার হুকুম দেওয়া হইয়াছিল—

(انا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تومنوا)

সেই জাতি বেশ ভূষায়, আচারে আচরণে তাহযীবে তমদ্দুনে, চিন্তায় সাহসিকতায় কুফ্‌ফার এবং কাফেরী বৈশিষ্ট্যমূলক আচরণ সমূহের অনুকরণে গৌরব বোধ করিতে থাকে। যে জাতিকে যাবতীয় বৈষয়িক শক্তি ও সামরিক সাজ সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখার সাথে সাথে আল্লার কাছে আকুল মিনতি জানাইবার, তাঁহার উপর পূর্ণ ভরসা রাখার এবং তাঁহারই নিকট সাহায্য ও জয়ের দোয়া প্রার্থনা করার শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল সেই জাতি কাল্পনিক জড়বাদী শক্তির উপর নির্ভর করিয়া খোদা বিস্মৃতির পন্থা অবলম্বন করে,

(نسوا الله فنسيهم)

তাহারা খোদাকে বিস্মৃত হইয়াছে আর পরিণামে আল্লাহ তাহাদের প্রতি বিমুখ হইয়াছেন। এই পটভূমিকার পরিণতি আমাদের কর্মফলের অভাবনীয় মূর্তি ধরিয়া আবির্ভূত হওয়া ছাড়া আর কী হইতে পারিত? এই চোখে-দেখা দুঃখজনক পরিস্থিতি সম্পর্কে গত মাসে (বাইয়েনাতের সম্পাদকীয় কলমে) দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম। অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়, শেষ পর্যন্ত যাহার আশংকা করিয়াছিলাম তাহাই হইল। ইন্না লিল্লাহ! রাশিয়াই হউক আর আমেরিকাই হউক, বৃটিশই হউক আর ফ্রান্সই হউক, চীনই হউক অথবা জাপানই হউক, যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানরা এই কৃত্রিম দেবতাগুলিকে অন্তর হইতে বাহির করিতে না পারিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত দৃঢ় ভিত্তির উপর "মুসলিম বিশ্ব ঐক্য জোট" গড়িয়া তুলিতে পারিবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা আন্তরিকতার সহিত আল্লার কিতাব ও রসূলের (দঃ) ছুন্নত মোতাবেক চলার জন্য নূতন ভাবে সংকল্পবদ্ধ না হইবে এবং ইসলামী ইতিহাসের শিক্ষাপ্রদ ঘটনা সমূহ হইতে শিক্ষা গ্রহণ না করিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন শক্তিই তাহাদেরে পরাজয় ও লাঞ্ছনা হইতে নিষ্কৃতি দিতে পারিবে না।

ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذى ينصركم من بعده؟

যদি আল্লাহই তোমাদেরে সাহায্য করেন, তবে তোমাদেরকে কোন শক্তিই পরাজিত করিতে পারিবে না এবং আল্লাহই যদি তোমাদেরে লাঞ্ছনা দিতে চান, তবে তাহার বিরুদ্ধে কে তোমাদেরে সাহায্য করিতে পারে? [আল-কোরআন।]

ইসরাইলের মত আল্লার বিরাগভাজন ও অভিশপ্ত জাতির—নবীদের পবিত্র মুখে যাহাদের অভিশপ্ত বলা হইয়াছে—তাহাদের এই সাফল্যই কি আমাদের জন্য কম শিক্ষাপ্রদ? কিন্তু তাহারা ইহার উপরই সন্তুষ্ট নয়। আল্লাহ না করুন, আমাদের আত্মবিস্মৃতি ও খোদাবিমুখিতার এই অবর্ণনীয় অবস্থা যদি অব্যাহত থাকে, (তাহা হইলে আমার মুখে ছাই পড়ুক) ইসরাইল খয়বর ও মদীনার স্বপ্ন দেখিতেছে এবং বনূ নযীর বনিকুরায়জা, বনিকায়নুকা এবং খয়বরের ইহুদীদের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহায় তাহারা দাঁত কটমট করিতেছে! হায় দুর্গত ইসলাম! হায়

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মুসলিম গাফলতি! হায়! যদি এই শিক্ষাই ঘুমন্ত মুসলিমের নিদ্রাভংগ ও মুসলিম রাষ্ট্র নায়কদের চোখ খোলার জন্য যথেষ্ট হইত! হায়! আজ যদি মুসলিম বিশ্বের কোন কোণ হইতে একজন ছালাহুদ্দীন আইয়ুবীর আবির্ভাব ঘটিত এবং তিনি পবিত্র ভূমি বায়তুল মুকাদ্দাসের পবিত্রতা পুনরুদ্ধারের জন্য জেহাদের ডংকা বাজাইতেন!

(২)

মুসলিম বিশ্ব, বিশেষতঃ আরব রাষ্ট্রসমূহের মরুবিরাবানগুলিতে প্রাকৃতিক সম্পদ, কাঁচা মালের খনি এবং ধন সম্পদের কোন অভাব নাই বরং প্রাচুর্যই রহিয়াছে। কিন্তু ইহার চাইতে দুঃখের বিষয় আর কী হইতে পারে যে, এই সম্পদের সিংহভাগ হয় বিদেশী ব্যাংকসমূহে সঞ্চিত হওয়ার দরুণ ইসলামের শত্রুদের কাজে আসে, না হয় শাহানশাহ সুলভ অপব্যয়, আয়েশপরস্তি ও বিলাস বসনে নষ্ট করা হয়, আর তাহা না হইলে নিরর্থক পরিকল্পনা বা অপ্রয়োজনীয় শিল্পখাতে এই বিপুল সম্পদ উড়াইয়া দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে সামরিক দৃঢ়তা, ফৌজী ট্রেনিং ও অস্ত্রশস্ত্র তৈরীর খাতে ব্যয়ের কোটা শূন্য বলিলেই চলে। ইসলামের শত্রুরা স্থানে স্থানে বিমান ঘাঁটি, নৌ-বাহিনী, ফৌজী ছাউনী এবং অস্ত্র নির্মাণের বড় বড় কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়া চলিয়াছে, কিন্তু মুসলিম বিশ্ব খোদা বিস্মৃতির সাথে সাথে বাহ্যিক কলাকৌশল অবলম্বনের ব্যাপারেও অমার্জনীয় গাফলতীতে নিমজ্জিত রহিয়াছে।

আলস্য, বিলাসিতা ও আয়েশপরস্তি কখনও মুসলিম জাতির প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করে নাই। স্পেন ও বাগদাদের পতন হইতে শুরু করিয়া তুর্কী ও বোখারার ইতিহাস পর্যন্ত অধ্যয়ন করুন এবং শিক্ষা গ্রহণ করুন। ইসলামের উত্তম যুগেও (প্রাথমিক যুগে) যখন আল্লার মদদ প্রার্থনায় বা আল্লার রছুলের আদেশ পালনে সামান্যতম শিথিলতা দেখা দিয়াছে বা বাহ্যিক সাজ সরঞ্জামের সমাবেশে ত্রুটী পরিলক্ষিত হইয়াছে কিম্বা কথায় ও আচরণে সামান্য অহমিকা দেখা গিয়াছে তখনই (আল্লার তরফ হইতে) সতর্কবাণী উচ্চারিত হইয়াছে এবং কোন কোন সময় এজন্য দস্তুরমত ব্যর্থতা ও পরাজয় বরণ করিতে হইয়াছে।

(৩)

মোট কথা মুসলিম জাতি ও মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ নিম্নলিখিত ব্যাধিসমূহে ভুগিতেছে:

(১) ইসলামী ভ্রাতৃত্বের পরিবর্তে ভৌগলিক জাতীয়তাবাদের শ্লোগান,

(২) শক্তিসামর্থ থাকা সত্বেও আল্লাহ-প্রদত্ত ইসলামী আইন প্রবর্তন না করা,

(৩) আলস্য, ভোগবিলাস, আয়েশপরস্তি ও নিরর্থক খেলাধূলায় ধনসম্পদের অপচয়,

(৪) সামরিক শক্তি এবং আধুনিকতম সমরাস্ত্র সংগ্রহের ব্যাপারে অমার্জনীয় শৈথিল্য,

(৫) শুধুমাত্র কৃত্রিম, চিন্তাহীন বা ফাঁকা সামরিক শ্লোগানের ভিত্তিতে জাতিকে সংগঠিত করার বাতিক,

(৬) আল্লার প্রাধান্য কায়েমের জন্য জেহাদ করার স্পিরিটকে খতম করিয়া দিয়া ডিক্টেটারী শাসন ক্ষমতা ও ব্যক্তি নেতৃত্ব তথা একনায়কত্ব বজায় রাখার উন্মাদনায় লিপ্ত হওয়া,

(৭) ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তে অভিশপ্ত জাতিসমূহের তহযীব-তমদ্দুন ও সমাজ-ব্যবস্থাকে গ্রহণ,

(৮) ইসলামী ভ্রাতৃত্ব, ত্যাগ তিতিক্ষা এবং দুঃস্থ সেবারূপ জযবার অবসান।

(৯) ভ্রান্ত অর্থনীতির দরুন একদিকে সীমিত সংখ্যক লোকের ফুলিয়া ফাপাইয়া উঠা, অপর পক্ষে বহত্তর জনসাধারণের আহার সংস্থানের অভাব,

(১০) রাজাধিরাজ, স্রষ্টা, অন্নদাতা, একচ্ছত্র শক্তির অধিকারী আল্লাহ তালার প্রতি বিমুখতা এবং দুনিয়ার কুফরী শক্তি সমূহকে অভাব পূরণের অধিকারী মনে করা এবং তাহাদের নিকট সহানুভূতি ও মঙ্গলের আশা পোষণ,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(১১) ইসলামী অর্থনীতির পরিবর্তে বর্তমান অনৈসলামিক ব্যাংক ব্যবসা অবলম্বন করা এবং ইহাকেই সংকট, ত্রাণ ও মুক্তির পথ বলিয়া ধারণা পোষণ করা।

ইসলামী শিক্ষা-দর্শনের পরিবর্তে খোদা-বিমুখ এবং পরকাল বিস্মৃতিক শিক্ষাব্যবস্থাকে গ্রহণ এবং ইহাকেই চরম উন্নতির পন্থারূপে বিশ্বাস করা।

আমি মনে করি বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের শোচনীয় অবস্থার প্রকৃত কারণসমূহ ইহাই। হায় যদি কারণ সমূহের প্রতিকার ও নিরসনের তওফিক মুসলিম বিশ্বের হইত!

(৪)

যাহা হউক, বিগত জুনমাসে প্রথমদিকের চার দিনে বায়তুল মুকদ্দছে ইহুদী অধিকার প্রতিষ্ঠা, তাহাদের আকাবা উপসাগর দখল এবং গাজা, উয়ারশ ও ছিনাই উপত্যকায় তাহাদের অধিকার স্থাপন বর্তমানযুগের একটি অতীব দুঃখজনক ঘটনা এবং মুসলিম বিশ্বের কপালে একটি কলংক স্বরূপ। অনেকে বলেন, চারদিনে নয়—মাত্র চারঘণ্টাতেই এই এতবড় দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হইয়া যায়। অতঃপর পবিত্র ভূমির প্রায় দেড়লাখ অধিবাসীর চরম নির্যাতনমূলক উচ্ছেদ ও বিতাড়নে ইহুদী বর্বরতার নূতন রেকর্ড স্থাপিত হয়। যে হতভাগ্য ও ইতিহাস কুখ্যাত অপরাধী জাতির হাত আম্বিয়া কেরাম আলাইহিমুস সালামের রক্তে যুগে যুগে রঞ্জিত হইয়াছে তাহাদের কাছে কি করিয়া মানবতার আশা করা যাইতে পারে? আমেরিকা ও বৃটিশ জাতিসমূহের এই ইহুদী চক্রান্তে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ, জাতিসংঘের তথাকথিত নিরাপত্তা পরিষদের সত্য প্রকাশের সৎসাহস প্রদর্শনে বিরত থাকা, লম্বা চওড়া বুলি সত্বেও ঠিক সময়মত রাশিয়ার পাশ কাটাইয়া চলা এবং বৃটিশ ও আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের সহিত যোগসাজসও কি আমাদের শিক্ষার জন্য কম?

যাহা হইবার ছিল হইয়া গিয়াছে। সময় চলিয়া যাওয়ার পর রাশিয়া কতৃক ইসরাইলের সহিত কুটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্নকরণ এতবড় কষ্টদায়ক ক্ষতকে প্রশমিত করিতে পারেনা। রাশিয়া ও তাহার সমর্থক রাষ্ট্রগুলি এখন যাহা কিছু করিতেছে তাহা দেখিয়া "লড়াই শেষেই টের পেলাম, যে মাথায় খেনু বাড়ি"—প্রবাদ বাক্যটিই স্মরণ করাইয়া দেয়। তারপরেও কি ইসলামের এই দুশমনদের কাছে বন্ধুত্ব ও কল্যাণ কামনার আশা করা যায়? আফছোছ! আমাদের আরব ও অনারব মুসলিম রাষ্ট্র নায়কদের চোখ এখনও খুলিতেছেনা। কেহ রাশিয়ার সহানুভূতি লাভের আশায় কাফেরী কম্যুনিষ্ট ফাঁদে ধরা দিয়াছেন আবার কেহ কেহ আমেরিকা ও বৃটেনের গুণকীর্তন করিতেছেন!

انا لله وان اليه راجعون

(৫)

ফিলিস্তীন এবং বয়তুল মুকদ্দছে ইহুদী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে কেয়ামতের আলামত প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদীস সমূহে যে ঘটনাবলীর ইংগিত রহিয়াছে, তাহার পটভূমি সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হইতেছে যে, এই অমংগলপূর্ণ পৃথিবীর অবসান ঘনাইয়া আসিয়াছে।

এই পর্যন্ত লিখার পর ১৪ই জুনের দৈনিক জংগে মরক্কোর সুলতান শাহ হাসানের বিবৃতি চোখে পড়িল, যাহাতে আমার উপরোক্ত কথাসমূহের সমর্থন পাওয়া যাইতেছে। তাহার বিবৃতির কিয়দংশ লক্ষ্য করুন।

"মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক যুদ্ধে আরবদের শোচনীয় পরাজয়ের সবচেয়ে বড় কারণ হইতেছে আরব রাষ্ট্র সমূহের অনৈক্য এবং মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান পাপরাশি। আল্লাহ আমাদেরে গোনাহ সমূহের শাস্তি দিয়াছেন এবং আমাদেরে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার তাকীদ দিয়াছেন। আল্লাহ আমাদেরে হুকুম দিয়াছেন যেন একে অপরের তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও অবমাননা না করি, কিন্তু

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আমরা আমাদের মুখে ও কলমে পরস্পরের অবমাননা করিয়াছি। আল্লাহ আমাদেরে আর একবারের মত সুযোগ দিয়াছেন যেন আমরা তাঁহার প্রদত্ত আহকাম তথা আইন কানুনের অনুসরণ করিয়া চলি এবং নিজেদের জীবনকে খোদায়ী কানুন অনুযায়ী গড়িয়া তুলি। আল্লাহ আমাদের উপরে বিমুখ, কেননা আমরা স্বয়ং আল্লাহ হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িয়াছি।"

হুসেইন বাদশাহ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে সত্যকে স্বীকার করিয়াছেন।... ...

কোরআনে করীম ও বিশ্বনবীর হাদীস সমূহে এই সত্যসমূহের এত দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা এবং ইসলামের ইতিহাসে ইহার এত বেশী প্রমাণ মওজুদ রহিয়াছে যে, যে অন্তরে ঈমানের বিন্দুমাত্র আলোকশিখা রহিয়াছে এবং যাহার ঈমান সম্পূর্ণ বিকৃত হইয়া যায় নাই তাহাকে এই সত্য স্বীকার করিতেই হইবে। "হে আল্লাহ, এই জাতির উপর তোমার অনুগ্রহ বর্ষণ কর, তাহাদের গোনাহরাশি ক্ষমা করিয়া দাও, তাহাদের সত্যিকার মুসলমান হওয়ার তওফিক দাও এবং তাহাদেরে দুনিয়ার মর্যাদা ও আ'খেরাতে নাজাত দাও।

(৬)

এই তিক্ত অভিজ্ঞতা ও হৃদয়বিদারক ঘটনার মধ্যে বিন্দুমাত্র খুশীর কোন দিক থাকিলে তাহা রহিয়াছে আরব রাষ্ট্রগুলির একতা এবং বিশেষ করিয়া ইসলামী সংহতির (ইত্তেহাদ) প্রবণতার মধ্যে। নিঃসন্দেহে যুগের তাগিদ আসিয়াছে: আর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া আমেরিকা ও বৃটেনের--মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ-সৃষ্টির নীতিকে ব্যর্থ করিয়া দিয়া বিশ্বের মুসলিম-রাষ্ট্রগুলিকে আজ একই প্লাটফরমে সমবেত হইতে হইবে। সকল বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া গঠন করিতে হইবে সম্মিলিত ইসলামী ব্লক। আজও যদি মুসলমানরা বুদ্ধিমত্তার নীতি গ্রহণ করেন এবং এই ধ্বসলীলা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করেন তবে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নিজেদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিতে পারেন। আমাদের মাথার উপর চাপিয়া বসিয়া রহিয়াছে যে অনৈসলামিক অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থা, আমদানী হইয়াছে যে সমস্ত ইসলাম বিরোধী চিন্তা ধারার, সেগুলিকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া নিজেদের চিন্তা ধারা সমূহের যদি শুদ্ধিসাধন করা হয়, তওবা ও খোদার দিকে প্রত্যাবর্তনের পথ বাছিয়া লওয়া হয়, তবেই মুসলমানদের হৃতমর্যাদা পুনরায় ফিরাইয়া আনা সম্ভব হইতে পারে। মুসলমানদের মধ্যে আজও খালিদ বিন ওলীদ, তারিক ইবনে জিয়াদ এবং ছালাহুদ্দীন আইয়ুবীর যোগ্য উত্তরাধিকারী জন্ম নিতে পারে, পঙ্কিল ইহুদীদের অপবিত্র অস্তিত্ব হইতে যিনি পবিত্র বায়তুল মুকদ্দছকে মুক্ত ও পবিত্র করিতে পারিবেন এবং من يسومهم سوء العذاب (যে তাহাদের চরম শাস্তি দিবে) এই কোরআনী ভবিষ্যৎবাণীকে যিনি আবার বাস্তবায়িত করিয়া দেখাইবেন, কিন্তু যদি মুসলমানরা স্বয়ং ইহুদীদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া যান—ইহুদী, খৃষ্টান, হিন্দু ও পারসীকদের মত জীবন যাপন করেন, ইকবালের ভাষায়:

বেশ ভূষাতে খৃষ্টান তুমি তমদ্দুনে হও হনূদ।
এই মুসলমান—যারে দেখে লজ্জা পায় খোদ ইহুদ !!

তাহা হইলে, মুসলমানের নামে মুসলমানীর এই কলঙ্কের কোন প্রয়োজন নাই। এমন জাতির লাঞ্ছনা ও অপমৃত্যু অবধারিত।

(لا يباليهم الله بالة)

এমন জাতির জন্য আল্লাহর বিন্দুমাত্র ভাবনা নাই। আল্লাহ রক্ষা করুন এই জাতিকে!

বেদনার কাহিনীর এখানেই শেষ নয়। যে ভাবে বৃটিশ ও আমেরিকা ইসরাইলের সাহায্যে মিসর ও মধ্যপ্রাচ্যের অপর মুসলিম রাষ্ট্রগুলির সামরিক শক্তিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছে এবং এই ক্ষেত্রে তাহারা সফলও হইয়াছে, ঠিক তেমনি ভাবে আমেরিকা ও বৃটিশ চীনা জুজুর দোহাই

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দিয়া হিন্দুস্তানকে সামরিক দিক দিয়া দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়া তুলিতেছে। রাশিয়াও এই ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে তাহাদের সঙ্গী এবং ভারতের সাহায্যে সেও আগাইয়া আসিয়াছে। বুভুক্ষু ভারত ৯০০ কোটি হইতে ১১০০ কোটি টাকা শুধুমাত্র দেশ রক্ষাখাতে খরচ করিতেছে। এমনিভাবে রাশিয়া ও আমেরিকার যৌথ সাহায্যে তথায় ২২টি অস্ত্রকারখানায় অহরহ অস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে। রাশিয়া এবং অন্যান্য অনেক রাষ্ট্র বিপুল পরিমাণ যুদ্ধজাহাজ, মিগ বিমান এবং আধুনিকতম অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করিতেছে। ইহা এক নূতন ইসরাইলী জাতির চাল বলা যাইতে পারে, যাহা আমার মুখে ছাই পড়ুক—একমাত্র পাকিস্তানকে ধ্বংস করার কুমতলবেই করা হইতেছে। এমন পরিস্থিতিতে আমাদিগকে সব সময় সতর্ক থাকিতে হইবে। আমাদের একটি অসাবধান মুহূর্তও সর্বনাশ ও অকল্যাণের হেতু হইতে পারে। এখন প্রয়োজন, যেখান হইতেই সম্ভব আধুনিকতম অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা, দেশের অভ্যন্তরে অস্ত্র কারখানা গড়িয়া তোলা, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে সামরিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত করিয়া তোলা এবং যুবকদের জন্য বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা প্রবর্তন করা। আল্লাহ তালার অপার অনুগ্রহে সেপ্টেম্বর যুদ্ধে (৬৫ ইং) আমরা জয়লাভ করিয়াছি। তাই বলিয়া আমাদের অতিরিক্ত গর্ব করা উচিত হইবে না। কেননা দশ বৎসর পূর্বে মিসরও এমনিভাবে জয়ী হইয়াছিল। ইহা আমাদের জন্য শিক্ষণীয়। সাধারণতঃ দেখা যায় পরাজিত জাতিসমূহ নূতন ভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে থাকে এবং বিজয়ী জাতি জয়ের নেশায় আলস্যের মধ্যে থাকিয়া যায়, ফলে কিছুদিন পরেই ভোল পাল্টাইয়া যায়। তাই আমাদের সংকল্প, দৃঢ়তা এবং উদ্যমে সামান্য ভাটা পড়িলেই তাহা আমাদের সর্বনাশের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। আল্লাহ আমাদের এবং মুসলিম জাহানের হেফাজত করুন এবং মুসলিম জাতিকে তাঁহার সন্তুষ্টিলাভের তওফিক দান করুন। তিনিই সর্বশক্তিমান।

অনুবাদ: আবদুল্লাহ বিন সাঈদ

www.ahlehadeethbd.org

জেহাদের ডাক

সয়ফুল ইসলাম মোঃ শফীউদ্দীন

আরবের বুকে উঠিছে তুফান সাইমুম করে খেলা
জেরুজালেমের বুকে বসিয়াছে বেদীনের হোলি মেলা।
ইসরাইলের উদ্ধত ফণা রোষ কষায়িত আঁখি
আরবের পানে মেলিতেছে চোখ গর্জিছে থাকি থাকি।
তীব্র নখর মেলিয়া ধরিছে জেরুজালেমের বুকে
হিংস্র আঁখির তীক্ষ্ণ চাহনি ফুটিয়াছে গালে মুখে।
চঞ্চল হ'য়ে উঠিয়াছে ওরে আরবের মরু হাওয়া
শুরু হইয়াছে জেহাদের ডাক বেদনার গান গাওয়া।
পাক আরবের বক্ষ জুড়িয়া আগুন জ্বলিছে আজি
মুক্তি সেনারা, কে কোথায় আছ ছুটে এস সবে সাঁজি।
হাতে হাত মিলি আসিয়া জামাতে দাঁড়াও না সত্বর
ইসরাইলের হামলার আজি দিতে হবে উত্তর।
মিথ্যা দম্ভ, অন্যায় লোভ, উদ্ধত হুঙ্কার,
দৌরাত্মের দর্পিত কণ্ঠ, হিংস্র অহংকার;
সহ্য করিবে আর কতকাল ঘোমটায় মুখ ঢেকে
মুছে ফেলে দাও দুর্নীতি সব দুনিয়ার বুক থেকে।
স্বার্থবাদীর পাষাণ প্রাচীর ভেঙ্গে কর চুরমার
হায়দরী হাঁকে হাঁকো তকবীর—আল্লাহু আকবার।

মন-মাঝিরে

—সুজাউল কোরবান

মন-মাঝিরে সিধা চালা তোর তরী
এই ভবের দরিয়ায়—
পাপ—তুফানে জীবন তরী যে তোর
নিয়ত হাবুডুবু খায়।

অকূল দরিয়ার পানি করে টলমল
ঢেউয়ের মাতম জাগে—
চৌদিক কামট হাঙ্গর চলে দলে দলে
তরী ডুবার ভয় লাগে।

এ ভব-দরিয়ার নাইরে কূল, মাঝি
চারিদিক অথই পানি—
আঁধার গগনে জ্বলে নবী ধ্রুবতারা
চালা তোর তরীখানি।

আল্লাহ তোর মাথার 'পরে আছে নেগাবান
পাক-কোরানের আলো ধর—
আল ইসলামের ক'ষে হাল ধ'রে
চালা তরী ভেস্তের বন্দর।

www.ahlehadeethbd.org

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌

পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ ও সংহতির প্রশ্ন *

পাকিস্তানী জাতীয়তার স্বরূপ বিশ্লেষণ ও এর সংহতির প্রশ্ন বিবেচনা করতে হলে আমাদেরকে ইতিহাসের আলোকে এবং বাস্তব পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অগ্রসর হতে হবে। কারণ, বিশ্বের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক, সমাজতত্ত্ববিদ ও মনীষীগণ বিভিন্ন সময়ে জাতীয়তার যে সংজ্ঞা নির্ধারণ করে গেছেন তার সব কয়টির অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের সারসংসার পাকিস্তানী জাতীয়তার ভিত্তিভূমিতে লক্ষ্য করা গেলেও, এর যে-কোন একটির হুবহু অনুসরণ কিংবা প্রতিফলন এই ভিত্তিভূমিতে লক্ষ্য করা যাবে না। যে জাতীয়তার ভিত্তিতে স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা কোন বিশেষ একটি সংজ্ঞাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেনি, বরং জাতীয়তার জন্য আবশ্যক সব কয়টি শর্তের চারিত্র্যকে ধারণ করেই পাকিস্তানী জাতীয়তার স্বরূপ গড়ে উঠেছে। এ-কারণেই পাকিস্তানী জাতীয়তার স্বরূপ সন্ধানে কোন বিশেষ একটি সংজ্ঞার সূত্র ধরে অগ্রসর হলে, (জাতীয়তার জন্য সে-সংজ্ঞা যতই অপরিহার্যরূপে আবশ্যক হোক না কেন) পরিণামে তা অবাস্তব এবং অবৈজ্ঞানিক প্রতিপন্ন হতে বাধ্য।

পাকিস্তানী জাতীয়তার যথার্থ প্রকৃতি এবং এর সংহতির স্বরূপ বিশ্লেষণে প্রথমেই জাতীয়তার সংজ্ঞা কি এবং কেমন, সে-সম্পর্কে আলোকপাত আবশ্যক। স্মরণযোগ্য যে, জাতীয়তার কোন একটি একক এবং অপরিহার্য সংজ্ঞা এ-পর্যন্ত কোন ঐতিহাসিক, সমাজতত্ত্ববিদ কিংবা চিন্তানায়কের পক্ষেই প্রদান করা সম্ভব হয় নি। এ-কারণেই জাতীয়তা-সংক্রান্ত সবগুলো সংজ্ঞার অন্তর্নিহিত সত্য ও তাৎপর্য ইতিহাসের আলোকে এবং বাস্তব সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে কিভাবে রূপ নিয়েছে তা বিচার করেই জাতীয়তার স্বরূপ নির্দেশ করতে হয়। জাতির সংজ্ঞা নির্দেশ এবং জাতীয়তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রখ্যাত মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেল প্রথমেই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন: "কিন্তু জাতি বলতে আমরা কি বোঝাতে চাই তা ব্যক্ত করা সহজ নয়। আইরিশরা কি একটি জাতি? স্বায়ত্তশাসনবাদীরা (Home rules) বলবে—হাঁ, একায়ত্ত শাসনবাদীরা (Unionist) বলবে—না। আলস্টারবাসীরা কি একটি জাতি? একায়ত্ত শাসনবাদীরা বলবে, হাঁ। স্বায়ত্তশাসনবাদীরা বলবে, না। এসব ক্ষেত্রে কোন একটি জনসমষ্টিকে জাতি বলা হবে কিনা তা দলমত সাপেক্ষ। একজন জার্মান বলবে রাশিয়ার পোল্যাণ্ডবাসীরা একটি জাতি; কিন্তু প্রুশিয়ার পোল্যাণ্ডবাসীদের কথা উঠলে তারা অবশ্যই তাকে প্রুশিয়ার একটি অংশ বলবে। অনেক অধ্যাপককেই ভাড়া করে আনা সম্ভব, যারা বংশ, ভাষা, ইতিহাস ইত্যাদির যুক্তি দিয়ে কোন বিতর্কমূলক জন-সমষ্টিকে তাদের প্রভুদের অভিপ্রায় মত জাতি বলে, কিংবা জাতি নয় বলে, রায় দিতে পারবে। এ সব বিতর্ক থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে প্রথমেই আমাদের চেষ্টা করতে হবে জাতির একটা সংজ্ঞা নির্ধারণের। যদিও ভাষাগত ঐক্য এবং একই ঐতিহাসিক বিকাশ জাতি গঠনে সাহায্য করে, তবু এগুলোর সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করেই জাতির সংজ্ঞা নিরূপণ করা উচিত নয়। বংশ, ধর্ম এবং ভাষার পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সুইজারল্যাণ্ড একটি জাতি। ইংল্যাণ্ড এবং স্কটল্যাণ্ড যদিও গৃহ-যুদ্ধের সময় এক জাতি ছিল না, তবু এখন তারা এক জাতি। প্রবল বিবাদের সময় ক্রমওয়েলের উক্তি দ্বারা এটাই দেখানো হয় যে; তিনি স্কটবাসীদের সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ার চাইতে বরং রাজপথাবলম্বীদের

* লেখকের প্রকাশিতব্য "সাহিত্য-সংস্কৃতি-জাতীয়তা" গ্রন্থ থেকে সঙ্কলিত।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(Royalists) আধিপত্য স্বীকার করতে রাজি। গ্রেটবৃটেন এক জাতি হওয়ার আগেই এক রাষ্ট্র ছিল। অপর দিকে জার্মানী এক রাষ্ট্র হওয়ার আগে থেকেই এক জাতি।

জাতি গঠনের আসল উপাদান হচ্ছে একটা সেন্টিমেন্ট এবং একটা অনুপ্রেরণা: সেন্টিমেন্ট হচ্ছে সাম্যবোধের এবং অনুপ্রেরণা হচ্ছে একই জনসমষ্টির অধিকারী হওয়ার প্রবণতার। একদল মেষের অথবা যে কোন যুথচারী প্রাণীর একসঙ্গে বাস করার পেছনে যে প্রেরণা কাজ করে, মানুষের জাতীয়তাবোধের পেছনে সেই প্রেরণাই আরও ব্যাপকভাবে কার্যকরী। এর পেছনে যে সেন্টিমেন্ট তা পারিবারিক অনুভূতিরই (family feeling) একটি পরিশোধিত ব্যাপ্তি।.....এই ধরণের অনুভূতি থাকলে একটি জাতিকে একটি রাষ্ট্রে সংগঠিত করা সহজ। এ-অবস্থায় সাধারণতঃ জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা মোটেই কঠিন হয় না। (জাতীয় স্বাধীনতা ও আন্তর্জাতিকতা, বার্ট্রাণ্ড রাসেল, অনুবাদ: আবুল কাসেম ফজলুল হক, পূবালী, ঈদ সংখ্যা, ১৩৭২ দ্রষ্টব্য)।

মনীষী বার্ট্রাণ্ড রাসেল উপরোদ্ধৃত মন্তব্যে জাতি ও জাতীয়তার যে সংজ্ঞা ও স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন তার সূত্র ধরে এবং ঐতিহাসিক বাস্তবতার আলোকে অগ্রসর হলে পাকিস্তানী জাতীয়তার সংগঠন ও পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মূলে কি কার্যকরণ-সূত্র জড়িত রয়েছে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে, এবং পাকিস্তানী জাতীয়তার ভিত্তি নিহিত মৌলিক উপাদানসমূহ সম্পর্কেও ভ্রান্তির কোন কারণ অবশিষ্ট থাকবে না। বার্ট্রাণ্ড রাসেল জাতি-গঠন ও জাতীয়তাবোধের মূলে কার্যকরী অনেকগুলো উপাদানের সূত্র নির্দেশ করলেও, স্পষ্টতঃই বলেছেন যে, জাতিগঠনের আসল উপাদান হচ্ছে একটা সেন্টিমেন্ট এবং একটা অনুপ্রেরণা। রাসেল-কথিত এই অনুপ্রেরণা ও সেন্টিমেন্টই যে পাকিস্তানী জাতীয়তাবোধের জন্ম দিয়েছে এবং পরিণামে পাকিস্তান রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠা সহজসাধ্য করে তুলেছে এ-সত্য ইতিহাসের ধারাবাহিকতা থেকেও সপ্রমাণিত হয়। স্মরণযোগ্য যে, অবিভক্ত ভারতে স্বাধীনতা-পূর্বকালে যে সেন্টিমেন্ট বা অনুপ্রেরণা 'মুসলিম জাতীয় অনুপ্রেরণা' নামে পরিচিত ছিল তা-ই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর 'পাকিস্তানী জাতীয়তাবোধ' নামে চিহ্নিত হয়েছে। অবশ্য পাকিস্তানের সংখ্যালঘু নাগরিকদের (যারা অমুসলিম) ধর্তব্যের মধ্যে আনলে এ বক্তব্যের সারবত্তা অপ্রমাণিত হবার আশঙ্কা থেকে যায়। কিন্তু বিষয়টিকে সামগ্রিক ভাবে এবং পাক-ভারতীয় মুসলিম জাতীয়তাবোধের বিবর্তন ধারার আলোকে বিচার করে দেখলে এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে বাধ্য। স্মরণ রাখতে হবে যে, অবিভক্ত ভারতের মুসলিম জাতীয়তাবোধ উল্লেখিত প্রবল অনুপ্রেরণার মাধ্যমে শুধু তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারই আদায় করে নেই নি, 'পাকিস্তান' নামক একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায়ও সক্ষম হয়েছে। সন্দেহ নেই যে, তাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ভারতে রয়ে গেছে এবং তারা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবী জানাতে না পারলেও ভারতের নাগরিক হিসাবেই নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণে কৃতসঙ্কল্প। কাশ্মীরের পঞ্চাশ লক্ষ মুসলিম অধিবাসী যে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবীতে আত্মবিসর্জনেও পরাঙ্মুখ নয়, তার মূলেও রয়েছে এই জাতীয়তার অনুভূতি। মনীষী রাসেলের কথার প্রতিধ্বনি করে বলা যায়: "যতদিন পর্যন্ত জাতীয়তার অনুভূতি বর্তমান, ততদিন পর্যন্ত প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।" জাতির অনুভূতি ভিত্তিক আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবীতেই পাক-ভারতীয় মুসলিম জনগোষ্ঠী কয়েক শতাব্দী ধরে সংগ্রাম করে এসেছে সে-ক্ষেত্রে ভৌগোলিক ঐক্যবোধ, ভাষাগত ঐক্য এবং এক ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের দোহাই পেরেও তাদের এক ও অভিন্ন ভারতীয় জাতীয়তার হামানদিস্তায় পিষে ফেলা সম্ভব হয় নি। কারণ, রাসেল-কথিত জাতিগঠনের আসল উপাদান 'সেন্টিমেন্ট' বা 'অনুপ্রেরণা' জাতীয়তাবোধের অন্যান্য উপাদান—ভাষাগত ঐক্য, ভৌগোলিক ঐক্য, ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সমধর্মিতা ইত্যাদির উপর বিজয়ী হয়েছে। পাক-ভারতীয় মুসলমানদের জাতীয়তাবোধের সংগঠনে এবং পরিশেষে পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠার মূলে যে সেন্টিমেন্ট বা অনুপ্রেরণা কার্যকরী হয়েছে তাকে সংক্ষেপতঃ ধর্মীয়

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সেন্টিমেন্ট বা অনুপ্রেরণা বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। একে সাম্প্রদায়িক বলে প্রতিপন্ন করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই, (যদিও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তা-ই করেছিলেন) কেন না জাতীয়তাবোধের সংগঠনে ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবোধের অবদান নিঃসন্দেহেই গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মীয় উৎস-উচ্ছিত সংস্কৃতির অবদান তো এ ব্যাপারে অনস্বীকার্য্য। স্মরণ রাখতে হবে যে, জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি সব দেশে একই উপাদানকে ভিত্তি করে রূপ পায় নি। পাক-ভারতে মুসলিম জাতীয়তাবোধের সৃষ্টির মূলে ধর্মীয় প্রেরণা ব্যাপকতর ও গভীরতর অবদান সংযোজিত করেছে। কেন এবং কি ভাবে তার তত্ত্ব নিতে হলে মুসলিম-মনের স্বতন্ত্র গঠন-প্রকৃতির স্বরূপকে জানতে হবে। স্মরণযোগ্য যে, ইউরোপীয় জাতিগঠনের পদ্ধতি এবং প্রকৃতিতে পাক-ভারতীয় মুসলিম জাতীয়তাবাদ গড়ে উঠেনি। মুসলিম মন কোন কালেই নিছক ভৌগোলিক ঐক্যবোধের মাধ্যমে কিংবা ভাষাগত ঐক্য প্রেরণার মধ্যে দিয়ে জাতীয়তাবোধ গড়ে তুলতে উৎসাহী নয়। মুসলিম মনের এই স্বাতন্ত্র্যের প্রতি অতীতে শ্রদ্ধা জানাতে না পারলেও সাম্প্রতিক কালে যে ভারতীয় অমুসলিম বুদ্ধিজীবীরাও এর বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছেন, তা অনস্বীকার্য। হিন্দু-মুসলিমের মানস-গঠনের বৈপরীত্য এবং রাজনীতিক্ষেত্রে তদ-সংক্রান্ত ফলাফলের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পশ্চিম বঙ্গের খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রী প্রমথনাথ বিশী তাঁর এক সাম্প্রতিক প্রবন্ধে বলেছেন: "হিন্দু স্বভাবতঃ জাতীয়তাবাদী। ভারতের বাইরে হিন্দু না থাকায় এদেশ তার এক সঙ্গে জন্মভূমি, কর্মভূমি ও ধর্মভূমি হওয়ায় জাতীয়তাবাদ উপলব্ধি তার পক্ষে সহজ হয়েছে। মুসলমান স্বভাবতঃ সার্বভৌমবাদী; দেশ বিশেষে তার মন আবদ্ধ নয়; যেখানে ইসলাম সেখানে তার দেশ—আর ইসলাম কোথায় নাই বা কোথায় না থাকা সম্ভব।..... মুসলমান ধর্ম ছাড়া নিজের অস্তিত্ব কল্পনা করতে পারেনা। ধর্ম তার সমস্ত ও সর্বত্র। দেশকে ত্বং হি দুর্গা বলা তার পক্ষে সম্ভব নয়। পৌত্তলিকতা অন্তরায় নয়, অন্তরায় তার ধর্মবোধ যার কাছে দেশ-সংস্কৃতি-সভ্যতা সমস্তই তুচ্ছ নগণ্য। তার একমাত্র আরাধ্য নিরাকার ভগবান; দেশকে আরাধ্য করে তুলে ভগবদ্ সিংহাসনে শরিক বসানো তার পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। হিন্দুর তেত্রিশ কোটি আছে আর একটা হলে আপত্তি নাই। আর একটা কারণ, মুসলমান সমাজে অকারণ হীনমন্যতাবোধ। এদেশে হিন্দু সংখ্যায় অধিক; শিক্ষা-দীক্ষায় অপেক্ষাকৃত অগ্রসর, প্রথম সুযোগেই ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করে উন্নতির নূতন পথ অধিকার করে নিয়েছে; এমন অবস্থায় মুসলমান সমাজের পক্ষে হীনমন্যতাবোধ একেবারে অস্বাভাবিক নয়। তাদের যদি ধারণা হয়ে থাকে যে, দেশ স্বাধীন হলে 'হিন্দুরাজ' কায়েম হবে তবে তাদের ভ্রান্ত বলতে পারি, কিন্তু তাদের ভীতিকে একেবারে অমূলক বলা যায় না। কাজেই তাদের মনে ধীরে ধীরে হিন্দু বর্জিত স্বাধীন দেশের ভাবটি দেখা দিতে আরম্ভ করলো। আর এসব কথা মনে করিয়ে দেবার লোকেরও অভাব ছিল না। নব-জাগ্রত মুসলমান সমাজের আশংকা কালে কালে নানা মূর্তিতে, নানা অজুহাতরূপে দেখা দিয়েছে, কখনো গণপতি উৎসব, কখনো শিবাজী উৎসব, কখনো হিন্দু কংগ্রেস, সর্বাগ্রে বোধ করি আনন্দ মঠ ও বঙ্কিম চন্দ্র।... এদেশের রক্তের মধ্যে পৌত্তলিকতা; পুত্তলকে এদেশ বড় সহজে বোঝে। এদেশের লোকে যাবতীয় নৈসর্গিক শক্তিকে পুত্তলরূপে কল্পনা করেছে। এমন কি ওলাউঠা, বসন্তেরও দেবমূর্তি পরিকল্পিত হয়েছে। দেশের বিশ্বাস-প্রবণতার ইতিহাস বঙ্কিমচন্দ্রের অজ্ঞাত ছিল না, "তাই তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।" (বঙ্কিম স্মরণী, দেশ, ৩৩ বর্ষ, ৩৮শ সংখ্যা, ৭ই শ্রাবণ, ১৩৭৩ দ্রষ্টব্য।)

উপরোধৃত বক্তব্যে প্রমথ বিশী হিন্দু-মুসলিম মানস-গঠনের যে বৈপরীত্যের স্বরূপ তুলে ধরেছেন তার আলোকে ভারতীয় জাতীয়তাবোধের বিপর্যয়ের কারণ বিশ্লেষণ করলে মূল সূত্রের সন্ধান পাওয়া যাবে বলে মনে হয়। দেশ মাতৃকার বিগ্রহ-বন্দনায় বিশ্বাসী কিংবা অনুপ্রাণিত না হলেও, অথবা নিছক ভৌগোলিক জাতীয়তাবোধে উদ্দীপিত বোধ না করলেও পাক-ভারতীয় মুসলমানরা যে একদা বিদেশী ইংরেজ শাসনের কবল থেকে এ-উপমহাদেশকে মুক্ত করার সংগ্রামে কংগ্রেসের সাথে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াতে দ্বিধাবোধ করেনি, ইতিহাস এ-সাক্ষ্য ধারণ করে রেখেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে এ-সংগ্রাম এক এবং অবিচ্ছিন্ন ধারায় অব্যাহতগতিতে অগ্রসর হয় নি, এবং কংগ্রেসী নেতৃত্বে আস্থাবান মুসলিম নেতৃবৃন্দকেও

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ভিন্নপথে ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম-সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে হয়েছে তার মূলেও রয়েছে মুসলিম জাতীয়তা-বোধের ভিন্নতর অনুপ্রেরণা বা সেন্টিমেন্ট। প্রমথ বিশী তাঁর উপরোধৃত বক্তব্যে পাক-ভারতীয় হিন্দুর জাতীয়তা-বোধ এবং স্বদেশপ্রাণতার যে চিত্র এঁকেছেন এবং বিদেশী ইংরেজের হাত থেকে শাসনদণ্ড ছিনিয়ে নিয়ে এ দেশকে একচ্ছত্র হিন্দু-রাজ্য প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্নচ্ছবি তুলে ধরেছেন তাতে মুসলিম জাতীয়তাবাদীদের পক্ষে সেদিন ভীত-সন্ত্রস্তবোধ করা কোন অর্থেই অস্বাভাবিক বা অহেতুক ছিল না। কারণ কংগ্রেসের স্বাধীনতা-আন্দোলনে পাক-ভারতীয় মুসলমানরা অংশগ্রহণ করেছিল অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে আত্ম প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খায়; কিন্তু যে-মুহূর্তে কংগ্রেসের স্বপ্ন কল্পনা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় মুসলিম মানস-বিকাশ ও তার স্বাতন্ত্র্যের পরিপন্থী কর্মকাণ্ডের সম্ভাবনা সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দিল, তখনই বাধ্য হয়ে পাক-ভারতীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দকে পিছন ফিরে দাঁড়াতে হল। কংগ্রেসের সাথে অসহযোগ এবং স্বতন্ত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান 'মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠাই হল এর সর্বশেষ পরিণাম। স্বতন্ত্র রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাও এর ফলশ্রুতি হিসাবেই এসেছে। এ সত্ত্বেও দুর্মর আশায় বুক বেঁধে মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে যারা ভারতীয় কংগ্রেসের আওতায় রয়ে গেছেন তারা এই বিশ্বাসেই দৃঢ়মূল ছিলেন যে, স্বাধীন ভারতে হয় তো নিজেদের ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে এক ভৌগোলিক ঐক্যবোধে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া যাবে। কিন্তু তাদের সে-আশা যে নিতান্তই দুরাশা মাত্র, এ-সত্যও স্বাধীন ভারতের কংগ্রেসী মুসলিম নেতৃবৃন্দই স্বাধীনতা-পরবর্তীকালের গত বিশ বছরে বহুবার উচ্চারণ করতে বাধ্য হয়েছেন।

পাক-ভারতের মুসলিম জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ নিছক ভৌগোলিক ঐক্যবোধকে জাতীয়তার নামে মেনে নিতে পারেন নি। কারণ, তাদের জাতীয় চিন্তা ও চেতনা নিহিত ছিল ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যের উৎস-ভূমিতে। স্মরণযোগ্য যে, মুসলমানের ধর্ম-বিশ্বাস ও ধর্মীয় নীতি-নির্দেশ শুধু তার পারলৌকিক জীবনের পথ-প্রদর্শকই নয়, বাস্তব সমাজ জীবনের নিয়ামকও বটে। সুতরাং মুসলমানের পক্ষে ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা এড়িয়ে চললেও তার সামাজিক তাৎপর্যকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়, কারণ তার জীবন-মরণের প্রশ্নও অনেক ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত। সুতরাং, এমনতর পরিস্থিতিতে উদার মনোভঙ্গী গ্রহণ করা সত্ত্বেও মুসলমানের পক্ষে এমন কোন জাতীয় সেন্টিমেন্টের সাথে একাত্মবোধ করা সম্ভব নয় যা মূলতঃই তার সমগ্র ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণার পরিপন্থী এবং স্বাধীন ও অবাধ আত্মবিকাশের প্রতিকূল। ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদের নামে যে সব হিন্দু নেতৃবৃন্দ পাক ভারতীয় মুসলমানের অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্যের দোহাই পেড়ে তাদেরকে এক ও অভিন্ন ভারতীয় জাতীয়তার অন্তর্ভুক্ত হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন তাদের সেই রহস্যময় আহ্বানের অন্তরালেও মুসলমানদের আত্ম-বিনাশ ও বিলুপ্তির সম্ভাবনা লুকিয়ে ছিল। কারণ, হিন্দু নেতৃবৃন্দ এবং বিদ্বজ্জনমণ্ডলী এ বিশ্বাসে চিরকালই উজ্জীবিত যে Non-Hindus are not Indians—(অহিন্দুগণ ভারতীয় নয়) এ বিশ্বাসে তারা দৃঢ়মূল যে, Hindusthan is primarily for the Hindus, who live for the preservation and development of Aryan culture and Hindu dharma. In Hindusthan the national race, religion and language ought to be that of the Hindus অর্থাৎ "হিন্দুস্থান প্রধানতঃ হিন্দুদের জন্য, আর্য সংস্কৃতি ও হিন্দুধর্মের রক্ষা ও বিকাশের নিমিত্ত যাহারা জীবন ধারণ করে। হিন্দুস্থানে হিন্দুদের রেস্ (জাতি) ধর্ম ও ভাষাই জাতীয় রেস্, ধর্ম ও ভাষা হওয়া উচিত।" (১৯৩৬ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে সভাপতি ডক্টর কুর্তপতির ভাষণ, প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩ থেকে উধৃত।) এই মনোভঙ্গীর কারণেই রাজ-নৈতিক স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে ভূগোল, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ইত্যাদির নামে হিন্দু নেতৃবৃন্দ এবং বিদ্বজ্জনমণ্ডলী মুসলিম জনগোষ্ঠীকে ভারতীয় জাতীয়তা গঠনে আহ্বান জানালেও, তাদেরকে সত্যিকার ভারতীয় বলে গ্রহণ করতে পারেন নি। এর কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে প্রখ্যাত লেখক রামজে মুর (Ramsy Muir) যে সব কথা বলেছেন তার শরণ নেওয়া যেতে পারে। পাক-ভারতের হিন্দু-মুসলমানের অনৈক্যের কারণ নির্দেশ করে তিনি বলেছিলেন ঃ

The fundamental antipathy between the outlook of the Moslems and the christians in the Ottoman Empire made the growth of a national sentiment among these Communities quite unrealisable; and perhaps the equally deep seated antipathy between Hinduism and Mohammadanism In India may continue to prove, as it has proved in the past, the most fatal of barriers to the upgrowth of a real sense of unity (Nationalism and Internationalism).

(আগামী বারে সমাপ্য)

www.ahlehadeethbd.org

জিজ্ঞাসা ও উত্তর

প্রশ্ন : জুমআর দিনে ঈদ হইলে ঈদের নামায জামাআতে আদায় করার পর জুমআর নামায অথবা যোহরের নামায না পড়িলে চলে কি না ? জনৈক আলেম ঈদের নামায জামা-আতে আদায় করার পর জুমআ অথবা যোহরের নামায মা'ফের ফতুয়া প্রদান করেন। মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগ্রত হয় ঈদের নামায সুন্নত ; সুন্নতের জন্য ফরয কেমন করিয়া মাফ হইবে ? এই মসলা-টীর বিস্তারিত জওয়াব প্রদান করিলে এ সম্পর্কিত ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটিবে এবং আমরা অত্যন্ত বাধিত হইব।

মোহাম্মদ আবদুছ ছালাম
তর্জুমান গ্রাহক নং ১৬০১

উত্তর : জুমার দিবসে ঈদ হইলে জুমা' অথবা যুহরের নামায না-পড়া কিম্বা পড়া সম্বন্ধে তিন রকম অভিমত পরিদৃষ্ট হয়। ১ম : ঈদের নামায পড়িয়া জুমা' অথবা যুহর কোনটিই না পড়া, ২য় : ঈদের নামায পড়িয়া জুমা'র স্থলে যুহর পড়া, ৩য় : ঈদের নামায আদায় করিয়া যথাসময়ে জুমা' আদায় করা। আমরা প্রত্যেকটি অভিমত, উহার দলীল এবং দলীলের প্রামাণিক-তার উপর আলোকপাতের প্রয়াস পাইব—ইনশা আল্লাহ।

১ম অভিমত—একদল আলিম বলেন, জুমআর দিবসে ঈদ হইলে ঈদের নামায জামাআতে আদায় করার পর জুমআ ও যোহরের নামায পড়া আবশ্যক নহে। তাহারা নিম্নোক্ত হাদীস নিজে-দের দলীলরূপে পেশ করিয়া থাকেন।

عن عطاء قال صلي ابن الزبير العيذ يوم الجمعة اول النهار ثم رحنا الي الجمعة فلم يخرج الينا فصلينا وحدانا وكان ابن عباس بالطائف فلما قدم ذكرنا ذالك فقال اصاب السنة •

"হযরত আতা [তাবেয়ী] বলেন ; হযরত আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র রাঃ জুমআর দিবসে দিনের প্রথম প্রহরে ঈদের নামায পড়াইলেন। তারপর আমরা দ্বিপ্রহরের পর জুমআ পড়িতে গেলাম, কিন্তু তিনি [জুমআর জন্য] আমাদের নিকট (গৃহ হইতে) বাহির হইলেন না ; ফলে আমরা পৃথক পৃথক ভাবে যোহরের নামায আদায় করিলাম। সেই সময় হযরত ইবনে আব্বাস তায়েফে ছিলেন ; যখন তিনি তথা হইতে আগমন করিলেন তখন আমরা তাঁহার নিকট এই বিষয়টি উল্লেখ করিলে তিনি বলিলেন ; ইবনে যুবায়র সুন্নত সম্মত কার্য্যই করিয়াছে।" আবূ দাউদ, নাসায়ী ২৩৬ পৃষ্ঠা ও মুসতাদরাক, ২৯৬ পৃষ্ঠা।

উক্ত দলের দাবীর অসারতা নিম্নে আলোচিত হইল :

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা যোহর বা জুমার

www.ahlehadeethbd.org

নামায মাফ প্রমাণিত হয় বলিয়া দাবী করা মোটেই যুক্তিসঙ্গত নহে। আবু দাউদের উক্ত আতা (রহঃ) হইতে অন্য এক রেওয়ায়তে এরূপও বর্ণিত হইয়াছে :

عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلي العصر •

"একই দিবসে দুই 'ঈদ একত্রিত হওয়ায় তিনি (আবদুল্লাহ বিন যুবাইর) বলিলেন, দুইটি ঈদ ['ঈদ ও জুম'আ] একত্রিত হইয়াছে, অতঃপর তিনি উভয় নামায একত্র করিলেন এবং একবারে দুই রাকআত সকাল সকাল আদায় করিলেন—দুই রাকাতের বেশী পড়েন নাই, তারপর তিনি আসরের নামায পড়েন।"

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়ার পিতামহ আবুল বারাকাত মাজদুদ্দীন আবদুছ ছালাম বলেন :

انما وجه هذا انه راى تقدمة الجمعة قبل الزوال فقدمها واجتزى بها من العيد •

"হযরত ইবনে যুবায়রের এরূপ করার মূল কারণ হইতেছে, তিনি দ্বিপ্রহরের পূর্বেই জুম'আর নামায পড়া জায়িয জানিতেন (কাজেই জুম'আ বারে ঈদ সংঘটিত হওয়ায় লোকজন একত্রিত হওয়ার দরুণ) তিনি দ্বিপ্রহরের আগেই জুম'আর নামায পড়িলেন এবং জুমার ফরয আদায় করাকেই (সুন্নত অপেক্ষা শ্রেয়ঃ) যথেষ্ট মনে করিলেন।" —মুনতাকা ১০৪ পৃষ্ঠা।

ইমাম খাত্তাবী বলেন :

وهذا لا يجوز ان يحمل الا على قول من يذهب الي تقديم الجمعة قبل الزوال فعلى هذا يكون اذن الزبير قد صلي الجمعة تسقط العيد والظهر •

ইবনে যুবাইরের আমল গ্রহণ করা জায়িয হইবে না—তবে উহা শুধু তাহাদের জন্যই গ্রহণযোগ্য যাহারা সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলিয়া পড়ার পূর্বে জুমা পড়া জায়িয—এই মত পোষণ করিয়াছেন। কাজেই সারকথা এই দাঁড়াইল যে, ইবনে যুবায়র জুম'আর নামায পড়িলেন, ফলে ঈদ ও যোহর বাদ পড়িল।—মুগনী (২) ৩৫৯ পৃষ্ঠা।

'আতা ইবন আবী রাবাহও অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। ইমাম ইবনে হযম বলেন :

من عطاء قال كل عيد حين يمتد الضحى الجمعة والاضحى والفطر كذلك بلغنا •

'আতা (রহঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, জুম'আ, আয্হা ও ফিত্র প্রত্যেকটি ঈদের নামাযই দিবসের প্রথম প্রহরে পড়া চলে। আমাদের নিকট এরূপ কথাই পৌঁছিয়াছে।"—মুহাল্লা (৫) ৪৩ পৃঃ।

ইমাম শওকানী তদীয় নয়লুল আওতার (৩) ২৪০ পৃষ্ঠায় ঈদের নামায সমাধা করার পর যোহরের নামায পড়ার কোন দলীল নাই বলিয়া যে দাবী উত্থাপন করিয়াছেন উহার জওয়াবে উপরোক্ত তথ্যই যথেষ্ট হইবে। আওনুল মাবূদ গ্রন্থে ইমাম শওকানীর উক্তি নকল করার পর বলা হইয়াছে :

هذا قول باطل

"এই দাবী অগ্রাহ্য" আওন (১) ৪১৭ পৃষ্ঠা।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দ্বিতীয় অভিমত

অপর এক দল আলেম বলেন, জুমা ও ঈদ একই দিবসে পড়িয়া গেলে জুমা না পড়িয়া যুহর পড়িলেও চলে। তাহাদের দাবীর সমর্থনে নিম্নোক্ত হাদীস পেশ করা হয়। আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, রসূলুল্লাহ সঃ (জুমআর দিবসে) ঈদের নামায সমাধা করার পর বলেন :

من شاء ان يأتى الجمعة فليأتها
ومن شاء ان يتخلف فليتخلف •

"যে ব্যক্তি জুমআর নামাযে উপস্থিত হইতে চাহে সে উপস্থিত হোক, যে ব্যক্তি জুমায় শরীক না হইয়া পিছাইয়া থাকিতে চায়, সে পিছনে থাকুক।"—ইবনে মাজা।

এই হাদীসের সনদ নির্ভরযোগ্য নহে, কারণ উহাতে জুবারা ইবনুল মুগাল্লিস রহিয়াছে যাহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে :

يوضع له الحديث فيرويه ولا يدرى

"তাহার জন্য হাদীস জাল করা হইত আর সে উহা না বুঝিয়াই রেওয়ায়ত করিত।" ইমাম ইয়াহয়া ইবন মযীন বলেন, সে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করার অপরাধে অপরাধী।" মীযানুল ইতিদাল ১৫৬ পৃষ্ঠা।

ইহাদের দ্বিতীয় দলীল হইতেছে নিম্নোক্ত হাদীস :

যায়েদ ইবনে আরকাম সাহাবী বলেন, রসূলুল্লাহ সঃ জুমআর দিবসে ঈদের নামায আদায় করার পর জুমআ হইতে অব্যাহতি দিলেন।—নাসায়ী (১) ২৩৫ পৃষ্ঠা, ইবনে মাজা ৯৪ পৃষ্ঠা, আবূ দাউদ ও মুসতাদরাকে হাকিম।

এই হাদীসটি তারীখুল কবীরে নিম্নরূপ শব্দেও বর্ণিত হইয়াছে :

صلى العيد ثم اتى الجمعة

"রসূলুল্লাহ সঃ জুমআর দিবসে ঈদের নামায পড়ার পর পুনরায় জুমআর নামায পড়িতে আসিলেন।" (১) ৪৩৮ পৃষ্ঠা।

যে হাদীসে জুমআ হইতে রুখসত দেওয়ার কথা বর্ণিত হইয়াছে উহা উল্লেখ করিয়া ইমাম যাহাবী মন্তব্য করিয়াছেন যে,

قال ابن المنذر ولا يثبت هذا
فان اياسا مجهول •

"ইমাম ইব্‌নে মুন্‌যির বলেন, এই হাদীসটি প্রমাণসিদ্ধ নহে, কারণ যায়েদ ইব্‌নে আরকাম হইতে বর্ণনাকারী ব্যক্তি অজ্ঞাত পরিচয়।"—মীযানুল এ'তেদাল (১) ১১২ পৃষ্ঠা। হাফিয ইব্‌নে হজরও তলখীসুল হাবীরে ১৪৬ পৃষ্ঠায় অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছেন।

তৃতীয় হাদীস হযরত আবূ হুরায়রার (রাঃ)। হাদীসটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
انه قال قد اجتمع فى يومكم هذا عيدان
فمن شاء اجزاه من الجمعة وانا
جمعون ان شاء الله

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন, তোমাদের আজিকার এই দিবসে দুইটি ঈদ একত্রিত হইয়াছে। যে চাহিবে তাহার জন্য ঈদের নামাযই জুম'আর জন্য যথেষ্ট হইবে কিন্তু আমরা জুম'আর নামাযও আদায় করিব—ইনশা আল্লাহ।—আবূদাউদ

হযরত আবূ হুরায়রার উপরোক্ত হাদীসটি প্রামাণ্য নহে, কারণ হাদীসটির সনদ বিচ্ছিন্ন। তদুপরি আবূ হুরায়রার অন্য একটি সংযুক্ত সনদ হাদীসে পরিষ্কারভাবে বলা হইয়াছে যে, যাহারা দূর-দরাজ হইতে আগত কেবল তাহাদিগকেই জুম'আর জামা'ত হইতে অব্যাহতি দেওয়া

www.ahlehadeethbd.org

হইয়াছে। বায়হকী (৩য় খণ্ড, ৩১৮ পৃঃ)।

ওমর ইব্নে আবদুল আযীয (তাবেয়ী) হইতে বর্ণিত হইয়াছে,

اجتمع عيدان على عهد النبى صلى الله عليه وسلم فقال من احب ان يجلس من اهل العالية فليجلس من غير حرج •

"রসূলুল্লাহ সঃ-র যুগে একই দিবসে ঈদ ও জুমআ একত্রিত হইল, তিনি (রসূলুল্লাহ সঃ) বলিলেন, দূরদরাজে অবস্থানকারীদের মধ্যে যে ব্যক্তি জুম'আর জন্য বসিয়া থাকা পসন্দ করে সে বসিয়া থাকিতে পারে; ইহাতে তাহার উপর কোন দোষ বর্তিবে না।" এই হাদীসটি মুরসল হইলেও হযরত আবু হুরায়রার মুত্তাসল মরফূ' হাদীসটির সমর্থক এতদ্ভিন্ন খলীফা হযরত ওমর ইব্নে আবদুল আযীযের মত ধর্মপরায়ণ, ন্যায়নিষ্ঠ ও পুণ্যবান মহাজনের বর্ণিত হাদীসের গুরুত্বও নগণ্য নহে। অনুরূপ কথা দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর ইব্নে খাত্তাব (রাঃ) হইতেও বর্ণিত হইয়াছে। হাফিয ইব্নে হজর বলেন:

ورواه الحاكم من قول عمر بن الخطاب

"ইহা হাকিমও ওমর ইব্নে খাত্তাবের বাচনিক বর্ণনা করিয়াছেন।"- তালখীসুলহাবীর, ১৪৬ পৃষ্ঠা।

সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ওসমান জুম'আর দিবসে ঈদে কুরবান সংঘঠিত হইলে খুৎবার পূর্বে তিনি ঈদের নামায পড়াইলেন, তারপর খোৎবা প্রদান করিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন,

يا ايها الناس قد اجتمع لكم عيدان فمن احب ان ينتظر الجمعة من اهل العوالي فلينتظر ومن احب ان يرجع فقد اذنت له •

"হে জনমণ্ডলী! তোমাদের জন্য দুইটি ঈদ একত্রিত হইয়াছে, সুতরাং দূরবর্তীদের মধ্যে যাহারা জুমআ পড়ার জন্য অপেক্ষা করিতে চাও তাহারা অপেক্ষা করিতে পার; আর যাহারা (বাড়ীতে) প্রত্যাবর্তন করিতে চাও তাহাদিগকে আমি (জুমআ না পড়িয়াই বাড়ী চলিয়া যাইতে) অনুমতি দিলাম।"—কসতল্লানী সহ সহীহ বুখারী (৮) ২৪৮ পৃষ্ঠা।

ইহার মূল কারণ এই যে, মদীনা শরীফের পার্শ্ববর্তী এলাকা সমূহে কোন জুমআ মসজিদ ছিল না; জুমআর দিবসে জুমআ পড়ার জন্য সকলেই মসজিদে নববীতে আগমন করিত। আওনুল মাবুদ (১) ৪০৮ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে:

ان اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يصلون في تسع مساجد فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا كان يوم الجمعة حضروا كلهم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم •

"বস্তুতঃ রসূলুল্লাহ সঃ-র পবিত্র যামানায় সাহাবায়ে কেরাম (মদীনার আশেপাশে) নয়টি মসজিদে নামায পড়িতেন; জুম'আর দিন হইলে তাহারা সকলেই মসজিদে নববীতে উপস্থিত হইতেন।"

ঈদের নামাযের জন্যও এইরূপ মদীনার একই ঈদগাহে দূরদারাজ হইতে মুসলমানগণ একত্রিত হইতেন [দেখুন মিনহাজুস সুন্নাহ (৩) ২০৪ পৃঃ]। শুধু রসূলুল্লার যামানাতেই নয়, হযরত আবুবকর, হযরত ওমর এবং হযরত ওসমানের (রাঃ) খেলাফতকালেও ৩/৪/৫ এমন কি ৮ মাইল

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দূরবর্তী অঞ্চল হইতে লোকেরা ঈদের এবং জুমার নামায পড়ার জন্য মদীনায় সমবেত হইতেন। তাহাদের জন্য তাহাদের এলাকায় কোন জামে মসজিদ ছিল না। সুতরাং ঐ সব দূরবর্তী অঞ্চলের লোকজনের ঈদের নামায পড়িয়া তাহাদের গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া পুনরায় তাহাদের পক্ষে জুমার নামায পড়ার জন্য মদীনায় ফিরিয়া আসার সুযোগ ছিল না। বিশেষ করিয়া কুরবানীর ঈদে কুরবানী সমাপ্ত করিয়া আসিয়া জুমা' পাওয়ার সম্ভাবনাই ছিল না। সুতরাং তাহাদের জন্য জুমার নামায না পড়ার রুখছত একান্তভাবে যুক্তিসঙ্গত এবং বাঞ্ছনীয় ছিল।

বিশেষভাবে লক্ষ্যযোগ্য ব্যাপার এই যে, রসূলুল্লাহ (দঃ) এবং খুলাফায়ে রাশেদীন নিজেরা কোনদিন জুমার দিবসে ঈদের নামায পড়িয়া জুমা' বাদ দিতেন না। এমন কি এইরূপ দিবসে ঈদের নামাযে এবং জুমার নামাযে যে একই সূরা পড়িতেন (প্রথম রাকা'তে সূরায় 'আলা এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরায় গাশীয়াহ্) উহারও বিবরণ সহী মুসলিম শরীফে বিদ্যমান রহিয়াছে। (মুসলিম, মিছরী ছাপা ১ম খণ্ড, ৩২২ পৃঃ)।

বর্তমানে আমাদের দেশে প্রতি মহল্লা ও গ্রামেই জুমা মসজিদ রহিয়াছে। ঈদের নামায একত্রে বড় ঈদগাহে আদায় করার পর মুছল্লীরা স্বীয় গ্রামে বা মহল্লায় ফিরিয়া গিয়া বিনা আয়াশে এবং কোনরূপ অসুবিধা ব্যতিরেকেই জুমার নামায আদায় করিতে পারে। সুতরাং একই দিবসে ঈদ এবং জুমা একত্রিত হইলে জুমার নামায আদায় করার ব্যাপারে কোন প্রতিবন্ধক এবং অসুবিধা না থাকায় জুমার নামায বাদ দেওয়ার কোন কৈফিয়তই থাকিতে পারে না। জুমার পরিবর্তে যুহরের নামায পড়ার কোন আবশ্যকতাও দেখা দিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় যুহরের নামায মাফ হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

তবে সত্য সত্যই দূরবর্তী অঞ্চলের লোকদের জন্য তাহাদের এলাকায় যদি জামে মসজিদ এবং ঈদগাহ না থাকে এবং উভয় নামায পড়ার জন্য গৃহ হইতে এমন দূরে আসিতে হয় যেখান হইতে গৃহে ফিরিয়া পুনরায় সেখানে আসা অসম্ভব বা অতীব কষ্টসাধ্য কেবল তাহারাই উপরোল্লিখিত বুখারীর হাদীস মতে ইচ্ছা করিলে জুমার জন্য অপেক্ষা করিতে পারে অথবা ইচ্ছা করিলে বাড়ীতে গিয়া যুহরের নামায পড়িতে পারে।

www.ahlehadeethbd.org

মরহুম আল্লামা আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী

আত্মসম্মান ও আত্মপ্রতিষ্ঠা

[ত্রিশ বৎসর পূর্বে আমরা হিন্দুস্তান হইতে পৃথক হইয়া একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র অর্জন করিয়াছি। পৃথক রাষ্ট্র স্থাপনের জন্য মুসলমানগণকে দীর্ঘদিন বিরামহীন সংগ্রাম করিতে হইয়াছে, বহু ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছে, দেহের বহু রক্ত ঝরাইতে হইয়াছে। কেন এই ত্যাগ ও সংগ্রামের পথ এখতিয়ার করা হইয়াছিল তাহা আজিকার পাকিস্তানের কিশোর, যুবক ও ছাত্রছাত্রীদের জানা নাই। মুসলমানগণ হিন্দুদের নিকট কিরূপ জঘন্য ব্যবহার লাভ করিত, হিন্দুদের মুকাবেলায় হীনমন্যতার মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হইয়া মুসলমানগণ কিরূপে আত্মমর্যাদাবোধ হারাইয়া একটা আত্মবিস্মৃত পরানুকরণপ্রিয় মেরুদণ্ডহীন ম্লেচ্ছ জাতিতে রূপান্তরিত হইতেছিল তাহার বহু পরিচয় পুরাতন পত্রপত্রিকা ঘাটিলে পাওয়া যাইবে। মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফীর সুসম্পাদিত 'সত্যাগ্রহী'তে এইরূপ বহু রেকর্ড ছড়াইয়া রহিয়াছে, উহার ২য় বর্ষ ২১শ সংখ্যায় (১৩৩৩ বাং) প্রকাশিত প্রথম সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি পাঠ করিলে বাংলা দেশের তদানীন্তন মুসলমানদের শোচনীয় মানসিক অবস্থার একটা সঠিক পরিচয় মিলিবে। আজিকার পাঠকবর্গ, বিশেষ করিয়া তরুণ তরুণীদের অবগতির জন্য উহা নিম্নে সঙ্কলিত হইল।]

আত্মসম্মানজ্ঞানই মানুষকে সকল রকম হীনতা-দীনতা হইতে রক্ষা করে। ইহা এক দিকে মানুষকে যেমন যাবতীয় নীচ ও ঘৃণিত কার্য্য হইতে দূরে রাখে, অপরদিকে তেমনি তাহাকে দৃঢ়তার সহিত কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করে। যাহার আত্মসম্মানজ্ঞান প্রবল সে যেকোন দীন অবস্থায় পতিত হউক না কেন, নিজের আত্মমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অন্যের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। আর যে ব্যক্তি আত্মসম্মান রক্ষা করিতে জানেনা, সে যতই ধনী বা প্রতিষ্ঠাবান হউক না কেন, লোকে তাহাকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্র বলিয়া মনে করে। একথা ব্যক্তি হিসাবে যেমন সত্য জাতি হিসাবেও তেমনি সত্য। ... ... জাতি হিসাবে টিকিয়া থাকিয়া জগতের ভক্তিশ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে হইলে আত্মসম্মান বোধটী খুব তীব্র ও সজাগ রাখিবার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু মোসলমান সমাজের বর্তমান অবস্থা লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, আমরা যেন এই বোধটি একেবারেই হারাইয়া ফেলিয়াছি। এ সমাজের স্তরে স্তরে অপমান ও আত্মগ্লানির বোঝা যে দিন দিন কিভাবে জমা হইয়া উঠিতেছে, তাহা দেখিলে লজ্জায় আধোবদন হইতে হয়। পরাধীনতার জন্য সাধারণ ভাবে বিদেশী শাসকদের নিকট আমাদের যে লাঞ্ছনা ও অপমান হইতেছে তাহা ছাড়িয়া দিলেও প্রতিবেশী হিন্দু ভ্রাতৃগণের হস্তে আমরা যে অপমানজনক ব্যবহার পাইতেছি তাহারও তুলনা নাই। আমরা এজন্য হিন্দুদিগকে দোষী করিতেছি না। তাহারা চিরকাল মোসলমানদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে, তাহারা স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া তাহার ব্যতিক্রম কখনই করিবে না। আমরা নিজেরাই যদি নিজেদের সম্মান রক্ষা করিতে না পারি, তবে সেজন্য দায়ী হিন্দু নহে, দায়ী আমরাই। কেন, তাহাই বলিতেছি।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উকীল ও মোক্তার বাবুদের চৌদ্দ আনা মক্কেল মোসলমান। এই নিরীহ মোসলমানদের অর্থেই তাঁহারা বড় দালান তোলেন, গাড়ী জুড়ী হাঁকেন ও বাবুগিরি করেন। কিন্তু তাঁহারা যে তাঁহাদের মক্কেলদিগকে মানুষ বলিয়া মনে করেন, তাহা তাঁহাদের ব্যবহারে মনে হয় না। গৃহের বারান্দার এক পার্শ্বে একখণ্ড ছিন্ন চাটাইও আসনরূপে অনেক সময়ে তাহাদের ভাগ্যে জুটে না। উকীল মহাশয় তামাক খাইয়া কলিকাটি মাটিতে নামাইয়া দিলেই তাহা গ্রহণ করিয়া তাহারা পরম আত্মপ্রসাদ লাভ করে। মোসলমান মক্কেলগণ যদি উকীল বাবুদের এইরূপ অবজ্ঞাজনক ব্যবহার সহ্য না করিয়া প্রতিবাদ করে এবং উহার প্রতিকার না করিলে তাঁহাদের সাহায্য লইবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করে, তবে উকীল বাবুরা কখনই এরূপ ব্যবহার করিতে সাহস করেন না। উকীল বাবুরা বেশ জানেন যে, মোসলমান মক্কেল হাত গুটাইয়া লইলে তাঁহাদিগকে অনাহারে মরিতে হইবে। জমিদারী কাছারিতে প্রজাগণ ইহা অপেক্ষাও ঘৃণিত আচরণ লাভ করিয়া থাকে। জমিদারের সামান্য কর্মচারীগণ প্রজাদের উপর যেরূপ অমানুষিক ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহা দেখিলে আত্মসম্বরণ করা যায় না। প্রজারা যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া এই ব্যবহারের প্রতিবাদ করে এবং তাহারা যে এইরূপ ব্যবহারে নিজদিগকে অপমানিত মনে করে, তাহা যদি কার্য্যতঃ প্রকাশ করে, তবে কেহই তাহাদিগের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে সাহস করে না।

খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে মোসলমানদের কোনরূপ লজ্জা বা অপমান বোধ আছে বলিয়াই মনে হয় না। মফস্বল টাউনগুলির মিঠাইয়ের দোকানের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলে মোসলমানদের দারুণ লজ্জাহীনতার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে। মফস্বলের টাউনগুলিতে মোসলমানের মিঠাইয়ের দোকান নাই বলিলেও চলে। কিন্তু খরিদ্দারগণের অধিকাংশই মোসলমান হইলেও হিন্দুর দোকানে (বিশেষ করিয়া পশ্চিম বাংলায়) তাহাদের প্রবেশাধিকার নাই। মোসলমান দোকানে প্রবেশ করিলেই তাহাদের সমস্ত খাদ্যদ্রব্য ও জল নষ্ট হইয়া যায়। সে জন্য মোসলমান মাত্রকেই, তিনি যতই ভদ্র, শিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ হউন না কেন, দোকানের বাহিরে বসিয়া বা দাঁড়াইয়া খাবারগুলি গলধঃকরণ করিতে হয় এবং যুক্ত করতলে পানি লইয়া তাহা দ্বারা তৃষ্ণা দূর করিতে হয়। শুধু অশিক্ষিত ও অর্দ্ধ শিক্ষিত সমাজের কথা বলিতেছি না। অনেক শিক্ষিত লোককেও এইভাবে আত্মতৃপ্তি লাভ করিতে দেখিয়াছি। এই প্রসঙ্গে একদিনের একটি ঘটনার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। একদিন কোন ধর্মসভায় যোগদান করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবার সময় দেখিতে পাইলাম, আমাদের পরিচিত জনৈক সুশিক্ষিত পদস্থ ভদ্রলোক নিকটস্থ একটী মিষ্টান্নের দোকান হইতে কিছু খাবার লইয়া কলিকাতার মত শহরের জনাকীর্ণ রাস্তায় ফুট-পাথের উপর দাঁড়াইয়াই শত শত কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টির সম্মুখে সেগুলি গলধঃকরণ করিতেছেন, আমরা এই ব্যাপার দেখিয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া সেখান হইতে দূরে সরিয়া গেলাম। মিষ্টান্ন-গুলি উদরস্থ করিয়া রুমাল দিয়া মুখ মুছিয়াই ভদ্রলোকটী স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। বলা বাহুল্য তিনিও সেদিন সভায় যোগদান করিতে আসিয়াছিলেন এবং মুসলমানদের জাতীয় উন্নতি সম্বন্ধেও দুই এক কথা বলিয়াছিলেন। এইরূপ লজ্জাহীনতার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। শহরে লক্ষ্য

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করিলে প্রায়ই এমন বিসদৃশ ব্যাপার চক্ষে পড়িবে। তারপর স্কুল কলেজের মুসলমান যুবকগণের চৌদ্দ আনাই আজকাল হিন্দুর পোষাকে আত্মগোপন করিয়া হিন্দুর দোকানে, ক্যাবিনে আহার করিয়া থাকেন। মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিলে তাঁহাদিগকে দোকানে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না, ইহা জানিয়াও তাঁহারা লজ্জার মাথা খাইয়া আত্মসম্মানে জলাঞ্জলি দিয়া অবাধে সেখানে জলযোগ করেন। যখন মুসলমান সমাজের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মতিগতি এইরূপ, তখন অশিক্ষিত সমাজের লোকদের কথা আর কি বলিব, এতদ্ব্যতীত হিন্দুর প্রস্তুত খাদ্যাদি গ্রহণ করিতে আজকাল কোন মুসলমানই দ্বিধাবোধ করেন না। মুসলমান সমাজে যিনি যতই উচ্চ শিক্ষিত, পদস্থ ও আত্মসম্মান বোধপরায়ণ হউন না কেন, হিন্দুর ছোয়া খাদ্য তিনি অসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়া থাকেন। বিবাহাদি উৎসবে হিন্দুর বাড়ীতে আহার্য্য গ্রহণ করিয়া মুসলমানগণ চিরকালই উদারতা দেখাইয়াছেন, কোন হিন্দুকে মুসলমানের বাড়ীতে আহার্য্য গ্রহণ করিতে প্রায়ই দেখা যায় না। স্বীকার করি, মুসলমান সমাজ খুব উদার বলিয়া হিন্দুদের এই সব অনুদারতা আদৌ গ্রাহ্য করে না। কিন্তু ইহাতে আমাদের আত্মসম্মান যেমন নষ্ট হইতেছে, আমাদের সম্বন্ধে অন্য জাতির ধারণাও তেমনি দিন দিন হীন হইতেছে। এইরূপে সর্বত্র লাঞ্ছনা ও অপমান ভোগ করিয়া মুসলমান নিজেকে ছোট ও হীন বলিয়া মনে করিয়া থাকে এবং কোথাও সগৌরবে আত্মপরিচয় দিবার সাহস পায় না। পথে ঘাটে রেলে সর্বত্রই মুসলমান যেন সঙ্কোচে আত্মগোপন করিয়াই চলিতেছে। একটী গৌরবময় অতীত ইতিহাস যে জাতির অন্তরে শক্তি সঞ্চার করিতেছে, ইসলামের মহান শিক্ষা ও সৌন্দর্য্য যে জাতির হৃদয়ে প্রেরণা দিতেছে, একটি বিরাট সভ্যতা যে জাতির জীবন আচ্ছন্ন করিয়া আছে, সেই মুসলমান জাতির এমন শোচনীয় পরিণাম কেমন করিয়া হইল, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। "খোদাই একমাত্র উপাস্য ও খোদাই একমাত্র কাম্য" যাহার ধর্মের মূলমন্ত্র, সে আত্মসম্মান হারাইয়া এক পরপদানত কিম্ভূতকিমাকার জীবে পরিণত হইয়াছে। ইহার চেয়ে আফসোসের বিষয় আর কি হইতে পারে? আত্মসম্মানের সহিত ইসলামের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। আত্মসম্মান হারাইয়া কোন মুসলমান প্রকৃত মুসলমান থাকিতে পারে না।

আমাদের মনে হয়, মুসলমান সমাজের এই মারাত্মক দোষটি দূর করিতে না পারিলে এবং মুসলমানদের মধ্যে আত্মসম্মান বোধ জাগাইতে না পারিলে সমাজের উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। আত্মসম্মানবোধ আত্মোন্নতি ও আত্মপ্রতিষ্ঠার পক্ষে যতটা সাহায্য করে, এমন আর কিছুই নহে।

আমরা বরাবর জাতীয়তাবাদী এবং হিন্দুদের সহিত মিলিতভাবে সমবেত চেষ্টা দ্বারা স্বাধীনতালাভের পক্ষপাতী। সুতরাং হিন্দুদের সহিত কোনরূপ বিরোধের সম্ভাবনাকে এড়াইয়া চলাই আমরা কর্তব্য বলিয়া মনে করি। তাহা সত্ত্বেও যদি আত্মসম্মান আদায় করিবার জন্য হিন্দুদের সহিত সাময়িকভাবে বিরোধ করিবার দরকার হয়, তবে তাহা করিতেও আমরা প্রস্তুত। কোন হিন্দু যদি সাধারণভাবে মুসলমানের স্পর্শিত খাদ্য গ্রহণ না করে, তবে মুসলমানও আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া হিন্দুর প্রস্তুত খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে না, ইহাই আমাদের দৃঢ় মত। আমরা সমানে সমানে হিন্দুদের সহিত মিলনের পক্ষপাতী—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নীচতা স্বীকার করিয়া নহে। হিন্দুরা প্রথমে আমাদের এই কার্য্যকে হিন্দু বিদ্বেষ নামে অভিহিত করিলেও যখন তাহারা বুঝিবে যে, হিন্দুদের নিকট হইতে সম্মানজনক ব্যবহার আদায় করা ব্যতীত আমাদের অন্য উদ্দেশ্য নহে, তখন তাহারা সন্তুষ্টচিত্ত আমাদের অধিকার ছাড়িয়া দিবে।

অন্যের নিকট হইতে যোগ্য সম্মান আদায় করিতে হইলে যেরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প ও কর্তব্যনিষ্ঠার প্রয়োজন, মুসলমানদের মধ্যে তাহার অভাব লক্ষিত হয়। গত হাঙ্গামার পর হিন্দুদের হস্তে নানারূপে নিগ্রহ ভোগ করিবার পর মুসলমান সমাজের আত্মসম্মান সাময়িক ভাবে একটু জাগিয়াছিল এবং সেই সুযোগে মুসলমানদের অনেক দোকানও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু আজ কাল তাহাদের প্রতি মুসলমানদের বিশেষ সহানুভূতি আছে বলিয়া মনে হয় না। সমাজের লোকের উপযুক্ত সাহায্য না পাইয়া তাহাদের অনেকগুলিই ইতিমধ্যে উঠিয়া গিয়াছে। যে "সোলতানের" দৈনিক কাটতি এক সময়ে বিশ হাজার পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল, সমাজের ঔদাসীন্যে তাহা আজ অর্থ কৃচ্ছ্রতার সহিত সংগ্রাম করিতেছে। সাময়িক উত্তেজনার বশে মুসলমান-যাহা আরম্ভ করে, দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার সহিত তাহা রক্ষা করিবার ক্ষমতা তাহার নাই। এক ফুৎকারে তাহার উৎসাহ যেমন জ্বলিয়া উঠে, আবার এক ফুৎকারেই তাহা নিবিয়া যায়। সেজন্য মুসলমান সমাজের উন্নতির জন্য তাহাদের মধ্যে আত্মসম্মান জাগাইয়া তোলা যেমন বিশেষ আবশ্যক, আত্মসম্মানের বলে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হইলে সেইরূপ তাহাদিগকে ধীরস্থির ও দৃঢ় ভাবে কার্য্যে সাফল্যের জন্যও চেষ্টা করা উচিত।

www.ahlehadeethbd.org

মরহুম মওলানা আবদুল্লাহেল বাকী

তাবাকাত এবনে সা'আদ

মোহাম্মদ এবনে সা'আদ জোহরী হিজরী ৩য় শতাব্দীর স্বনামধন্য ঐতিহাসিক। ২৩০ হিজরী সনে বাগদাদ নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। রাসূলে করিম, সাহাবা এবং তাবেয়ীগণের অবস্থা সম্বন্ধে তিনি ১২শ খণ্ডে এক বিরাট গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, ইহাই "তাবাকাত" নামে বিখ্যাত। ঐতিহাসিক এবং মোহাদ্দেসগণের নিকট ইহা সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসী এবং প্রামাণিক গ্রন্থ, ঐতিহাসিকগণ স্ব স্ব গ্রন্থে ইহার উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং কোন বিষয়ে মতভেদ হইলে ইহার বর্ণনাকেই সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাবাকাতের পর আরও বহু গ্রন্থ এই বিষয়ে লিখিত হইয়াছে, কিন্তু কোনটিই তাহার সমকক্ষতা লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই।

এই অতুলনীয় গ্রন্থ সম্পূর্ণরূপে পৃথিবীর কোন এক পুস্তকাগারেই বর্তমান ছিল না। সুতরাং এ পর্যন্ত কেহই এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে সাহসী হন নাই। কিন্তু চেষ্টার অসাধ্য কার্য্য নাই। স্বনামখ্যাত জার্ম্মান অধ্যাপক সাখু এ বিষয়ে প্রাণপণ করিলেন এবং মিসর, ইউরোপ, কনষ্টান্টিনোপল এর পাঠাগার সমূহ মন্থন করিয়া এই রত্ন উদ্ধার করিলেন, তিনি অশেষ পরিশ্রম এবং বিপুল আয়াস স্বীকার করিয়া তাবাকাতের বিভিন্ন খণ্ডের একাধিক হস্তলিপি সংগ্রহ করিলেন। জার্ম্মান সম্রাট ইহা অবগত হইয়া গ্রন্থ সংকলন ও মুদ্রণের জন্য ১ লক্ষ টাকা প্রদান করিলেন। তখন প্রাচ্য ভাষাবিদ জর্ম্মান পণ্ডিতগণ দ্বারা একটা মণ্ডলি গঠিত হইল, তাঁহারা বিশেষ পরিশ্রমের সহিত হস্তলিপিগুলি পরস্পর মিলাইয়া বিশুদ্ধ পাঠ উদ্ধার করেন এবং বহুস্থানে মূল্যবান টীকা সংযোজিত করেন, এইরূপে ক্রমান্বয়ে যে খণ্ড প্রস্তুত হইয়াছে তাহা উৎকৃষ্ট কাগজে বিশেষ পরিপাটিরূপে লিডনের বেরিল যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

এবনে খাল্লাকান লিখিয়াছেন—"তাবাকাত ১৪ খণ্ডে সমাপ্ত। গ্রন্থকার তাঁহার সমসাময়িক খলিফাদিগের অবস্থা পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন"। কিন্তু জর্ম্মন পণ্ডিত মাত্র ১২ খণ্ড উদ্ধার করিয়াছেন। তাহাদের উদ্ধৃত খণ্ডগুলিতে খলিফাদিগের সম্বন্ধে কোনই উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ শেষ খণ্ডদ্বয় তাঁহারা প্রাপ্ত হন নাই। অথবা এবনে খাল্লাকান স্বয়ং তাবাকাত না দেখিয়া অপরের নিকট শুনিয়া ঐরূপ লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এবনে খাল্লাকানের গ্রন্থ যাহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, এবনে খাল্লাকান সম্বন্ধে ঐরূপ সন্দেহ করা কতদূর অন্যায়। যাহা হউক জর্ম্মন পণ্ডিতগণ যে ১২ খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছেন, তন্মধ্যে এ পর্যন্ত ১০ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। প্রত্যেক খণ্ড বহু পৃষ্ঠা বিশিষ্ট প্রকাণ্ড পুস্তক, পৃষ্ঠার আকার বড় (ডিমাই ৪ পেজী) প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ২৮টি লাইন। ১৩২০ হিজরীতে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। অর্থাৎ পণ্ডিতমণ্ডলির মিলিত চেষ্টা এবং অর্থের প্রাচুর্য্য থাকা সত্ত্বেও ১০ বৎসরে ১০ খণ্ডের অধিক প্রকাশিত করা সম্ভবপর হয় নাই। ব্যাপার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কত বিরাট ইহা হইতে তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি।

এ পর্য্যন্ত যে সকল খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার বিষয়, পৃষ্ঠাসংখ্যা, সম্পাদকের নাম, মুদ্রিত হওয়ার তারিখ এবং মূল্য নিম্নে লিখিত হইল।

১। ১ম খণ্ড, ১ম ভাগ রাসূলে করিমের চরিত সম্বন্ধে। সম্পাদক ডাঃ উইন মিটাভক, বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। পৃষ্ঠা ১৬১, ১৩২২ হিজরীতে মুদ্রিত, মূল্য ১১৲।

২। ১ম খণ্ড, ২য় ভাগ, যন্ত্রস্থ।

৩। দ্বিতীয় খণ্ড, ১ম ভাগ রাসূলে করিমের যুদ্ধাবলি। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ যোজেফ হারডিজ সম্পাদিত, ১২৭ পৃষ্ঠা; ১৩১৫ হিজরীতে প্রকাশিত, মূল্য ১১৲।

৪। ২য় খণ্ড ২য় ভাগ রাসূলে করিমের শেষ পীড়া, মৃত্যু, সমাধি এবং শোক গাঁথা, রাসূলের সময় যাহারা কোরআন মজিদ কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন এবং মদিনার তাবেয়ীদিগের সম্বন্ধে। সম্পাদক ডাঃ ফ্রে ডারিক স্যালী, কেলিস কলেজের প্রাচ্যভাষা অধ্যাপক। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬৩, ১৩৩০ হিজরীতে প্রকাশিত, মূল্য ১১৲।

৫। তৃতীয় খণ্ড, ১ম ভাগ, বদর যুদ্ধ এবং তাহার মোহাজের যোদ্ধাদিগের বিষয়। বার্লিন ওরেয়েন্টিয়াল কলেজের অধ্যক্ষ এডওয়ার্ড আই-জাক সম্পাদিত, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০৪, ১৩২১ সালে মুদ্রিত, মূল্য ১৫৲।

৬। তৃতীয় খণ্ড ২য় ভাগ, বদর যুদ্ধের আনসার যোদ্ধাগণের বিবরণ। ডাঃ যোসেফ গবডিজ সম্পাদিত। ১৫২ পৃষ্ঠা, ১৩২১ সালে প্রকাশিত, মূল্য ১১৲।

৭। ৪র্থ খণ্ড ১ম ভাগ, অন্যান্য মোহাজের ও আনসারদিগের বিবরণ। সম্পাদক, ডাঃ জুনিয়স লেপার্থ, বার্লিন ওরিয়াণ্টয়াল কলেজের আরব্য অধ্যাপক, ১৮৫ পৃষ্ঠা, ১৩২২ হিজরী। মূল্য ১১৲।

৮। ৪র্থ খণ্ড ২য় ভাগ, মক্কা বিজয়ের পূর্ববর্তী সাহাবীগণের অবস্থা। ডাঃ জলিয়ম রিপর্ট সম্পাদিত। পৃষ্ঠ নং—৯৩, ১৩২৫ হিজরী, মূল্য ১১৲।

৯। ৫ম খণ্ড, মদিনার তাবেয়ীগণ এবং মক্কা, তায়েফ, এয়ামন, এমামা ও বাহরায়নের সাহাবী ও তাবেয়ীগণ সম্বন্ধে। সম্পাদক অধ্যাপক জে ট্রেষ্টিন, উপয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যভাষা অধ্যাপক। পৃষ্ঠা সংঃ ৪০৫, ১৩২২ হিজরী, মূল্য ১৮৲।

১০। ৬ষ্ঠ খণ্ড কুফাবাসী সাহাবী এবং তাবেয়ীদিগের সম্বন্ধে, অধ্যাপক জে ট্রেষ্টীন সম্পাদিত, ২৯১ পৃষ্ঠা, ১৩১৫ সালে প্রকাশিত, মূল্য ১৮৲।

১১। ৭ম খণ্ড যন্ত্রস্থ।

১২। ৮ম খণ্ড। মহিলা সাহাবীগণের সম্বন্ধে। সম্পাদক ডাঃ ব্রক্লিম্যান, কোনিগবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৬৮, ১৩২১ সালে মুদ্রিত, মূল্য ১৮৲।

প্রকাশিত সমুদয় খণ্ড একত্র গ্রহণ করিলে ১৩০৲। বোম্বাইনগরে বিখ্যাত আরবী পুস্তক বিক্রেতা সুরাটি এণ্ড সন্সের নিকট প্রাপ্তব্য।

[কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ডের সৌজন্যে 'আল—এসলাম' ১ম ভাগ ১১শ সংখ্যা হইতে সংকলিত]

www.ahlehadeethbd.org

নূর আহমদ কাদেরী

ইন্দোনেশিয়ার মুসলমান

[আমি ইন্দোনেশিয়ায় প্রথম পাকিস্তানী ঐতিহাসিকরূপে উক্ত রাজ্যে একাধারে সুদীর্ঘ বিশ বৎসর অবস্থান পূর্বক উহার পরিচয় লাভের সুযোগ প্রাপ্ত হই। ১৯৬৩ সালে পশ্চিম ইরিয়ানের অন্তর্ভুক্তির ঐতিহাসিক ঘটনার সময়ে ইন্দোনেশীয় সরকারের আমন্ত্রণক্রমে সমগ্র দেশ ব্যাপী শিক্ষামূলক পরিভ্রমণের সুযোগও প্রাপ্ত হই। এই সময়েই প্রায় ৮ মাস কাল ঐতিহাসিক এবং তামদ্দুনী বিষয়ে গবেষণা কার্যে ব্যাপৃত থাকি। সেই দেশের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে পাকিস্তানের পরিচিতিমূলক ভাষণ দেওয়ার সুযোগ পাইয়া উক্ত রাষ্ট্রের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরিয়া দেখি এবং সকল শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে মেলামিশা করি। এই ভাবে আমি শিক্ষা, সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি প্রতিটি বিভাগের প্রতিটি পর্যায়ে জ্ঞান লাভের চেষ্টা করি। আমি আমার জ্ঞানলব্ধ ও অভিজ্ঞতা-সঞ্চি সেই তথ্য সমূহের সারসংক্ষেপ পাঠকগণের সম্মুখে পেশ করিতেছি। আশাকরি ইহা পাঠ করিয়া অনেকেই উপকৃত হইবেন।—লেখক]

আয়তনে দূরপ্রাচ্য এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মধ্যে চীনের পরেই ইন্দোনেশিয়ার স্থান। ছোট বড় তিন হাজার দ্বীপের সমবায়ে গঠিত এই রাষ্ট্র পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দ্বীপপুঞ্জ। সরকারের সাম্প্রতিক আদম শুমারী মুতাবিক এই দেশের লোক সংখ্যা দশ কোটী ৬০ লক্ষ ৮৫ হাজার সাত শত একানব্বই জন। মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৯৬ জন। অবশিষ্ট ৪ জনের মধ্যে রহিয়াছে খৃষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, প্রকৃতি-পূজক এবং চীনা অধিবাসী।

কোনরূপ বিরোধিতার আশঙ্কা না করিয়াই বলা যাইতে পারে যে, ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসীগণ চরিত্র, নীতিনৈতিকতা, ধর্মিকতা এবং আদব লেহাজের দিক হইতে এতই প্রশংসার যোগ্য যে, সম্ভবতঃ পৃথিবীর কোথাও ইহাদের চাইতে উৎকৃষ্ট মুসলমান দেখিতে পাওয়া যাইবে না।

তাদের হৃদয়ে ইসলামের আকর্ষণ ও ইসলাম-প্রীতি তুলনাহীন। তাহারা ইসলামের প্রকৃত প্রেমিক ও রসূলে খোদার সত্যিকার ভক্ত। ইসলামী বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ তাদের এত প্রবল যে, দুনিয়ার যে কোন এলাকার মুসলমান তাদের নিকট আপন সহোদর ভাই এর মতই প্রিয়।

ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানদের জীবন যাপন পদ্ধতি ইসলামী ভ্রাতৃত্বের খাঁটি নমুনা। তাঁরা সরল ও ন্যায়পরায়ণ, আপোষে মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে এবং পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিতে অভ্যস্ত। কেহ অপরের ক্ষতি সাধনে তৎপর নয়। পরের দোষ অন্বেষণে উন্মুখ নয়। কপটতা ও বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা হইতে তাহারা নিজেদিগকে দূরে রাখে। এই সব গুণাবলী তাহাদের জাতীয় ঐক্য ও সংহতিকে দৃঢ় ও মজবুত করিয়া রাখিয়াছে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইন্দোনেশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য এই যে, সে দেশ জাতিভেদ ও শ্রেণীবৈষম্যের অভিশাপ হইতে মুক্ত। আপনি রাজ্যের যে কোন অঞ্চলে যে কোন স্থানে গমন করুন কোথাও জাতিভেদের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইবেন না। বংশের কৌলিন্য, পদমর্যাদার অভিজাত্য, জীবিকার মহত্ব, শারীরিক গঠনের বিশেষত্ব অথবা আঞ্চলিক শ্রেষ্ঠত্বের বড়াই ও অভিমান ইন্দোনেশিয়ার নিকৃষ্টতম বস্তুরূপে পরিগণিত। তারা ইসলামের শিক্ষা মুতাবিক শ্রেণীভেদ এবং খান্দানী শ্রেষ্ঠত্বের মনোবৃত্তিকেই ইসলামী ভ্রাতৃত্ব এবং মুসলিম ঐক্যের পথে একটি বিরাট প্রতিবন্ধক এবং অনৈসলামিক অনাচার ও অভিশাপরূপে মনে করিয়া থাকে। আমি ইন্দোনেশিয়ার কোন স্থানেই সৈয়দ, মির্যা, মুগল, পাঠান, আফগান, শেখ প্রভৃতি কোন শ্রেণীর অস্তিত্বই খুঁজিয়া পাই নাই। বিভিন্ন জীবিকাকে কেন্দ্র করিয়া কোথাও কোন পৃথক সমাজ, পৃথক গোঠ দেখি নাই, ফির্কাবন্দীর কোন ছায়াও আমার নজরে পড়ে নাই। প্রত্যেকেই নিজেকে মুসলমান এবং শুধু মুসলমান বলিয়া পরিচিত করিয়া থাকে। নিজেদের এই মুসলমানত্বের জন্য তাহারা গর্বিত। দেশ এবং জাতির প্রয়োজন মিটানের জন্য যে কোন ব্যক্তি যে কোন পেশা সুবিধানুযায়ী গ্রহণ করিতে পারে আর যে কোন পেশা গ্রহণের পর সেই সম্মানিত মুসলমানই তাহারা থাকিয়া যায় যেরূপ সম্মানিত হইতে ইসলাম তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়াছে। তাহাদের এই শ্রেণীহীন ভেদহীন ঐক্য ও একত্ববোধই ইন্দোনেশিয়ার মুসলিম সমাজকে পার্শ্ববর্তী অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যগুলির আকর্ষণের বস্তুতে পরিণত করিয়াছে। আর এই আকর্ষণীয় অবস্থাই ইন্দোনেশিয়ায় ইসলাম প্রচারকারীদের জন্য সাফল্যের দ্বার সুপ্রশস্ত করিয়া দিয়াছে।

সে দেশে কোথাও উচ্চ নীচ ভেদাভেদের অনুভূতি পর্যন্ত কাহারও হৃদয়ে লক্ষ্য করা যায় না। সেখানে না পাওয়া যাইবে সৈয়দ মুচি হাত, না পাওয়া যাইবে কোন কসাই, না কোন মির্যা সাহেব, না সৈয়দ সাহেব; সব দিকেই দেখা যাইবে শুধু মুসলমান। আর ইসলামের শিক্ষাও তো ইহাই। ইসলামের এই সাম্য ভ্রাতৃত্ব এবং ঐক্যানুভূতিই ইসলামের সেই সৌন্দর্য্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব যাহার বদৌলতে বড় বড় অনৈসলামিক জীবন ব্যবস্থাকে পরাভূত করিয়া মানবতাকে ইসলামী কল্যাণধর্মিতায় ধন্য করিয়া দিয়াছে। ইসলাম ইন্দোনেশিয়ার সকল মুসলমানকে একই কাতারে সারিবদ্ধ করিয়াছে। সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব সকলকে সকলের কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া দিয়াছে।

ফিকার দিক হইতে ইন্দোনেশিয়ার প্রায় সকল মুসলমানই শাফেয়ী মযহাবের অন্তর্ভুক্ত।

ইন্দোনেশিয়ার সর্বত্র—উহার অভ্যন্তরের দুর্গমতম অঞ্চলে এবং প্রত্যন্ত প্রান্তে তবলীগের মাধ্যমে ইসলামের খেদমত করার কার্যকে—প্রাচীন কাল হইতে আজ পর্যন্ত—ইন্দোনেশিয়ার মুসলিম অধিবাসীগণ সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বরূপে মনে করিয়া আসিয়াছে। আমি ইন্দোনেশিয়ার প্রতি এলাকায় বড় বড় মসজিদ এবং ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেখিয়াছি। এই শিক্ষালয়গুলিকে 'পাসনতরীন' (পবিত্র স্থান) বলা হয়। এইগুলির মধ্যে কোন কোনটি চারিশত বৎসরের পুরাতন প্রতিষ্ঠান—কোন কোনটি তার কিছু পরবর্তী সময়ের। এই 'পাসনতরীন' গুলিতে কুরআন মজীদের কেরা'ত, তফসীর, হাদীস, ফিকাহ, উসূলেদীন, ইসলামী দর্শন, ইস-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

লামের বিজয় কাহিনী, আরবী সাহিত্য, ইতিহাস, তর্ক শাস্ত্র, গণিত, হিকমত প্রভৃতি সবকিছু শিক্ষা দেওয়া হয়। সেখানে ধর্ম বিষয়ে পারদর্শী ও বিশেষজ্ঞদেরকে 'মওলানা' বলা হয় না ; তাঁদেরকে বলা হয় কায়াই। ধর্ম সম্পর্কে যারা উচ্চস্তরের শিক্ষা সমাপ্ত করেন তারাই এই নামে অভিহিত হন। খতীব ও কারী হওয়া সেখানে একটি সাধারণ যোগ্যতা। ইন্দোনেশিয়ার কোন আলেমে-দীন ওয়াজ নসীহত করিয়া পরিশ্রমিক স্বরূপ তার জন্য কোন টাকা কড়ি গ্রহণ করেন না। দীনের আলেমদিগকে সবাই খুব সম্মানের চক্ষে দেখেন। বড় বড় মসজিদের খতীবগণ সরকারী পদে সমাসীন। 'পুসরূহ' বিভাগের তত্ত্বাবধানে সামরিক শিক্ষার কোর্স তাহাদিগকে সমাপ্ত করিয়া আসিতে হয়।

ইন্দোনেশিয়ার আলেমগণ "নাহযাতুল ওলামা" নামক আন্দোলনের পরিচালনায় প্রতি জায়গায় নিজেদের মিশন বা প্রচারকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। সরকারের পক্ষ হইতেও ধর্মীয় ঐক্য বজায় রাখা এবং শৃংখলার সঙ্গে ধর্মীয় খেদমত আঞ্জাম দেওয়ার উদ্দেশ্যে ধর্মীয় বিভাগ (ওয়াযা-রাতে উরুসে মযহাবী) কায়েম রহিয়াছে। এই বিভাগের পরিচালনায় গত কয়েক বছরে কয়েকটি সরকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সরকারী পর্যায়ে ধর্ম-নিরপেক্ষ উচ্চ শিক্ষা দানের জন্য প্রায় উনচল্লিশটি বিশ্ববিদ্যালয়ও চালু রহিয়াছে। এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ও কলা সম্পর্কীয় শিক্ষা দেওয়া হয়। ইন্দোনেশিয়ার আলেমগণ তাহাদের ইসলামী খেদমতের মধ্যে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে কর্মতৎপরতা দেখাইয়াছেন তাহা হইতেছে সর্বসাধারণের অন্তরে জিহাদ স্পৃহাকে সচেতন এবং ইসলামের ভ্রাতৃত্ববোধকে বলিষ্ঠ করিয়া তোলা। ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদের ৩৫৪ বছরের শাসনামলে ইন্দোনেশিয়ায় যত জিহাদ ঘোষিত এবং দেশের আযাদীর জন্য যতবার বড় বড় যুদ্ধ সংগঠিত হইয়াছে সে সবের মুজাহিদগণ ছিলেন উপরোল্লেখিত পাসনতরীন নামক শিক্ষাগারে ট্রেনিং প্রাপ্ত ছাত্রমণ্ডলী। রাষ্ট্রের রাজনৈতিক আন্দোলন-গুলির মধ্যে সর্ব পুরাতন দলের নাম হইতেছে 'শরীকাতে ইসলাম' [১৯১১ সালে প্রতিষ্ঠিত]। এই দলের পহেলা কাতারের নেতৃবৃন্দের মধ্যে বেশীর ভাগ নেতা ছিলেন উক্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাপ্রাপ্ত ওলামায়ে দীন।

ইন্দোনেশিয়ার মোহাম্মদীয়া আন্দোলন দেশের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনগুলোর মধ্যে অগ্রণী। উহার প্রতিষ্ঠাতা আহমদ দাহলান নিজেও মস্তবড় এক আলেম ছিলেন। ইন্দো-নেশিয়ার ওলামায়ে-ইসলাম ইসলামী খেদমতের জন্যই 'নাহযাতুল ওলামা' সংস্থার প্রতিষ্ঠা করেন ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে। ইন্দোনেশিয়ার ভাষায় হাজার হাজার ইসলামী গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। কোরআন করীম এবং হাদীসগ্রন্থ সমূহের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা দ্বীপপুঞ্জের প্রসিদ্ধ আলেমগণ রচনা ও প্রকাশ করিয়াছেন। প্রত্যেক বড় বড় মসজিদে ইসলামী গ্রন্থাগার কায়েম রহিয়াছে। জুমআর নামাযে ঈদের নামাযের মতই সুবৃৎ জামাআত হইয়া থাকে। প্রতিটি ব্যক্তি তার জীবনে অন্ততঃ একবার ইসলামী জেহাদে অংশ গ্রহণ এবং হজ্বের ফরয আদায়ের সৌভাগ্য কামনা করে। সমাজে হাজী-দের অশেষ সম্মানের চক্ষে দেখা হয়। ইন্দো-নেশিয়ার প্রতিটি মুসলমান মসজিদের সম্মান করাকে একটি ধর্মীয় কর্তব্যরূপে মনে করে। মসজিদে কেউ কোন দিন কিছু চুরি করে না। প্রতিটি মসজিদে একটি করিয়া মীনারা আছে।

www.ahlehadeethbd.org

দেশ প্রেম এবং অমুসলিমদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার ইন্দোনেশিয়ার মুসলিম সমাজ-জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ধর্মীয় ব্যাপার লইয়া সেখানে কেউ ঝগড়া ফাসাদ করে না। কেউ কারো দোষ উদ্ঘাটন করিয়া কাদা ছুড়াছুড়ি করে না। প্রত্যেক ধর্মের লোক সদ্ভাব ও সম্প্রীতির সঙ্গে বসবাস করিতেছে। ধর্মের রক্ষণাবেক্ষণ এবং তার উজ্জীবনে অংশ গ্রহণ করাকে প্রত্যেকটি ইন্দোনেশীয় নিজেদের জন্য অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য মনে করে। কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে অন্যান্যদের যে বিবাদ হয় তার মূলে ছিল কম্যুনিষ্ট পার্টির দুষ্কর্ম। ... ... নতুবা কম্যুনিজমের আলোচনা অন্যান্য ইজম সমূহের আলোচনার ন্যায় বেআইনী ছিল না। কম্যুনিষ্ট পার্টি রাজ্যের উপস্থিত জীবন সমস্যার অসুবিধাগুলির অন্যায় সুযোগ গ্রহণের অপচেষ্টায় মাতিয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল ইন্দোনেশিয়া হইতে ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্মকে নস্যাৎ করিয়া দেওয়া। কিন্তু ধর্মপ্রাণ ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসীগণ উক্ত পার্টির সর্বনাশা দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে সচেতন হইয়া উঠায় তাহাদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়া যায়। গত অক্টোবর বিপ্লবের পর উক্ত পার্টি নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। আজ ইন্দোনেশিয়ায় "আওয়ামী কংগ্রেস" সরকার পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করিয়াছে। তাদের পরিকল্পনায় ধর্মের রক্ষণাবেক্ষণ সর্বোচ্চস্থান লাভ করিয়াছে। জনসাধারণের বৈষয়িক উন্নয়নের প্রোগ্রামও গ্রহণ করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে দেশে পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রহিয়াছে।

ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসীবর্গের দেশপ্রেম এবং ধর্মানুরাগের বলিষ্ঠ প্রবণতা চিরদিন ইন্দোনেশিয়ার ন্যায় এক সুবৃহৎ ও বিক্ষিপ্ত দ্বীপময় রাজ্যকে বড় বড় সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ঝড় ঝঞ্ঝা হইতে রক্ষা করিয়াছে। এই অনুরাগ ও প্রবণতার প্রাবল্যই আযাদীর যুদ্ধে সাফল্য আনয়ন করিয়াছে এবং দীর্ঘ একুশ বছর আযাদীর সংরক্ষণ করিয়া আসিয়াছে। আজও উহা অক্ষত অবস্থায় কায়েম রহিয়াছে এবং খোদা চাহে চিরদিন কায়েম থাকুক। উহা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে ধর্মের ঝাণ্ডা উচ্চ হইতে উচ্চে তুলিয়া ধরুক। এটা এজন্যই কাম্য যে, ধর্ম ছাড়া মানবতা একটি প্রাণহীন দেহ মাত্র। [আঞ্জাম]

অনুবাদ: মোহাম্মদ আবদুর রহমান

www.ahlehadeethbd.org

আজহারুল ইসলাম

সাহিত্য ও সৎ নীতি

আমরা সৎ সাহিত্য চাই। প্রকৃত সৎ সাহিত্য কি সে সম্পর্কে অনেক কথা আছে। সৎ সাহিত্যের সাথে সৎ নীতির যথেষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। এতে কোন দ্বিমতের অবকাশ নেই যে, সকল সৎ সাহিত্যই মানুষের বাসনা কামনাকে ঊর্ধগামী করে। আপাত দৃষ্টিতে সাহিত্য শ্লীল বা অশ্লীল হতে পারে। তবে এটা কোন সাহিত্যের সমস্য নয়। মানুষের অনুভূতি জাগাবার জন্যে লেখকের রচিত সাহিত্য কতটুকু কার্যকরী হয়েছে তাই পাঠকের দেখার বিষয়। কোন রচনা পাঠ করে যদি পাঠকের মন নিম্নগামী হয় তা হলে বুঝতে হবে রচনায় দোষ আছে। তেমন রচনা বইয়ের দৃষ্টিতে শ্লীল হলেও প্রকৃত সাহিত্য বিচারে অশ্লীল থেকে যাবে। তার বিপরীত কথাটাও সত্য। রচনার কোন অংশ বা কাহিনী আপাত বিচারে অশ্লীল মনে হতে পারে, কিন্তু সমগ্র রচনার প্রতিক্রিয়া যদি পাঠক মনে কল্যাণবোধ জাগায় তা হলে তাকে গ্রহণ করাই আমাদের কাজ হবে।

প্রবৃত্তি অর্থাৎ বাসনা কামনার ঊর্ধগামিতার কথা একটু ভাবা যাক। সৎ সাহিত্য মানুষের প্রবৃত্তিকে ঊর্ধগামী করে—তা আগেই বলা হয়েছে। সৎ সাহিত্য পাঠকের মনে কতকগুলো সৎ প্রবৃত্তি যেমন, দয়া, মমতা, করুণা ইত্যাদির সৃষ্টি করে। এর ফলে অন্যায় অবিচার ও মিথ্যার বিরুদ্ধে তার একটা ঘৃণা জন্মে। যে সাহিত্য শুধুমাত্র বস্তুনিষ্ঠ পাঠকের মনকে কোন বিশেষ আদর্শের পথে চালিত করে না তা যে সার্থক তা' জোর করে বলা যায় না। ঘটনার নিরপেক্ষ বিবৃতি নিয়ে সাহিত্যের কারবার চলতে পারে না। এর ভেতর ভাবাবেগের স্থান থাকতে হবে। কেননা ভাবাবেগই হচ্ছে সাহিত্যের প্রাণ।

এখানে আর একটি কথা এসে পড়ে। সৎ সাহিত্য পাঠের ফলে মানুষের মনে যে ঊর্ধমুখী ঝোক অর্থাৎ দয়া, দাক্ষিণ্য, প্রীতি ইত্যাদির সৃষ্টি হয় তা আচরণের মধ্য দিয়েও প্রকাশ পায়। তা' না হলে সাহিত্য পাঠের ফল ব্যর্থ হয়েছে মনে করতে হবে। শিল্প সাহিত্যের কারবারী যদি ব্যক্তিগত বা সামাজিক জীবনে দৈন্যযুক্ত থাকেন তা হলে তিনি সংস্কৃতি পুষ্ট নন বলেই ধরা হবে। অবশ্য এমনও হতে পারে যে, কোন ব্যক্তি উঁচুদরের সাহিত্য চর্চা করতে পারেন নি বলেই তাঁর ব্যক্তিগত বা সামাজিক আচরণে ত্রুটী লক্ষ্য করা গেছে। সংক্ষেপে এখানে এটাই বলা চলে যে, মানুষের সদ্বুদ্ধির মূলে রয়েছে সৎ সাহিত্য পাঠ।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে নিছক রসভোগকারীদের নিয়ে। এঁরা শুধু 'শিল্প শিল্পের জন্যেই' এ নীতিতে বিশ্বাসী। এদের কাছে সাহিত্য রসোপভোগের উপায় বৈ আর কিছুই নয়। সৌন্দর্য, রূপ আর রস দিয়ে এই শ্রেণীর পাঠকেরা এক প্রকার মানসিক বিলাসের আয়োজন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করে থাকেন। সাহিত্যকে শুধু রসোপভোগের মধ্যে সীমিত রাখলে তাকে ঠিকভাবে দেখা যাবে না। তাকে যদি জীবনের সীমা থেকে দূরে রেখে আলাদা কিছু মনে করে ভোগ করা হয় তা' হলে তাদের সংস্কৃতির ভাণ্ড অপূর্ণ থেকে যায়। সাহিত্য পাঠে যদি পাঠক মনে যথেষ্ট মানসিক বল, দৃঢ়তা, প্রীতিপূর্ণ মনোভাব সৃষ্টি না হয় তা'হলে নিছক রসভোগের ফলে জীবন বিড়ম্বিত হয়।

সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের বিরোধের চেতনা আজ নতুন হয়। দীর্ঘকাল থেকেই তা আছে। বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যিকেরা রসবাদীদের বলেছেন "মৃণালভুক।" আর রসবাদীরা বস্তুবাদী সাহিত্যিকদের গালি দিচ্ছেন "কাঠখোট্টা" ব'লে। বস্তুবাদীদের ধারণায় সাহিত্য একটি জীবন শিল্প। তাই তাদের মৃণালের ভাঁটা চিবিয়ে খেলে চলে না। অপর পক্ষ বলছেন তাদের রস পিপাসার আন্তরিকতা তুলনাবিহীন। সভ্য-ভব্য সমাজে যদি উচ্চাঙ্গের শিল্প চর্চা না হয় তা হলে বস্তুতান্ত্রিকতার ঘানি টানলে হিতে বিপরীত হবে। অতএব সামাজিক দুঃখ দুর্গতির খোঁয়াড়ে ঢুকে অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য সাহিত্যের পবিত্র অঙনকে কলুষিত করা আহাম্মকি। শান্ত ও সমাহিত ভাব সৃষ্টির জন্যই সাহিত্য চর্চা। বস্তুতান্ত্রিকতার নামে বিকার গ্রস্ত হওয়ার কোন অর্থ হয় না।

এই দুই মতবাদীদের মধ্যে মধ্যপন্থীরাও আছেন। এঁরা দেখেছেন মহান রবীন্দ্র সাহিত্যের পঠন পাঠনের পরেও দেশের জাতীয় চরিত্র সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতার গণ্ডীতেই আবদ্ধ! প্রবৃত্তিও তো উর্ধগামী হয়ই নাই বরং রাবীন্দ্রিক ধ্যান ধারণার বাহকদের মধ্যে ধূর্তামী, বাটপারী, ছলনা ইত্যাদি বেশ বেড়ে গেছে। সুতরাং তাঁরা মনে করেন রসবাদীদের আচরণ যে সব সময় মধুর ও প্রীতিপূর্ণ হবে তা' স্থির নিশ্চয় করে বলা যায় না। তাই তাঁরা জীবন ও শিল্পের মধ্যে কাজ চালানোর মত একটা আপোষ করতে চান। এদের কথা হচ্ছে সাহিত্য মূলতঃ মনের ব্যাপার। তবে তাতে জীবনের নানাবিধ সমস্যাও কতক পরিমাণে আলোচিত হবে। এতে জীবন সমৃদ্ধতর হওয়ার সুযোগ মিলবে। সভ্যতা অর্থাৎ মার্জিত আচার আচরণ, শালীনতা, সুন্দর কথাবার্তা ইত্যাদি সাহিত্য চর্চার দ্বারা আয়ত্ত হয় এমন কথা জোর করে বলা না গেলেও সাহিত্য পাঠে মানুষের মন রুচিশীল ও পরিশীলিত হয় তা' নিশ্চয় করে বলা যায়।

অনেকের মতে সাহিত্যে নীতির খুব বড় স্থান নেই, কারণ এটা নীতি নিরপেক্ষ, তবে এতে রুচির স্থান আছে। সাহিত্য চর্চা বা পাঠে যে উন্নত রুচির বিকাশ লাভ করে তা অনেকটা সুনীতির মতোই মূল্যবান। সমাজের মধ্যে বাস করতে হলে উন্নত রুচি, সংযত ভাষা একান্ত প্রয়োজন। এসকল গুণের অধিকারী হতে হলে শিল্পকলার চর্চা চাই। এদিক থেকে ভাবলে সাহিত্যে নীতিকে নির্বাসন দেয়া যায় না।

উপরোক্ত গুণাবলীর মধ্যে একটু আভিজাত্যের গন্ধ আছে। বর্তমান যুগ গণতন্ত্রের যুগ। শালীনতা, ভদ্রতা, আদব কায়দা সাধারণ মানুষের নিকট লোভনীয় হলেও তার অতিরিক্ত কিছু দরকার। সভ্যতার বাহিরের দিকটাই হচ্ছে সুরুচি, শালীনতা ও ভদ্রতা। গণতন্ত্রের যুগে সভ্যতার বাহিরের দিক ছাড়াও মানব প্রীতিকে বড় করে দেখতে হয়। এটা হচ্ছে সভ্যতার অন্তরের বস্তু। সেকাল আর একালের সাহিত্য পাঠ করলে এটা বেশ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠে।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

একালের সাহিত্য সমাজে এখনও এক শ্রেণীর লেখক ও পাঠক আছেন যারা অভিজাত সাহিত্যের সমর্থক। ক্লাসিক সাহিত্যের ধারা বাহক লেখকেরা তাঁদের রচনায় আকৃতিকেই প্রাধান্য দেন বেশি। তাঁদের রচনায় যেমন আছে রূপ ভক্তি, তেমনি আছে বৈদগ্ধ। যারা সভ্যতা ও সুরুচির পূজারী তারা আর্ট প্রধান সাহিত্যের অনুরাগী। এদের সাংস্কৃতিক জীবনে শুধু আছে আর্ট আর আর্ট।

অভিজাত সভ্যতার ধারা ধরণের বাহক যারা নন তাঁদের সংখ্যাই এখন বেশি। তারা বলেন, সাহিত্যে বস্তু না থাকলে কিছুই হয় না, সভ্যতাও গড়ে না। তারা মার্জিত রুচি ও বিনীত ব্যবহার নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেন না। বরং তারা এটাকে মনমস্তিষ্কের বিকাশের অন্তরায় মনে করেন। আচার আচরণে শুধু চৌকস হলে চিত্ত সম্পদে দীন থাকারই কথা। এটা সাংসারিক অভিজ্ঞতা। হৃদয় বৃত্তির স্ফুরণের জন্য তারা অশালীনতা ও রুচির স্থূলতা কতকটা সমর্থন করেন। তাদের মতে সৌন্দর্য পিপাসা নয়, পরের দুঃখে বেদনা অনুভব করবার শক্তিই সাহিত্যিকের কাম্য। কিন্তু রসভোগতৎপর ব্যক্তিরা এ দৃষ্টিভঙ্গীর অসারতা প্রমাণ করাবার জন্যে আজও ব্যাকুল। তারা বলেন, এতে সাহিত্য নিম্নগামী হবে। তাই আজ দেখতে পাচ্ছি রূপ আর বস্তুর দ্বন্দের মধ্যে একটা রফার মনোভাব। মধ্যপন্থীরা সাহিত্যে শ্লীলতা অশ্লীলতা কোনটাকেই সাহিত্যের চরম লক্ষ্য বলে মনে করেন না। শ্লীল অশ্লীল যাই হোক মানুষের অনুভূতিকে উর্ধগামী করবার জন্য সাহিত্য কতটুকু কার্যকরী তাই তাঁরা দেখেন। এই উর্ধগামিতার মূলে রয়েছে সৎপ্রবৃত্তি যার সাথে সৎনীতি বহুলাংশে জড়িত। এ দিকের বিবেচনায় মধ্যপন্থীরাও সৎনীতির উপাসক।

www.ahlehadeethbd.org

দেশে বিদেশে

নিজস্ব তমদ্দুনের অনুশীলন

সম্প্রতি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তানে এক সংক্ষিপ্ত সফরে আসিয়া প্রেসিডেন্ট হাউজে বিভিন্ন শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের এক সমাবেশে যে ভাষণ দেন তাহা সংস্কৃতি সম্পর্কে বর্তমান চিন্তাবিভ্রাটের অবসানে বিশেষ সহায়ক হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন মুসলমানদের একটি পৃথক তমদ্দুন রহিয়াছে এবং উহা হিন্দু তমদ্দুন হইতে স্বতন্ত্র। এই দুইটি তমদ্দুন কোনমতেই মিশ্রিত হইতে পারে না। তিনি বলেন, পাকিস্তানী মুসলমানগণ যদি সার্বভৌম জাতি হিসাবে টিকিয়া থাকিতে চায় তবে তাহাদের নিজেদের তমদ্দুনকে রক্ষা করিতেই হইবে।

ইতিপূর্বে বাঙলা একাডেমীর সমাবর্তন উৎসবে এক ভাষণদান প্রসঙ্গে পূর্বপাক গবর্ণর জনাব আবদুল মুনয়ীম খান বলেন, "আজাদীর বিশ বছর পরেও ভাষা ও কৃষ্টির ব্যাপারে আমরা এখনও বিজাতীয় ভাবধারার অনুসরণ করিয়া যাইতেছি।" তিনি বাঙলা একাডেমীকে বিশেষ-ভাবে এবং লেখক সাহিত্যিকগণকে সাধারণভাবে মুসলমান দের তাহজীব, তমদ্দুন ও ঐতিহ্যভিত্তিক ভাষা ও সাহিত্যের উপর হামলা ও আঘাতের মুকাবেলা করিয়া উহাদেরকে স্বমর্যাদায় পুন প্রতিষ্ঠিত করার উদাত্ত আহ্বান জানান।

কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী খান এ সবুর এবং কতিপয় প্রাদেশিক মন্ত্রীও সোচ্চারে নিজস্ব তাহজীব তমদ্দুন রক্ষার জন্য বিভিন্ন সভা সম্মেলনে পৌনঃপুনিক আবেদন জানাইয়া চলিয়াছেন। "পাকিস্তান তামদ্দুনিক আন্দোলন" সংস্থা এই ব্যাপারে যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, রাষ্ট্রপ্রধান, গবর্ণর ও মন্ত্রীদের এই সাম্প্রতিক ভূমিকা উহার অগ্রগতির সহায়ক প্রতিপন্ন হইবে।

পশ্চিম পাকিস্তানে শিক্ষার অগ্রগতি

কোয়েটার ৩১শে আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ, পশ্চিম পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী তথায় এক সমাবেশে ঘোষণা করেন, চলতি অর্থ বৎসরের শেষ পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানে ১৯৫টিরও বেশী নয়া কলেজ স্থাপিত হইবে। বর্তমানে তথায় মাত্র ৭৮টি কলেজ আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাও ৪ হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৭টি করা হইবে। আর কারিগরি কলেজ ৩-এর জায়গায় ৪টি হইবে। চলতি বছরেই ১৫ শত নয়া স্কুল এবং ৯টি বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানও স্থাপিত হইবে। সরকার তথায় অপেক্ষাকৃত কম সময়ে নিরক্ষরতা দূরীকরণের চেষ্টা চালাইতেছেন।

আরব শীর্ষ সম্মেলন

বিগত ৩০শে আগষ্ট সুদানের রাজধানী খার্তুমে ১৩ জাতি আরব শীর্ষ সম্মেলন শুরু হইয়াছে। উপস্থিতির দিক দিয়া আশানুরূপ না হইলেও সম্মেলনের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সমূহ আরব জাহানের জন্য আশার নূতন দিগন্ত খুলিয়া দিয়াছে। এই সম্মেলনের বড় সাফল্য আরব বিশ্বের উল্লেখযোগ্য দুই প্রধান—মিসরের নাসের এবং সাউদী আরবের ফয়সল তাহাদের দীর্ঘদিনের মতবিরোধ মিটাইয়া ফেলিয়া বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে পরিপূর্ণ সমঝোতায় উপনীত হইয়াছেন। প্রেসিডেন্ট নাসের ও বাদশাহ ফয়সলের চুক্তি অনুযায়ী মিসর ইয়ামন হইতে ৪০ হাজার সৈন্য প্রত্যাহার করিবে এবং সৌদী আরব ইয়ামানের রাজতন্ত্র সমর্থকদের সাহায্য দান বন্ধ করিবে। নাসের প্রেসিডেন্ট সাল্লালকে এই সমঝোতার কথা জানাইয়াছেন। বহু-আকাঙ্খিত এই সমঝোতার ফলে আরব ঐক্যের প্রধান বাধা অপসারিত হইল এবং সমগ্র আরব ও মুসলিম বিশ্বের ৬৪ কোটী মুসলমানের হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উঠিবে।

আরব নেতৃবৃন্দ ইসরাইলকে স্বীকৃতি না দেওয়ার সঙ্কল্পে অটল থাকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং ইসরাই-লের সঙ্গে আলোচনার সম্ভাবনা প্রত্যাহার করেন। তারা বিদেশী সামরিক ঘাটি বিলুপ্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তবে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে পুনঃ তৈল রফতানীর অনু-কূলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সম্মেলনে রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংগ্রাম মুকাবেলা করার জন্য কতিপয় গোপন প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের জন্য ১৪ কোটি ষ্টার্লিং সাহায্য দানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সাহায্যের মধ্যে কুয়েত সাড়ে পাঁচ কোটি ষ্টার্লিং, সৌদী আরব ৫ কোটি ষ্টার্লিং এবং লিবিয়া ৩ কোটি স্টার্লিং প্রদান করিবে। এই অর্থ সাহায্যের মধ্যে মিসর সাড়ে নয় কোটি, জর্দান ৪ কোটি ও সিরিয়া ৫০ লক্ষ স্টার্লিং প্রাপ্ত হইবে। প্রেসিডেন্ট নাসের ঘোষণা করেন, অন্যান্য আরব রাষ্ট্র তাকে যতদিন অর্থ সাহায্য দিবে ততদিন পর্যন্ত তিনি সুয়েজ খাল বন্ধ রাখিবেন। আরব শীর্ষ সম্মেলনের এই সব সিদ্ধান্ত আরবদের সাধারণ শত্রু ইসরাইলের বিরুদ্ধে তাহাদের যৌথ ভূমিকাকে নিঃসন্দেহে জোরদার করিয়া তুলিবে এবং ইনশা আল্লাহ আরব ভূমিকে ইসরাইলী দখলমুক্ত ও জেরুজালেমের উদ্ধার সাধনের সহায়ক প্রমাণিত হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

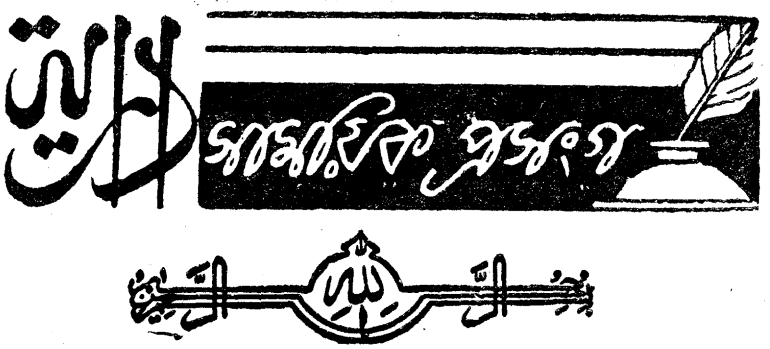

বায়তুল মুকাদ্দস ও মুসলমান

বায়তুল মুকাদ্দস এমন এক পবিত্র স্থান যাহাকে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র এবং বরকতময় স্থান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই স্থানেই কুফর ও শির্কের ঘোর অমানিশাকালে হিদায়তের অসংখ্য চন্দ্র-তারকার উদয় হইয়াছে। এই ভূমির উপর আল্লাহর অফুরন্ত রহমতের বর্ষণ হইয়াছে। এখানে যখনই কোন খুদা-বিদ্রোহী শক্তি মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়াছে তখনই উহাকে দমন করিবার জন্য আল্লাহ নিজের অনুগত ও নিবেদিত প্রাণ বিশেষ কর্মীগণকে প্রেরণ করিয়াছেন, এই স্থানের প্রতিটি ধূলিকণা তাঁহার হিদায়তের নূরে আলোকিত এবং তাঁহার নবী রসূলগণের পদস্পর্শে গৌরবান্বিত। ইহার ঐতিহাসিক পাক মাটী আল্লাহর বহু মনোনীত বান্দাকে স্বীয় ক্রোড়ে আশ্রয় দান করিয়াছে। হযরত নূহের কিস্তি ইহারই পর্বতগাত্রে আসিয়া ভিড়িয়াছে। এই স্থানের নদ নদী, পাহাড় পর্বত, মরু প্রান্তর, শস্যশ্যামলা ক্ষেত্র হযরত ইবরাহীম, ইসহাক, হযরত লূৎ হযরত শুয়াইব, হযরত মূসা, হযরত হারুন, হযরত দাউদ ও সুলায়মান এবং হযরত ঈসা প্রভৃতি নবী রসূলের বিচরণ ক্ষেত্র ও প্রচারকেন্দ্র এবং শেষ শয়নাগার।* ফলকথা যুগ যুগ হইতে এই অঞ্চল পৃথিবীর সকল একত্ববাদীগণের কেন্দ্র হিসাবে বিবেচিত হইয়া আসিতেছে।

কালের পরিবর্তন—এই স্থান এককালে কেবল তওহীদবাদী মুসলিম এবং আবেদগণেরই আবাসভূমি ছিল। কিন্তু কালের পরিবর্তনে উহার উপর কুফর, বুতপরস্তী এবং ত্রিত্ববাদের ঘনঘটা ছাইয়া গিয়াছিল, ফলে তাওহীদের নূর স্তিমিত ও শির্কের অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল এবং বাতিল শক্তি প্রবল হইয়া এক খোদার পূজারীগণকে উৎখাত এবং তাহাদের রক্তে উহার পবিত্র প্রাঙ্গনকে প্লাবিত করিয়া দিয়াছিল, ত্রিত্ববাদ কেবল বায়তুল মুকাদ্দসই নয়, উহার চতুষ্পার্শ্বের বহু বিস্তৃত ভূভাগের উপর আসন গাড়িয়া বসিয়াছিল।

সংস্কারকের আগমন—আল্লাহ নিজের পবিত্র স্থানকে চিরদিন কলুষিত করিয়া রাখেন না; তাই এই অবস্থায় তাঁহার রহমতের দরিয়ায় বান ডাকিয়া উঠিল। তিনি হিজাযের মরুভূমি হইতে এমন এক মহাপুরুষকে উত্থিত করিলেন যিনি হিরা গুহা হইতে সাধনাসিদ্ধ হইয়া ফারান পর্বত শিখরে আরোহণপূর্বক সারা বিশ্ববাসীকে পথ প্রদর্শন করিলেন, তাহাদিগকে সত্য পথের সন্ধান দিলেন। যুগ যুগ অন্ধকারে নিমজ্জিত মানবকে উদ্ধার করিয়া উজ্জ্বল রওশনীতে আনয়ন করিলেন। গুমরাহীর গভীর খাদে পতিত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মানুষকে হিদায়াতের উচ্চ শিখরে আরোহণ করাইলেন। তিনি একাদশ হিজরীর প্রারম্ভে জগতবাসীকে স্বীয় বাণী পৌঁছাইয়া দিয়া, তাহাদিগকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করিয়া তাঁহার উপযুক্ত সহচরবৃন্দের উপর সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করিয়া দুনিয়া হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার স্থলাভিষিক্ত খলীফা ও সাহাবাগণ নতশিরে এই দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা ঐ সকল কাজই করিলেন, যে সব কাজ তাঁহাদের প্রিয় নেতা এবং রসূল রহমতুল্লিল আলামীন মুহাম্মদ সঃ করিয়া বা বলিয়া গিয়াছিলেন।

তাঁহাদের মহান কীর্তিসমূহ বিশ্ববাসীকে চমকিত ও অবাক করিয়া দিয়াছিল। তাঁহারা অতি অল্প দিনে কার্থেজ নগরীর ধ্বংসস্তূপকে তওহীদ বারি সিঞ্চনে আবাদ করিলেন, তাঁহাদের বিজয়-পতাকা আফ্রিকার মরু প্রান্তরে এবং সিন্দু সাগরতীরে উড্ডীন হইল, তাঁহাদের নারা-এ-তকবীরে হিমালয় পর্যন্ত প্রকম্পিত হইল, ভূমধ্য-সাগরের তরঙ্গমালা থামিয়া গেল, তাঁহাদের প্রতাপ ইউরোপ, এশিয়ার বহু শক্তির দাবীদার মদমত্ত, দাম্ভিক নরখাদক রাজন্যবর্গ এবং বীরবাহুগণ ধুলায় মিশিয়া অথবা তৃণবৎ উড়িয়া গেল। অবশেষে তওহীদবাদীদের ১ম কিবলা যাহা বহু দিন ধরিয়া ত্রিত্ববাদের আবর্জনায় কলুষিত হইয়াছিল তাহাও ২য় খলীফা আমীরুল মুমেনীন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাঃ বিশোধিত করিয়া দিলেন। সন ১৫ হিজরীতে হযরত উমর রাঃ এর আদেশে মুসলিম মুক্তি বাহিনী বায়তুল মুকাদ্দস অবরোধ করেন।

আরব মুজাহেদীন বায়তুল মুকাদ্দসকে কঠোরভাবে অবরোধ করিলে সেখানকার ভারপ্রাপ্ত শাসনকর্তা ভীতসন্ত্রস্ত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিয়া পাঠান, "যদি মুসলমানদের খলীফা হযরত উমর (রাঃ) স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ইহা দখল করেন তাহা হইলে আমি সানন্দে ইহাকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিব", তজ্জন্য হযরত উমর স্বয়ং তথায় গমন করিয়া উহা দখল করিয়া নেন।

হযরত উমর রাঃ বায়তুল মুকাদ্দস দখলের পর তথাকার খৃষ্টান অধিবাসীগণের সহিত যেরূপ সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহার নযীর কোন রাজ্য বিজয়ীদের ইতিহাসে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় ঐতিহাসিক এবং বিখ্যাত মুসলিম বিদ্বেষী মিঃ মুয়রের মত লেখকও ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন,— "ইসলামের খলীফা হযরৎ উমর (রাঃ) নগরে প্রবেশ করিয়াই নগরবাসী এবং খৃষ্টান ধর্মযাজকের সহিত অত্যন্ত সহৃদয়তা ও বিনয় সহকারে সাক্ষাৎ করেন এবং বায়তুল মুকাদ্দসকে সেইসব অধিকার প্রদান করেন যেগুলি তিনি অন্যান্য নগরসমূহকে প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি বায়তুল মুকাদ্দসের অধিবাসীগণকে সেইসব অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন যাহা মুসলমানগণকে দিয়াছিলেন। কেবল নামে মাত্র জিযইয়া ধার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি খৃষ্টানদের গীর্জাগুলিকে ধ্বংস কিংবা সেগুলির কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করেন নাই বরং সেগুলিকে স্থানীয় খৃষ্টানদের তত্ত্বাবধানে পূর্ববৎ রাখিয়া দিয়াছিলেন।"

পরবর্তীকালে মুসলমানদের মধ্যে উমাইয়া, আব্বাসীয়া, ফাতেমী বংশের খলীফা ও সুলতানগণ পর্যায়ক্রমে বায়তুল মুকাদ্দসের উপর শাসন কর্তৃত্ব পরিচালনা করেন এবং ৪৯০ হিজরী পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় থাকে।

মুসলমানদের পতন যুগ—৪৯০ হিজরীতে মুসলমানদের উপর দুর্ভাগ্যের কালছায়া নামিয়া আসে এবং তাহারা পরস্পরের সহিত ক্ষমতা-দ্বন্দ্বে মাতিয়া উঠে। মিসরের দুর্বল ফাতেমী রাজবংশ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সলজুকী সম্রাটের ক্রমবর্ধমান শক্তি দেখিয়া হিংসা-বশতঃ উহাকে জব্দ করার উদ্দেশ্যে খৃষ্টানগণকে বায়তুল মুকাদ্দস অধিকার করিয়া লইবার জন্য উস্কানী দেয় এবং তাহাদিগকে সাহায্য দানের ওয়াদা করে। ফলে, ৪৯২ হিজরীতে উহা খৃষ্টানগণ কর্তৃক অধিকৃত হয়।

মিসরের ফাতেমী সম্রাট আবুল কাছেম আহমদ আল মুসতা'লী বিল্লাহ এর রাজত্বকালে এই ভয়াবহ ঘটনা অনুষ্ঠিত হয়। খৃষ্টানগণ বায়তুল মুকাদ্দস অধিকারের সময় মুসলিম অধিবাসী পুরুষ-নারী, বালক-বালিকা এবং শিশু নির্বিশেষে সকলের উপর যেরূপ অমানুষিক নির্যাতন এবং অবাধ হত্যা-লীলা চালাইয়াছিল তাহা কল্পনাও করা যায় না। তাহাদেরই লিখিত একটি পত্র হইতে উহার ভয়াবহতার কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যাইবে। এই হত্যাকাণ্ডের পর বায়তুল মুকাদ্দস-বিজয়ী ডায়মণ্ড এবং গডফ্রে পোপের নিকট প্রেরিত রিপোর্টে লিখিয়াছিল—"আমরা আপনাকে অবহিত করিতে চাই যে, শত্রুদের (মুসলমানদের) মধ্যে আমরা যাহাদিগকে পাইয়াছি তাহাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছি উহা জানিতে পারিলেই আপনি একটা সঠিক ধারণা করিয়া লইতে পারিবেন। কেবল 'রওয়াতে-সুলায়মান' এবং বড় গীর্জার মধ্যে আমরা তাহাদিগকে এত সংখ্যায় হত্যা করিয়াছি যে, তাহাদের রক্তে আমাদের ঘোড়াগুলিকে হাঁটু ডুবাইয়া চলিতে হইয়াছিল।"—মাকাড কৃত হিস্টরী অব ক্রুসেড গ্রন্থ, ৩ পৃষ্ঠা।

সেদিন খৃষ্টান বর্বরগণ এইভাবেই হযরত উমর রাঃ এর ইহসান এবং রহমদেলীর বদলা দিয়াছিল।

এই শোচনীয় পরাজয়ের একমাত্র কারণ ছিল মুসলমান রাজন্যবর্গের মধ্যে অনৈক্য, দলাদলি এবং পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ও হিংসা পোষণ।

এইরূপ শোচনীয় ভাবে বায়তুল মুকাদ্দস মুসলমানদের হস্তচ্যুত অবস্থায় ৮৭ বৎসর থাকার পর আল্লাহর খাস রহমত তাহাদের উপর নাযিল হয় এবং তাহারা আবার এক কাতারে দণ্ডায়মান হয় আর আল্লাহ তাহাদিগকে আবার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে এমন একজন কায়েদকে নিযুক্ত করেন যাহার শৌর্য-বীর্য ও বীরত্ব এবং ইখলাস, ত্যাগ এবং দ্বীনের প্রতি অসীম অনুরাগ সর্বজনবিদিত। তিনি হইতেছেন মহাবীর, সত্যিকারের আবিদ ও যাহিদ এবং খৃষ্টান জগতের ত্রাস গাযী সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবী রহঃ। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাঁহার পরাজয়ের কোন ছত্র লিখিত নাই যাঁহার পরাক্রমের সম্মুখে খৃষ্টান-বিশ্বের মিলিত বাহিনী তৃণের ন্যায় উড়িয়া গিয়াছিল, যাঁহার রণহুঙ্কারে বড় বড় বীর বাহুর হৃদকম্প পর্যন্ত হইয়াছিল, যাহার নারায়ে-তকবীরে যমীন আসমান কম্পিত হইয়া গিয়াছিল এবং খৃষ্টান অধ্যুসিত নগরগুলি একের পর এক পদানত হইয়াছিল। সুলতান সালাহুদ্দীন আসকালান বিজয় করিয়া '৮৩ হিজরীর' রজব মাসের ১৫ই তারিখে বায়তুল মুকাদ্দসের পশ্চিম প্রান্তে সমবেত হন এবং কাঠোর প্রতিরোধের মুকাবিলা করিয়া পঞ্চম দিবসে বায়তুল মুকাদ্দস দখল করিয়া লন।

সুলতানের উদারতা: এই প্রকার জঘন্য হিংস্র শত্রুদের উপর বিজয় লাভ করার পর দুনিয়ায় এমন কোন ব্যক্তি নাই যে, সে প্রতিশোধ গ্রহণ হইতে বিরত থাকে; কিন্তু সুলতান সালাহুদ্দীন পরাভূত শত্রুদের সহিত সেদিন যেরূপ উদার ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা নযীর-বিহীন, একথা খৃষ্টান লেখকরাও বিনা দ্বিধায়

www.ahlehadeethbd.org

Contents

স্বীকার করেন। এই ঐতিহাসিক প্যালেস্টাইন বিজয়ের পর বর্তমান ১৩৮৭ পর্যন্ত আট শতাধিক বৎসর বায়তুল মুকাদ্দস মুসলিম অধিকারে থাকার পর সেই পুরাতন খৃষ্টান দুশমনগণের যোগসাজসে উহা ইয়াহুদী কবলিত হইয়া গেল। ইহার একমাত্র কারণ বর্তমানে আরবীয় মুসলমানদের ইসলাম হইতে দূরে সরিয়া যাওয়া, তাঁহাদের অন্তর হইতে জিহাদী জোশ ঠাণ্ডা হইয়া যাওয়া, তাহাদের এবং মুসলিম সৈন্য বাহিনীর বদআমলী ও দৃঢ় চরিত্রের অভাব। তাহারা যে পর্যন্ত নিজেদের ঈমান ও আমলকে দুরস্ত করিয়া না লইবে এবং কেবল ইসলামের সরবলন্দীর জন্য জিহাদ না করিবে সে পর্যন্ত কখনই বিজয় লাভ করিতে সক্ষম হইবে না।

পাকিস্তানে নারী প্রদর্শনী: ইসলামের নামে অর্জিত পাকিস্তানে দিন দিন যেরূপ দ্বীনের অবনতি হইতেছে তাহাতে প্রত্যেক ধর্মপরায়ণ মুসলমানকে গভীর চিন্তা ও নিরাশার মধ্যে দিন কাটাইতে হইতেছে। অতি আক্ষেপের বিষয় যে, বর্তমানে পূর্বের তুলনায় ইসলাম-বিরোধী কার্যকলাপ বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে আর উহা দ্রুতগতিতে উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। সকল অবৈধ কাজের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেওয়া হইতেছে নারী সমাজকে ঘরের বাহির করিয়া তাহাদের দ্বারা আনন্দ উপভোগ করা। ইহাতে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ও সমর্থন প্রদান করা হইতেছে, বাছিয়া বাছিয়া সুন্দরী তরুণীগণকে লইয়া তাহাদিগকে বিনামূল্যে নাইলনের সাড়ী পরাইয়া নানা প্রকার কলা কৌশল ও নৃত্য গীত শিখাইয়া উন্মুক্ত মঞ্চে নাচাইয়া গাওয়াইয়া বড় বড় হুযূরদের অভ্যর্থনার জন্য রাজপথে লোকনৃত্য করাইয়া, নেতৃবৃন্দের গলায় ফুলের মালা পরাইয়া, তাঁহাদের সহিত মুসাফাহা করাইয়া এবং মীনা বাজার বসাইয়া যে কাণ্ড কারখানা করা হইতেছে তাহা ইসলামের শরা শরীয়ত এবং ইসলামী তাহযীব ও তমদ্দুনের মূলে কুঠারাঘাত করারই শামিল। ইহা বড় হুযূরদের সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারেই হইতেছে, ইহাতে তাঁহারা প্রচুর আনন্দ অনুভবও করিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া ঢাকা এবং প্রদেশের কয়েকটি শহরে যে সব বিলাসবহুল হোটেল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সে গুলিতে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় বস্তু হইতেছে যুবতী ও সুন্দরী রমণী পরিচারিকার আমদানী। এই সুন্দরী যুবতীদের দ্বারা কি কাজ করান হইয়া থাকে, তাহাদের জীবন যাপন কি আকারে চলিতেছে তাহা কাহারও অজানা নাই। যে দেশে এখনও আইনতঃ বৈশ্যাবৃত্তি চলিতেছে সেখানে নিষিদ্ধ পল্লী গমনের ঝামেলা এবং লোক চক্ষুর সম্মুখীন হওয়ার পরিবর্তে ভদ্র ভাবে এই হোটেলগুলিতে রাত্রি যাপন অপেক্ষাকৃত অনেক সুবিধাজনক এবং দুর্নামমুক্ত। আশ্চর্যের বিষয় যে, এইসব ইসলাম বিরোধী জঘন্য কাজে পরোক্ষভাবে উৎসাহ যোগাইতেছেন ঐ সব মহারথীরা যাহারা কথায় কথায় ইসলামের দোহাই পাড়িয়া থাকেন এবং ইসলামী আখলাক ও আমলের তলকীন দেন। এইরূপ নারী প্রদর্শনী এক সঊদী আরব ছাড়া প্রায় সর্বত্র চলিতেছে। ইরাণ ও তুর্কীরও ঐ একই দশা। এই পথে পাকিস্তান যে ভাবে দ্রুতগতিতে আগাইয়া যাইতেছে তাহাতে আশঙ্কা হয় যে, সে কয়েক বৎসরের মধ্যে উক্ত রাষ্ট্রগুলিকে পশ্চাতে ফেলিয়া দিতে সক্ষম হইবে। ইসলামের সহিত এই কপটাচরণ করা আল্লাহ কখনও বরদাশত করেন নাই। অতীতে দিল্লী হইতে স্পেন পর্যন্ত এবং বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যে আল্লাহর রুদ্ররোষ নামিয়া আসাই উহার সাক্ষাৎ প্রমাণ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জাতীয় তমদ্দুন

কোন জাতির যুগ যুগ সঞ্চিত আচার ব্যবহার, চালচলন এবং ঐতিহ্যের নানা প্রকারে বহিঃপ্রকাশকে সেই জাতির তমদ্দুন বা সংস্কৃতি বলা হইয়া থাকে, আর ইহার দ্বারা সেই জাতির নীতি ও মানসিক অবস্থা স্থিরীকৃত এবং নির্ধারিত হয়। কোন লক্ষ্যহীন জাতির নিজস্ব ও নির্দিষ্ট সংস্কৃতি থাকা সম্ভব নয়, সে কেবল বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুকরণ করে মাত্র, তজ্জন্য তাহার মানসিক স্বকীয়তার পরিমাপ করা যায় না। পৃথিবীতে বহু জাতি বসবাস করিতেছে এবং প্রত্যেক জাতিরই এক একটা নিজস্ব তমদ্দুন বা সংস্কৃতি রহিয়াছে। বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, ঐসব জাতির নিজ নিজ তমদ্দুনের মূল ভিত্তি হইল উহাদের ভাবধারা, আকায়েদ এবং বিশ্বাস। হিন্দু জাতির সংস্কৃতির ভিত্তিমূল হইল তাহার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পৌরাণিক দেবদেবীদের লীলা খেলা, বহু ঈশ্বরবাদে বিশ্বাস এবং অবতারবাদ। হিন্দু জাতি কৃষ্ণ এবং রামচন্দ্র প্রভৃতিকে অবলম্বন করিয়া নানাবিধ উৎসবে নৃত্যগীতে, রং তামাশায় এবং প্রেম-অভিসারের কলা কৌশল প্রদর্শনে মাতিয়া উঠে। তাহারা দুর্গাদেবীর অকালবোধন ও সারাধিনা উপলক্ষে নানা প্রকার আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। রামচন্দ্রের বনবাসকে, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তিকে এবং ভরতের ত্যাগকে উপলক্ষ্য করিয়া বিরাট মিসিল বাহির করিয়া তাহারা আনন্দে মত্ত হয়, কালী দেবীর আরতি উপলক্ষে বীরত্বব্যঞ্জক শ্লোগান দেয় এবং দীপোৎসব করে, মহাবীরের যুদ্ধনীতির সমর্থনে হোলি খেলায় মাতিয়া উঠে। অনুরূপভাবে বৌদ্ধদের সংস্কৃতির মূলকথা হইল—বুদ্ধদেবের বৈরাগ্য ও নির্বাণ; তজ্জন্য বৌদ্ধ ভক্তগণ পর্ব উদযাপন উপলক্ষে বৈশাখী পূর্ণিমা উৎসব করে, খৃষ্টানদের কৃষ্টির মূলকথা যিশুখৃষ্টের ক্রুশে আত্মত্যাগের কাহিনী; ইহুদীদের সংস্কৃতির উৎস হইল ফিরআউনের অত্যাচার হইতে তাহাদের মুক্তি।

ফলকথা প্রত্যেক জাতির সংস্কৃতির মূলে রহিয়াছে তাহাদের ধর্মীয় ভাবধারা এবং বিশ্বাস।

মুসলমানরাও একটা জাতি এবং তাহাদেরও একটা বৈশিষ্টপূর্ণ রীতিনীতি আছে এবং সেই রীতিনীতি সম্মুখে রাখিয়া তাহাদের একটা তমদ্দুন গড়িয়া উঠিয়াছে। এই তমদ্দুনের মধ্যে তাহাদের মূলমন্ত্র তওহীদ বিরোধী কোনপ্রকার কার্যকলাপের স্থান নাই, উহাতে কোনপ্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা ও অশ্লীলতা নাই। উহাতে আছে কেবল নির্দোষ আনন্দ এবং শুকরিয়ার উচ্ছ্বাস, উভয় ঈদের দিনে বীরত্বব্যঞ্জক তরবারী ও লাঠি খেলা এবং বাদ্যযন্ত্রহীন কওমী জোশ উদ্দীপক আর আল্লাহর স্তুতিবাচক গযল গান এবং দীন দুঃখীদের অন্নবস্ত্র দানের বিমল আনন্দ। অমুসলিম জাতির মধ্যে যত বড় কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তাহাতে মুসলমানদের গর্ব করার মত কিছুই নাই। তাঁহারা মুসলমানদের আদর্শ নন, তাহাদের কৃষ্টি সংস্কৃতির সহিত মুসলমানদের কোনই সংশ্রব নাই, জাতিগতভাবে তাঁহাদের স্মৃতি উৎসব করা মুসলমানদের পালনীয় বস্তু নহে। আমরা তাঁহাদের প্রতিভার প্রশংসা করিতে পারি মাত্র। তাঁহাদিগকে জাতীয় হিরোরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার পদমূলে কখনও ভক্তিঅর্ঘ নিবেদন করিতে পারি না, তাঁহাদের সংস্কৃতিকে কস্মিন কালেও নিজেদের সংস্কৃতিরূপে গ্রহণ করিতে পারি না। আমাদের রসূল স্পষ্ট ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন,

من تشبه بقوم فهو منهم (ابوداؤد)

"যে ব্যক্তি অপর জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করিবে সে সেই জাতির মধ্যে পরিগণিত হইবে।" (আবুদাউদ)

এই সাবধান বাণী দ্বারা আমাদিগকে অপর জাতির অনুকরণ হইতে বিরত থাকার শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

জমঈয়তের প্রাপ্তি স্বীকার, ১৯৬৭

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

ফেব্রুয়ারী মাস

যিলা রাজশাহী

৩৮। আবুল হোসেন মাষ্টার বাগানপাড়া পোঃ নামো শঙ্করবাটী এককালীন ৫৲ ৩৯। মওঃ মোহাঃ মুসলিম, মোহাঃ মঈনুল ইসলাম, মোহাঃ মকবুল হোসেন, মোহাঃ নয়ানতুল্লা, মোহাঃ কলিম উদ্দীন, মোহাঃ তাজউদ্দীন মণ্ডল, মোহাঃ ফরিদুদ্দীন, মোহাঃ শোয়ায়েব আলী মণ্ডল, মোহাঃ ইউনুস, মোহাঃ আছগার ফকীর, মোহাঃ নঈমুদ্দিন, মোহাঃ গোলাম জাকারিয়া, মোহাঃ হোসেন আলী সকলের তরফ হইতে সাং আহসানপুর বাগানপাড়া পোঃ নামো শঙ্করবাটী এককালীন ২৫৲ ৪০। মওলভী মোহাঃ ওয়ায়েজুদ্দিন এনায়েতপুর জামাত হইতে এককালীন ২০৲ ৪১। ইদ্রিস আহমাদ মণ্ডল সাং টিকরামপুর জামাত হইতে ফিৎরা ৩০৲ কুরবানী ১০৲ ৪২। আনিছুর রহমান, মোহাঃ বুবু মোল্লা, হাজী মোহাঃ ইসমাঈল, মোহাঃ নিয়াজুদ্দিন, হাজী ইসমাঈল মণ্ডল, মোহাঃ লাল মাহমুদ মণ্ডল, মোহাঃ সোলায়মান মোল্লা, হাজী আহমাদুল্লা সর্ব সাং চড়াগ্রাম পোঃ নামো শঙ্করবাটী অন্যান্য ১৪'৭৫ ৪৩। মোহাঃ মুমতাজ উদ্দিন সাং চড়াগ্রাম পোঃ নামো শঙ্করবাটী এককালীন ৭৲ অন্যান্য ২৲ ৪৪। মোহাঃ জহির উদ্দিন, মোহাঃ ছিদ্দিক মোল্লা, মোহাঃ নূহু মোল্লা, মোহাঃ আইউব আলী, মওলানা আবদুল গণি, মৌঃ মোহাঃ শামছুদ্দিন সর্ব সাং হেলালপুর পোঃ নামো শঙ্করবাটী ওশর ৭২'৫০ ৪৫। মোহাঃ শামছুদ্দিন নামো শঙ্করবাটী উশর ৫৲ ৪৬। ডাঃ নূর মোহাম্মদ নামো রাজারামপুর এককালীন ১০৲ ৪৭। শাহ মোহাম্মদ নামো রাজারামপুর এককালীন ২০৲ ৪৮। আবদুর রহিম ঠিকানা ঐ এককালীন ১৮৲ ৪৯। আবদুল কুদ্দুস ঠিকানা ঐ এককালীন ১০৲ ৫০। মোহাঃ হোসাইন ঠিকানা ঐ এককালীন ১০৲ ৫১। মওলবী আবদুর রহিম ঠিকানা ঐ এককালীন ৬৲ ৫২। মৌঃ এমাজুদ্দিন সাং নামো রাজারামপুর উশর ৫৲ ৫৩। মোহাঃ নৈমুদ্দিন ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১০৲ ৫৪। মোহাঃ ভৈরব আলী মোল্লা ঠিকানা ঐ উশর ৫৲ এককালীন ৫৲ ৫৫। মোহাঃ তাহের উদ্দিন ঠিকানা ঐ উশর ৮৲ ৫৬। মোহাঃ এসহাক মোল্লা ঠিকানা ঐ এককালীন ৫৲ ৫৭। তমিজুদ্দিন মণ্ডল, তাইনুসর রহমান, আয়েশউদ্দিন, আরশাদ আলী, সাজ্জাদ হোসেন বি, এ, আমির হোসেন, আবদুল হাই, আবদুল মজিদ, আবদুল খালেক (ধল্লু) সর্ব সাং নামো রাজারামপুর এককালীন ১৫৲ ৫৮। মোহাঃ তাহের উদ্দিন মোল্লা সাং নামো রাজারামপুর এককালীন ১০৲ ৫৯। মৌঃ মোহাঃ ফয়লুর রহমান সাং চর কাসিমপুর জামাতের ফিৎরা ৯২৲ ৬০। মোহাঃ আসির উদ্দিন পাইকার সাং চর বালিয়াঘাটা পোঃ চৌহদ্দিটোলা ফিৎরা ১০৲ ৬১। মোহাঃ ইসরাঈল হোসেন পোল্লাডাঙ্গা শাখা জমঈয়তে আহলে হাদীস হইতে এককালীন ১৫৲ ৬২। আহমদ আলী সরদার, মোহাঃ যিল্লুর রহমান, মোহাঃ মহিউদ্দিন ও মোহাঃ হাশিদুদ্দিন মোল্লা সাং চর বালিয়া

www.ahlehadeethbd.org

ঘাটা পোঃ চৌহদ্দিটোলা এককালীন ১০, ৬৩। মোঃ মোহাঃ ইব্রাহীম, মোহাঃ আবুল হোসেন, হোসেন আলী মাজেদ আলী সাং ডোমকুলি পোঃ বাসুদেবপুর এককালিন ৪'২৫ ৬৪। মোহাঃ আইউব আলী মণ্ডল, মোহাঃ মনছুরুর রহমান, মোহাঃ আমজাদ আলী সাং নামো রাজারামপুর ফিৎরা ৩, কুরবানী ১, যাকাত ১, ৬৫। মোহাঃ মুসলিমউদ্দিন মণ্ডল সাং সাধারী পাড়া জামাত হইতে ফিৎরা ২০, উশর ১০, ৬৬। মোহাঃ উসমান আলি মণ্ডল দিগর, সাং ঘনশ্যামপুর পোঃ বাসুদেবপুর জামাতীর ফিতরা ১৫, এককালীন ৩৬'৭৫ ৬৭। মোঃ মোহাঃ নৈমুদ্দিন মোল্লা সাং উজানপাড়া গোদাগাড়ী এককালীন ৫, ৬৮। আলি মোহাম্মদ মোল্লা ঠিকানা ঐ এককালীন ৫, ৬৯। মোহাঃ বেলাল মোল্লা, মোহাঃ ইয়াসিন মোল্লা, মোহাঃ আকিমুদ্দিন মোল্লা, মোহাম্মদ মোল্লা ঠিকানা ঐ এককালীন ৫, ৭০। ওয়াককাশ আলী বিশ্বাস নামোশঙ্করবাটী, বড়িপাড়া ফিৎরা ২, ৭১। মোহাঃ অয়েশতুল্লাহ মণ্ডল নামোশঙ্করবাটী, চড়াগ্রাম ফিৎরা ২, ৭২। সিদ্দিক আহমদ মণ্ডল সাং আজাহিরিয়াপাড়া ফিৎরা ১, ৭৩। মেসের উদ্দিন আহমদ সাং নয়ানশুকা ফিৎরা '৫০ ৭৪। মোহাঃ বহনুদ্দিন মণ্ডল সাং নামোশঙ্কর-বাটী ফিৎরা '৫০ ৭৫। মোহাঃ রইসুদ্দিন মণ্ডল ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২, ৭৬। খোশ মোহাম্মদ মণ্ডল চরগ্রাম, পোঃ নামোশঙ্করবাটী ফিৎরা ২, ৭৭। মোহাঃ আরশাদ আলী সাং সুন্দরপুর ফিৎরা ১, ৭৮। মোহাঃ ইউনুস মণ্ডল ও দোস্ত মোহাম্মদ মণ্ডল সাং নূতনপাড়া ফিৎরা ৫, ৭৯। জায়েদুর রহমান সাং চড়াগ্রাম ফিৎরা '২৫ ৮০। আবদুল গণী মোল্লা সাং সুন্দরপুর ফিৎরা ১, ৮১। মোহাঃ আনিসুর রহমান সাং বড়িপাড়া ফিৎরা ২, ৮২। মোঃ মুমতাজউদ্দিন আহমদ সাং চরগ্রাম ফিৎরা ২, ৮৩। মোঃ নূর মোহাম্মদ বি, এ, সাং চরগ্রাম ফিৎরা ১, ৮৪। মোহাঃ সুলতানউদ্দিন ঠিকানা ঐ ফিৎরা '৫০ ৮৫। মোহাঃ সাজ্জাত আলী, মাওড়ী পোঃ নামোশঙ্করবাটী এককালীন ১০, ৮৬। মোহাঃ আহসান আলী ঠিকানা ঐ এককালীন ২, ৮৭। মোহাঃ রিয়াজউদ্দিন ঠিকানা ঐ এককালীন ৫, ৮৮। মোহাঃ আবদুল গফুর ঠিকানা ঐ এককালীন ৫, ৮৯। মোহাঃ বেলালউদ্দিন ঠিকানা ঐ এক-কালীন ১০, ৯০। মোহাঃ এহিয়া বিশ্বাস ঠিকানা ঐ এককালীন ১০, ৯২। মোছাম্মাৎ মোমেনা খাতুন ঠিকানা ঐ এককালীন ৭, ৯৩। আলহাজ মোহাঃ সাইফুদ্দিন ঠিকানা ঐ এককালীন ১১, ৯৪। মোহাঃ জয়নাল আবেদীন ঠিকানা ঐ এককালীন ২, ৯৫। আলহাজ মোহাঃ এসহাক সরদার ঠিকানা ঐ এককালীন ৫, ৯৬। মোহাঃ জেহের আলী মণ্ডল সাং নয়ানশুকা পোঃ নামোশঙ্করবাটী ফিৎরা ৫, ৯৭। মোহাঃ ইমাজুদ্দিন বিশ্বাস ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১০, ৯৮। আলহাজ মোহাঃ এসহাক বিশ্বাস ফিৎরা ৫, মওঃ আবু সাঈদ মারফত মনি অর্ডারযোগে প্রাপ্ত

৯৯। তাহেরা খাতুন ৫, ১০০। সিন্দুরী জামাত হইতে ১০, ১০১। বরিঠা জামাত হইতে ২৫,

দফতরে ও মনিঅর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১০২। হাজী মোহাঃ আইয়ুব আলী মুন্সী সাং পাঁকা রাধাকান্তপুর ফিৎরা ১০, ১০৩। মোহাঃ ইসমাঈল আয়েফ নারায়নপুর পোঃ গোছা ফিৎরা ৫, ১০৪। মীর মোহাঃ আব্বাস আলী সাং ঝড়গ্রাম পোঃ ঝিকরা ফিৎরা ২০, ১০৫। মৌলবী মোহাঃ আমানুল্লাহ সাং চুরাখল পোঃ পালসা ফিৎরা ৭, ১০৬। মোহাঃ হানিফুদ্দিন প্রা সাং শীতলাই পোঃ ভটখালী ফিৎরা ৭, ১০৭। মোহাঃ শফি উদ্দিন প্রাং সাং গণ্ডগোহালী পোঃ রঘুনাথপুর ফিৎরা ৩০, উশর ২০, ১০৮। শেখ মফিয উদ্দিন সাং শেরকোল পোঃ হুলিখালী যাকাত ৩, ১০৯। মুন্সী মোহাঃ বেলাল উদ্দিন সাং আলীনগর ফিৎরা ২৫, ১১০। মুন্সী জঙ্গ আলী প্রাং সাং যোগদাইল পোঃ হাট মজহারগঞ্জ ফিৎরা ২৭'৫৫ ১১১। মোহাঃ তমিজ উদ্দিন শাহ সাং হামির কুৎসা পোঃ গোয়াল-কান্দি ফিৎরা ১৮, ১১২। হাজি মোহাঃ সাবেত আলী সাং ও পোঃ গোদাগাড়ী যাকাত ৫, ১১৩।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মোঃ মোহাঃ শহিদুল্লাহ ফরাজী দক্ষিণ জোর বাড়িয়া ফিৎরা ১০'৫০ ১১৪। চাঁদপুর তালদহ জামাত ফিৎরা ৫৲ ১১৫। খন্দকার আবদুর রহমান পোঃ মওমালা হাট ফিৎরা ১৪৲ ১১৬। মোহাঃ কেরামতুল্লাহ মণ্ডল সাং ও পোঃ আহসানগঞ্জ ফিৎরা ২৫৲ ১১৭। হাজী মোহাঃ আলিমুদ্দিন সাং সাকুরা পোঃ হাটরা ফিৎরা ৫৲ ১১৮। এম, এ, কুদ্দুস সাং শ্যামপুর পোঃ আলিমপুর ফিৎরা ৩০৲।

আদায় মারফত আলহাজ মওলানা আবদুল গণী সাং হিলালপুর

১১৯। মোহাঃ ইদ্রিস আলী সাং হেলালপুর পোঃ নামোশঙ্করবাটী ফিৎরা ৩৲ ১২০। আলহাজ আবদুল জব্বার সাহেব সাং নয়ানশুকা পোঃ ঐ ফিৎরা ৫৲ ১২১। আলহাজ মোহাঃ ইসমাইল মোল্লা সাং হেলালপুর পোঃ ঐ ফিৎরা ২৲ ১২২। মোহাঃ বদিউজ্জামান ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১৲ ১২৩। মোহাঃ মুজিবর রহমান ঠিকানা ঐ ফিৎরা ০৫০ ১২৪। মোঃ আবদুর রহমান ফিৎরা ১০৲ ১২৫। শোয়েব আহমদ সাং নয়ানশুকা, ফিৎরা ১৲ ১২৬। মোহাঃ তোয়াব আলী সাং নয়ানশুকা ফিৎরা ১৲ ১২৭। মোহাঃ আনিছুর রহমান সাং হেলালপুর ফিৎরা ১৲ ১২৮। মোঃ মোহাঃ জয়নাল আবেদীন ঠিকানা ঐ ফিৎরা ১৲ ১২৯। মোঃ মোহাঃ আয়েশ উদ্দিন ঠিকানা ঐ ফিৎরা ২৲ ১৩০। মোঃ মোহাঃ আবদুল গণী ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৫৲ ১৩১। আলহাজ মোহাঃ সাইফুদ্দিন সাং মাওড়ী ফিৎরা ২৫৲ ১৩২। মোহাঃ জহির উদ্দিন সরদার সাং হেলালপুর ফিৎরা ১৫৲ ১৩৩। চরগ্রাম নূতন পাড়া জামাত হইতে মোহাঃ আলী প্রাং সাং নামোশঙ্করবাটী এককালীন ৫৲ ১৩৪। মোঃ মোহাঃ মতীউর রহমান ইমাম চাপাই নওয়াবগঞ্জ সেন্ট্রাল জামে মসজিদ ফিৎরা ৪৲ ১৪৫। মোহাঃ আশরাফ উদ্দিন সাং মাওড়ী ফিৎরা ১৲।

যিলা বগুড়া

আদায় মারফত মুন্সী আবদুল গফুর সাং দড়িহাঁসরাজ পোঃ হরিখালী

১। মোহাঃ ফকির মামুদ মণ্ডল সাং পঞ্চপাড়া পোঃ হরিখালি ফিৎরা ২৲ ২। মোহাঃ ফাসাতুল্লাহ প্রাং সাং নিজ বলাইল পোঃ হাটসেরপুর ফিৎরা ৮৲ ৩। মোহাঃ মরেজ উদ্দিন সেক্রেটারী শাখা জমঈয়তে আহলে হাদীস সাং নিজবলাইল পোঃ হাটসেরপুর ফিৎরা ১৭৲ ৪। মোঃ আবদুল কাউয়ুম মাষ্টার সাং বালুয়া পাড়া পোঃ হাটসেরপুর ফিৎরা ১০৲ ৫। মোহাঃ মহিউদ্দিন প্রাং সাং আড়িয়া চকনন্দন পোঃ সোনাতলা ফিতরা ২০৲ ৬। মোহাঃ নমির উদ্দিন মুন্সী সাং চরখাবুলিয়া পোঃ হরিখালি ফিতরা ৫৲ ৭। মোহাঃ আরিফ উদ্দিন আখন্দ সাং চরখাবুলিয়া পোঃ হরিখালী ফিৎরা ১০৲ ৮। মোহাঃ জহির উদ্দিন আখন্দ সাং চরমোহনপুর পোঃ হরিখালী ফিতরা ৮৲ ৯। মোহাঃ জোবায়েদ হোসেন মণ্ডল সাং দক্ষিণ পাড়া চুকাইনগর পোঃ হরিখালি ফিতরা ২৫৲ ১০। মোহাঃ সহর উদ্দিন বেপারী সাং ভিকনের পাড়া পোঃ হরিখালি ফিতরা ৪০৲ ১১। মোহাঃ শুকুর মামুদ বেপারী সাং খাবুলিয়া পোঃ হরিখালী ফিতরা ১৮৲ ১২। মোহাঃ কেরামত আলী আখন্দ সাং দাউদের পাড়া পোঃ হরিখালি ফিতরা ২৲ ১৩। মোহাঃ হমির উদ্দিন প্রামাণিক সাং চরচুকাইনগর পোঃ হরিখালী ফিতরা ৩০৲ ১৪। মোহাঃ আহসান উল্লাহ মণ্ডল সাং সরলিয়া পোঃ হরিখালি ফিতরা ১৫৲ ১৫। মোহাঃ মকিব উদ্দিন সরকার সাং ভিকনের পাড়া পোঃ হরিখালী ফিতরা ৪৲ ১৬। মোহাঃ মরেজ উদ্দিন সরকার সাং গাড়ামারা পোঃ হরিখালি ফিৎরা ৩৲ ১৭। মোহাঃ ইজাহার উদ্দিন আখন্দ সাং পশ্চিম তেকানী পোঃ হরিখালী ফিতরা ৫৲ ১৮। মোহাঃ মোফাজ্জল গাজী সাং উত্তর খাবুলিয়া পোঃ হরিখালী ফিতরা ২৲ ১৯। মোহাঃ হায়দার আলী খান সাং খাটিরামারি পোঃ হরিখালি ফিৎরা ১০৲ ২০। মুন্সী মোহাঃ হাছেন আলী সাং খাটিরামারী পোঃ হরিখালী ফিৎরা ১৲ ২১। মোহাঃ সাঈদুর রহমান সাং মহেশপাড়া পোঃ হরিখালি ফিৎরা ১০৲ ২২। মোহাঃ আলিম মোল্লা বেপারী সাং মহেশপাড়া পোঃ হরিখালী ফিতরা ৫৲ ২৩। হাজী মোহাঃ আবেদ হোসেন মণ্ডল সাং সালিকা পোঃ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হরিখালী ফিতরা ৫৲ ২৪। মোহাঃ মুকসেদ আলী বেপারী সাং সালিকা পোঃ হরিখালী ফিতরা ২৲ ২৫। মোহাঃ নজির হোসেন সরকার সাং কুল বাড়িয়া পোঃ হরিখালী ফিতরা ৩৲। ২৬। মোহাঃ মকছেদ আলী বেপারী সাং সালিকা পোঃ হরিখালী ফিৎরা ৩৲ ২৭। হাজী মোহাঃ ফকির উদ্দিন মণ্ডল সাং পত্তপাড়া পোঃ ঐ কুরবানী ৪৲ ২৮। মৌঃ আসগর আলী প্রাং সাং নিশ্চিন্তপুর পোঃ ঐ কুরবানী ১৪৲ ২৯। মোহাঃ নূরুল হোসেন মণ্ডল সাং মহেশপাড়া পোঃ ঐ ফিৎরা ৪৲ কুরবানী ৪৲ ৩০। মোহাঃ নমির উদ্দিন বেপারী সাং চর খুবুলিয়া পোঃ জুমারবাড়ী কুরবানী ৩৲ ৩১। মোহাঃ মহীউদ্দিন প্রাং সাং চক নন্দন আড়িয়া জামাত হইতে পোঃ সোনাতলা কুরবানী ১৫৲ ৩২। মোহাঃ নূরুল হোসেন আখন্দ সাং মধুপুর পোঃ হরিখালী কুরবানী ৫৲ ৩৩। মৌঃ আবদুল কাদের মাষ্টার সাং রংরার পাড়া পোঃ ভেলুরপাড়া ফিৎরা ৪৫৲ কুরবানী ২০৲ ৩৪। মোহাঃ মফেজ উদ্দীন মণ্ডল সাং গাড়ামারা পোঃ হরিখালী কুরবানী ২৲ ৩৫। মোহাঃ হাফেজ উদ্দিন আখন্দ সাং কালাইহাটা পোঃ জুমারবাড়ী কুরবানী ২০৲ ৩৬। মুন্শী আবদুশ শুকুর বেপারী সাং খাবুলিয়া পোঃ জুমারবাড়ী কুরবানী ৫৲ ৩৭। মোহাঃ বজলুর রহমান বেপারী সাং বালিয়াডাঙ্গা পোঃ জুমারবাড়ী কুরবানী ১০৲ ৩৮। মোহাঃ নমির উদ্দীন আখন্দ সাং গড় ফতেপুর পোঃ সোনাতলা ফিৎরা ৭৲ কুরবানী ৫৲ ৩৮। হলিদাবগা জামাত হইতে আবদুল জলিল আখন্দ পোঃ ভেলুরপাড়া কুরবানী ৮৲ ঐ দফে ৫৲ ৪০। নিশ্চিন্তপুর জামাত হইতে গ্রাফ্ত মোহাঃ আছগর আলী প্রাং পোঃ হরিখালী ফিৎরা ৫০৲ ৪১। মোহাঃ মনিরউদ্দিন প্রাং সাং রংরার পাড়া পোঃ ভেলুরপাড়া ফিৎরা ৫৲ ৪২। মৌঃ মোহাঃ কছিম উদ্দিন আখন্দ সাং কামালের পাড়া পোঃ সোনাতলা ফিৎরা ১০৲ ৪৩। মোহাঃ নূরুল হোসেন আখন্দ সাং মধুপুর পোঃ হরিখালী ফিৎরা ৫৲ ৪৪। মোহাঃ ধলু মুন্শী সাং পাকুল্লা পোঃ পাকুল্লা ফিৎরা ৫৲ ৪৫। মুন্শী মোহাঃ মহির উদ্দিন সাং সানবান্দা পোঃ হাট সেরপুর ফিৎরা ২৲ ৪৬। মুন্শী মোহাঃ ছৈয়দ আলী আখন্দ সাং চারালকান্দি পোঃ পাকুল্লা ফিৎরা ২৲ ৪৭। মুন্শী মোহাঃ আবদুল গফুর সাং দড়িহাঁসরাজ পোঃ হরিখালী ফিৎরা ১০৲।

দফতরে ও মনি অর্ডারযোগে প্রাপ্ত

৪৮। আবদুল ওয়াহেদ, সাং ঘুঘুমারী পোঃ চন্দন বাইসা ফিৎরা ২৲ ৪৯। শাহ মোহাঃ ফয্‌লুল হক সাং নগর পোঃ ডেমাজানী ফিৎরা ৩৮৲ ৫০। ডাঃ আবদুর রহিম সওদাগর সাং ও পোঃ জামালগঞ্জ যাকাত ২০৲ ফিৎরা ১০৲ ৫১। ডাঃ মোহাঃ একরাম হোসেন সাং বায়গুনি ফিৎরা ৫৲ ৫২। মোহাঃ শরাফত আলী সাং বিহিগ্রাম পোঃ ডেমাজানী ফিৎরা ৩০৲ ৫৩। মোহাঃ মুজাম্মেল হোসেন সাং সন্দাবাড়ি পোঃ দাবতলী ফিৎরা ৪০'২৫ ৫৪। মোহাঃ মুজাম্মেল হক উত্তর মহেশপুর পোঃ বানিয়া পাড়া ফিৎরা ১০৲ ৫৩। প্রাণনাথপুর আহলে হাদীস জামাত হইতে মারফত এ. এস. এম. হাবিবুর রহমান পোঃ মালিনগর ফিৎরা ৩৫৲ ৫৪। মোহাঃ উসমান গণী হেড মওলভী মুস্তফাবিয়া মাদরাসা বগুড়া ফিৎরা ৫৲ ৫৫। হাজী মোহাঃ নেয়ামতুল্লাহ সাং কুটিরা পোঃ ডেমাজানী ফিৎরা ১০৲ ৫৬। মোহাঃ আমজাদ হোসেন সাং ধারকী পোঃ ডেমাজানী ফিৎরা ৫৲ ৫৭। মোহাঃ আবুল হাসানাত সাং কোমরগ্রাম পোঃ বানিয়াপাড়া বিভিন্ন জামাত হইতে আদায় ফিৎরা ১৬৪৲

মারফত হাজী মুন্সী মোহাঃ আব্বাছ আলী

সাং ফুলকোট পোঃ ডেমাজানী

৫৮। মুন্সী আবদুল কাফী জোয়াদ্দার সাং নগর পোঃ ডেমাজানি ফিৎরা ২৫৲ ৫৯। মুন্সী পীযার মোহাম্মদ সাকিদার ঠিকানা ঐ ফিৎরা ৫৲

যিলা রংপুর

অফিসে ও মণি অর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। আলহাজ মওলানা এসহাক জুমারবাড়ী বিভিন্ন জামাত হইতে আদায় কুরবানী ৭০৲ ২।

www.ahlehadeethbd.org

হাজি মোহাঃ আলীজান সেরুডাঙ্গা ফিৎরা ১৩'৮০ ৩। মোহাঃ আজহার আলী আখন্দ পোঃ কোচা শহর ফিৎরা ৪'৭০ ৪। মোহাঃ নকিবউদ্দিন আখন্দ সেরুডাঙ্গা ফিৎরা ৪০৲ ৫। কালাইহাটা জামাত হইতে পোঃ জুমারবাড়ী ফিৎরা ৪৭৲ ৬। মওঃ মোহাঃ ফযলুলবারী ইমাম রংপুর টাউন আহলে হাদীস মসজিদ ফিৎরা ৩০৲ উশর ২০৲ ৭। আদায় মারফত মৌঃ মোহাঃ নকিব উদ্দিন সাং সেরুডাঙ্গা বিভিন্নস্থান হইতে আদায় ফিৎরা ৩৩৲ ৮। মোহাঃ আসিরুদ্দিন, সাং গোলমুণ্ডা আলিয়া মাদ্‌রাসা ফিৎরা ২৲ ৯। মোহাঃ আরিকুল্লা আজাদ সাং শক্তিপুর পোঃ কোচাশহর ফিৎরা ৪৲ ১০। মৌঃ মোহাঃ আবদুল বাকী মহিমাগঞ্জ ফিৎরা ১৩৮'৫০ ১১। সুকানদিঘীপার জুমা মসজিদ সাং শীবপুর পোঃ সরদার হাট ফিৎরা ১০৲ ১২। মণিয়া পূর্বপাড়া জামাত হইতে মারফত মোহাঃ আসগর আলী পোঃ হারাগাছ ফিৎরা ৫৲ ১৩। মোহাঃ সিরাজুদ্দিন আখন্দ ইমাম চার-কোন জুমা মসজিদ পোঃ জুমার বাড়ী ফিতরা ১৫৲ ১৪। মুন্সী মোহাঃ আবদুস সুবহান সাং সারাই পোঃ হারাগাছ ফিতরা ৫৲ ১৫। মওলানা মোহাঃ ইফাব উদ্দিন কিশোরীগঞ্জ পোঃ মুসা ফিতরা ৭,৫০ ১৬। পদুমশহর ও তালুক রিফায়েতপুর ইলাকা জমঈয়ত হইতে মৌঃ মোহাঃ ইয়াসিন উদ্দিন সাং ও পোঃ বাদিয়া খালী ফিতরা ১০১৲।

যিলা দিনাজপুর

অফিসে ও মণিঅর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। ডাঃ আবদুল হামীদ জিলানী ৯ নং নূরুল আমীন মার্কেট যাকাত ১০৲ ২। দক্ষিণ আটরাই জামাত হইতে মারফত মুন্সী মোহাঃ ইয়াকুব আলী নূরুল হুদা ফিতরা ৫৪৲ ৩। আলহাজ মওলানা আবদুল ওয়াজেদ জামালী, লালবাগ, ফিতরা ১০৲ ৪। এম, এ, মাজেদ খান সাং হোসেন পুর পোঃ খানসামা ফিতরা ৬০৲ ৫। মোহাঃ আবীর আলী কবিরাজ সাং ভেরভেরি পোঃ পাকের হাট ফিতরা ৫৲।

যিলা খুলনা

১। এম, এ, কাইউম, মোল্লাহাট গরফা ফিতরা ৫৲।

যিলা বরিশাল

১। আলহাজ মোহাঃ উলফত যাকাত ১০০৲।

যিলা যশোর

অফিসে ও মণি অর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। মৌঃ মোহাঃ ভিখারুল ইসলাম ফিতরা ১৫৲ ২। মোহাঃ মহসিন সালী ফিতরা ১১,২৫ ৩। মওলানা মোহাঃ আবদুর রহমান সাং কিসমত ঘোড়াগাছা পোঃ সাগারা এককালীন ২৲।

যিলা ফরিদপুর

মণি অর্ডার যোগে প্রাপ্ত

১। মোহাঃ মতিয়র রহমান বিশ্বাস সেক্রেটারী বরশাপাড়া শাখা জমঈয়তে আহলে হাদীস পোঃ হিরণ ফিতরা ২৫৲ ২। আলহাজ মৌঃ মোহাঃ লুৎফর রহমান সাং বহাল তলী পোঃ কে, ডি, গোপালপুর নিজ জামাত হইতে ফিতরা ৩৩'৬৬ উশর ৯,৬২।

যিলা সিলহেট

মণি অর্ডারযোগে প্রাপ্ত

১। এইচ, মোহাঃ আলাউদ্দিন সাং বাসবাড়ি পোঃ গাছবাড়ি ফিতরা ১০৲।

পুনঃ ময়মনসিংহ যিলা

১। মওঃ আবদুর রহমান তাদুলী পাড়া জামাত হইতে পোঃ মেষ্টা ফিৎরা ৫৲ ২। মোহাঃ আয়েজুদ্দিন খলিফা চরশী খলিফা পাড়া পোঃ কামাল খান ফিৎরা ৪০৲ ৩। মোহাঃ শামসুল হুদা সিন্দুরা মধ্যপাড়া পোঃ হোসনাবাদ ফিৎরা ১০৲ ৪। মুন্সী আবুল কাসেম রঘুনাথপুর দিঘুলী পোঃ সন্তিয়া বাজার ফিৎরা ৫৲।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আরাফাত-সম্পাদক মৌলবী মুহাম্মদ আবদুর রহমানের

শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কর্ম

নবী–সহধর্মিণী

[প্রথম খণ্ড]

ইহাতে আছে : হযরত খদীজাতুল কুবরা রাঃ, সওদা বিনতে যমআ রাঃ, হাফসা বিনতে ওমর রাঃ, যয়নব বিনতে খুযায়মা রাঃ, উম্মে সলমা রাঃ, যয়নব বিনতে জাহশ রাঃ, জুয়ায়রিয়াহ বিনতে হারিস রাঃ, উম্মে হাবীবাহ রাঃ সফীয়া বিনতে হুয়াই রাঃ এবং মায়মুনা বিনতে হারিস রাঃ— মুসলিম জননীবৃন্দের শিক্ষাপ্রদ ও প্রেরণা সঞ্চারক, পাকপূত ও পুণ্যবর্ধক মহান জীবনালেখ্য।

কুরআন ও হাদীস এবং নির্ভরযোগ্য বহু তারীখ, রেজাল ও সীরত গ্রন্থ হইতে তথ্য আহরণ করিয়া এই অমূল্য গ্রন্থটি সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রত্যেক উম্মুল মুমেনীনের জীবন কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরিত্র বৈশিষ্ট্য, রসুলুল্লার (দঃ) প্রতি মহব্বত, তাঁহার সহিত বিবাহের গূঢ় রহস্য ও সুদূর প্রসারী তাৎপর্য এবং প্রত্যেকের ইসলামী খেদমতের উপর বিভিন্ন দৃষ্টি কোণ হইতে আলোকপাত করা হইয়াছে।

বাংলা ভাষায় এই ধরণের গ্রন্থ ইহাই প্রথম। ভাবের ছোতনায়, ভাষার লালিত্যে এবং বর্ণনার স্বচ্ছন্দ গতিতে জটিল আলোচনাও চিত্তাকর্ষক এবং উপন্যাস অপেক্ষাও সুখপাঠ্য হইয়া উঠিয়াছে।

স্বামী-স্ত্রীর মধুর দাম্পত্য সম্পর্ক গঠনঅভিলাষী এবং আচরণ ও চরিত্রের উন্নয়নকামী প্রত্যেক নারী পুরুষের অবশ্যপাঠ্য।

প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অপরিহার্য, বিবাহে উপহার দেওয়ার একান্ত উপযোগী।

ডিমাই অক্টেভো সাইজ, ধবধবে সাদা কাগজ গাম্ভির্যমণ্ডিত ও আধুনিক শিল্প-রুচিসম্মত প্রচ্ছদ, বোর্ডবাঁধাই ১৭৬ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থের মূল্য মাত্র ৩'০০।

পূর্ব্ব পাক জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক পরিবেশিত।

প্রাপ্তিস্থান : আলহাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস,

৮৬, কাযী আলাউদ্দীন রোড, ঢাকা – ২

www.ahlehadeethbd.org

Tarjumanul Hadeeth
Phone : 45490

Regd. No. DA—130

মরহুম আল্লামা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কুরায়শীর
অমর অবদান

দীর্ঘদিনের অক্লান্ত সাধনা ও ব্যাপক গবেষণার অমৃত ফল

আহলে-হাদীস পরিচিতি

আহলে হাদীস আন্দোলন, উহার আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য এবং প্রকৃত পরিচয় জানিতে হইলে এই বই আপনাকে অবশ্যই পড়িতে হইবে।

মূল্য : বোর্ডবাঁধাই : তিন টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান : আল্-হাদীস প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস, ৮৬ নং কাযী আলাউদ্দী রোড, ঢাকা—২

লেখকদের প্রতি আরজ

- তর্জুমানুল হাদীসে ইস্‌লামী দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন যে কোন উপযুক্ত লেখা—সমাজ, দর্শন, ইতিহাস ও মণীষিদের জীবন চরিত্র-সম্পর্কিত আলোচনামূলক প্রবন্ধ, তরজমা ও কবিতা ছাপান হয়। নূতন লেখক-লেখিকাদের উৎসাহ দেওয়া হয়।
- উৎকৃষ্ট মৌলিক রচনার জন্য লেখকদিগকে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।
- রচনাসমূহ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কাররূপে লিখিয়া পাঠাইতে হইবে। লেখার দুই ছত্রের মাঝে একছত্র পরিমাণ ফাঁক রাখিতে হইবে।
- অমনোনীত রচনা ফেরত পাঠান হয় না। অতএব রচনার নকল রাখা বাঞ্ছনীয়।
- বেয়ারিং খামে প্রেরিত কোন রচনা গ্রহণ করা হয় না।
- রচনা সম্পর্কে সম্পাদকের মতামতই চূড়ান্ত। অমনোনীত রচনা সম্পর্কে কোনরূপ কৈফিয়ত দিতে সম্পাদক বাধ্য নন।
- তর্জুমানুল হাদীসে প্রকাশিত রচনার যুক্তিযুক্ত সমালোচনা সাদরে গ্রহণ করা হয়

—সম্পাদক

Printed and Published by Md. Abdul Bari At Al-Hadeeth Printing and Publishing House, 86, Qazi Alauddin Road, Dacca—2, East Pakistan.

www.ahlehadeethbd.org